সপ্তম অধ্যায়

জগন্নাথের আহ্বানে

১

মর্টন স্কুল। চারতলার শ্রীম-র কক্ষ। ভক্তগণ আজ অতি প্রত্যুষেই আসিতেছেন। আজ শ্রীম পুরী যাইবেন। উদ্দেশ্য তীর্থবাস ও নির্জনে ঈশ্বরচিন্তন। সঙ্গে সঙ্গে বায়ুপরিবর্তন ও অবসরগ্রহণ।

এখন সকাল আটটা। ইতিমধ্যে অনেক ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন — রমণী বুদ্ধিরাম ও গদাধর, জগবন্ধু সুখেন্দু ও বিনয়, ছোট জিতেন ও ছোট নলিনী, যতীন ও মোটা সুধীর, মণি ও শচীনন্দন প্রভৃতি। সকলেরই ইচ্ছা — যাত্রার আয়োজনে সহায়তা করেন।

শ্রীম আপন শয্যায় লম্বমান পূর্ব-পশ্চিম। শুইয়া শুইয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। সব কথাই আজ পুরীযাত্রার সম্বন্ধে। ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠিয়া বসিলেন। ঘরে স্থানাভাব। তাই মণি ও মোটা সুধীরকে নিজের বিছানায় বসাইলেন। যতীন ও ছোট নলিনী গোল টুলে বসিয়াছেন বিছানার উত্তর দিকে। ছোট জিতেন তাঁহাদের পাশে চেয়ারে বসিলেন। শচীনন্দন বসিয়াছেন মেঝেতে আসনে। আর দক্ষিণের জানালার নিচে বেঞ্চে বসিয়াছেন বিনয়, রমণী ও জগবন্ধু, আর সুখেন্দু, গদাধর ও বুদ্ধিরাম।

মণি সাংসারিক বিপদে পড়িয়াছেন। ইনি বিখ্যাত ঐতিহাসিক কৈলাস চন্দ্র মান্নার পুত্র। মন বড়ই খারাপ। তাই শ্রীম সস্নেহে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (মণির প্রতি) — হাঁ, মণিবাবু, আপনাদের ঝঞ্ঝাট একটু কমেছে কি?

মণি — আজ্ঞে হাঁ, অনেকটা শান্ত।

শ্রীম — হাঁ, এ ধারা সংসারের। মেঘ উঠবেই। আবার হাওয়ায় কেটে

যায়। এসব দেখে যদি বিশ্বাস হয়ে যায় — যে ঝঞ্ঝাট দেয় সে-ই আবার নেয় — তবে বেঁচে গেল। সে সংসারে থেকেও অপরের মত ডুবে যাবে না, তরঙ্গের ভিতরও মাথা উঁচু করে সাঁতার দিতে থাকবে। কেন? না, বিশ্বাস হয়ে গেছে কি না, মা'র দেওয়া এই সব বিপদ। যতটা সইতে পারা যায় ততটাই দেন। অসহ্য হলে বিপদ উঠিয়ে নেন।

পাকা মাঝি বানাবেন বলে ভক্তদের এসব বিপদাপদ হয়। তাঁদের দেখে অপরেও শিখবে মাথা উঁচু করে থাকতে এ অবস্থায়। তিনি ঢ্যালা দিয়ে ঢ্যালা ভাঙ্গেন। ঝিকে মেরে বউকে শেখান। আপনজন ভক্তদের বিপদ দিয়ে অভক্তদের শিক্ষা দেন। তিনি তো সকলের কল্যাণময়ী মা! ভাবছেন সর্বদা সকলের মঙ্গলের জন্য।

গোকুলের প্রবেশ। গোকুল মর্টন স্কুলের বালক কর্মচারী, বাড়ি শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটি।

শ্রীম (গোকুলের প্রতি) — হাঁ, গোকুলবাবু, তোমরা এই কাগজগুলি তাড়া করে বেঁধে রাখ। (গোকুল বাঁধিতেছে, শ্রীম দেখিতেছেন)। এই দেখ, এই ঝুড়িতে একটা ছেঁড়া 'কথামৃত'। এটা দপ্তরীকে দিয়ে বাঁধিয়ে রাখবে।

জগবন্ধু গত রাত্রিতে শ্রীম-র উপদেশ মত শিক্ষক অনিলবাবুর বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অনিল মর্টন স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করিবেন। সম্মতিসূচক একটি পত্র দিয়াছেন। জগবন্ধুর হাত হইতে পত্রখানা লইয়া শ্রীম বুদ্ধিরামের হাতে দিলেন। বলিলেন, যাও এই পত্র প্রভাসবাবুকে দিয়ে এসো। প্রভাসবাবু শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পুত্র, স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। মনোরঞ্জন শ্রীম-র পুরীযাত্রার আয়োজন করিতেছেন, গাঁটরী বাঁধিতেছেন।

শ্রীম একটি ভক্তকে বলিলেন, একটু পড়ে পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলুন। একটা qualification (অধিকার লাভ) করে রাখা।

ছোট অমূল্যের প্রবেশ। সঙ্গে জামাই। শ্রীম ঘরের বাহিরে আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিয়া জামাই-এর সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন।

শ্রীম (জামাই-এর প্রতি) — সাধুসঙ্গ করতে হয় যারা ঘরে থাকবে। তবে মাথা ঠিক থাকে। একে যৌবন, তাতে যদি উপরে কেউ না থাকে, বুদ্ধি অন্যরূপ হয়ে যায়। সাধুদের কাছে মাঝে মাঝে গেলে ধাত ঠিক

থাকে। সাধুদের ঘড়ি right (ঠিক), সংসারীদের ঘড়ি wrong (খারাপ)। মাঝে মাঝে মঠে যাবে কলকাতা এলে। দেশে সাধুসঙ্গ নাই বুঝি?

ছোট জিতেন ও একটি ভক্ত শিক্ষক মেসে রান্না করিয়া আহার শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি মর্টন স্কুলে আসিয়াছেন। আজ সারাদিন ভক্তরা শ্রীম-র নিকট আনাগোনা করিতেছেন। সকলেই যাত্রার আয়োজনে সহায়তা করিতেছেন — কেহ উপদেশ দিয়া, কেহ হাতে কাজ করিয়া, কেহ বা উৎসাহ ও আনন্দ বর্ধন করিয়া। বিনয় ও বলাই বাঁধাছাঁদা করিতেছেন। ভক্তগণ এখন দ্বিতলের বারান্দায় মিলিত হইয়াছেন। কেহ বেঞ্চে বসা, কেহ দাঁড়ান, কেহ বা আসা-যাওয়া করিতেছেন। ডাক্তার বক্সী, বড় জিতেন, উকীল ললিতবাবু, যতীন, মনোরঞ্জন পর পর আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে জগবন্ধু, ছোট জিতেন, বিনয়, বলাই, শচী, গদাধর, বুদ্ধিরাম, ছোট অমূল্য প্রভৃতি আসিয়াছেন।

এখন অপরাহ্ণ সওয়া চারিটা। শ্রীম চারিতলা হইতে নামিয়াছেন। তিনি যাত্রার জন্য তৈরী। তাঁহার পোষাক — সাদা পাড় ধুতি, লংক্লথের পাঞ্জাবী আর ভাঁজ করা খদ্দরের চাদর পিঠের দিক হইতে দুই কাঁধে সামনে ঝুলানো। পায়ে কাল চটি জুতা।

শ্রীম দ্বিতলের বারান্দার পূর্বধারে পালি ক্লাসে চেয়ারে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। ভক্তগণও উঠিয়া আসিয়া শ্রীম-র সম্মুখে মুখোমুখি দুই সারিতে হাইবেঞ্চযুক্ত বেঞ্চে বসিয়াছেন। মাঝখানে খালি।

শ্রীম-র বদনমণ্ডল উজ্জ্বল, আনন্দে ভরপুর ঁজগন্নাথদর্শনের প্রতীক্ষায়। মন অন্তর্মুখীন। ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছেন মাঝে মাঝে। তাহারই মাঝে দুই চারিটা কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — একি আমার কর্ম, গাঁঠরীগুঠরি বাঁধা? এঁরা সব করে দিচ্ছেন। একটা বাঁধতেই আমার প্রাণান্ত। দেখেছি, যখনই লোকের দরকার তখনই তিনি লোক পাঠিয়ে দেন।

একবার অসুখ হয়েছিল। তখন ঠাকুরের শরীর আছে — এইটিন্ এইটিফোরে (1884-এ)। ওদিকে থাকতাম তখন শ্যামপুকুরে। ওমা, দেখি কোথা থেকে লোক এসে সেবা করতে লাগলো। দিন রাত সেবা, বিরাম নাই। ছেলেরা সেবা করতো। ঐদিকেই স্কুলে কাজ করতাম।

এখনও লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একজন ভক্ত ছিলেন পুরীতে, বৃদ্ধ (মাধব দাস)। তাঁর আমাশয় হয়েছে। একশ' বার বাহ্যে যান। জল নেবার শক্তি নেই। ঈশ্বর তখন একটি সুন্দর বালকের বেশে এসে সেবা করছেন — বছর বার বয়স। ভক্ত চিনতে পেরে বললেন, 'তুমি যদি সেবাই করবে তবে রোগ দেওয়া কেন?' তিনি হেসে বললেন, 'কি করি, কর্ম্মফলে আমার হাত নেই' (হাস্য)। এমনি কাণ্ড!

ভক্তগণ জিনিসপত্র উপর হইতে নিচে নামাইতেছেন। একটা উঁচু ট্রাঙ্ক, ময়লা গেরুয়া রং-এর, দেখাইয়া শ্রীম বলিলেন, "ঐ ট্রাঙ্কটাতে আমার প্রাণ — যেমন গল্পে আছে, রাক্ষসের প্রাণ ছিল কৌটতে ভ্রমরায়।" এই কথা শ্রীম আরও কতবার বলিয়াছেন ভক্তদের। ঐ ট্রাঙ্কে ঠাকুরের 'কথামৃতের' ডায়েরী রহিয়াছে।

মাঝে মাঝে শ্রীম ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছেন। আর গুনগুন করিয়া গাহিতেছেন। গানের পদ বোঝা যায় না।

২

বড় জিতেন (সকাতরে) — অন্য কোথাও যাওয়াটাওয়া হবে কি? বেশী দূরে গেলে আমাদের উপায় কি?

শ্রীম — কিছুই স্থির নেই। আমার ইচ্ছা ছিল এখানেই স্থির হয়ে বসে থাকি। কিন্তু তা দিলেন কই? ধাক্কা মেরে মেরে পাঠাচ্ছেন। এই থেকেই বুঝতে পারছি, আর কর্ম্মক্ষেত্রে রাখবেন না। রামেশ্বর যাওয়া যেতে পারে। হয়তো এমন জায়গায় নিয়ে যাবেন সেখান থেকে চিঠিও আসে না। Old man.

ভক্তদের হৃদয়মন্দিরে ভয়ের বিদ্যুৎচমক প্রবাহিত।

বড় জিতেন (আর্ত্তির সহিত) — আমরা সব কি করবো?

শ্রীম — আমাদের অয়্যারলেস্ (বেতারযন্ত্র) আছে। এ অয়্যারলেস্ (wireless) হবার পূর্ব থেকেই আমাদেরও অয়্যারলেস্ ছিল।

দু'সেট যন্ত্র থাকে। আর কয়েক সেট গান আগে থেকে fixed

(ঠিক) করা থাকে। এতে তো distance (দূরত্ব), কিন্তু ওতে time and space (স্থানকাল) vanish (অদৃশ্য) হয়ে যায়। একখান থেকে broadcast (ঘোষণা) করে, আর সবগুলি স্টেশনে শুনতে পারে — যেখানে যেখানে যন্ত্র রাখা হয়েছে।

Time and space (স্থান কাল), পাহাড় পর্বত, নদী সাগর সবকে defy (উল্লঙ্ঘন) করে message (সংবাদ) আসছে। এখানে বসে আমেরিকার কথা নিমেষে শোনা যায়। এতেই যদি এইরকম হয় — এই material world-এ (স্থূল জগতে), তবে ওখানের wireless (বেতার সংযোগ) কেমন? যোগীদের wireless-এ (বেতারসংযোগে) পরম ব্রহ্ম contact (সংযুক্ত) হয়। জগতের মূল তিনি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একদিন ঠাকুর সমাধির পর বলছেন, মা এখন কি সময়, কোথায় আছি কিছুই বলতে পারছি না। দেখ, time space and causality (স্থান কাল, কার্যকারণ সম্বন্ধ) সব vanish (বিলীন) হয়ে গেছে। infinite-এর (অনন্তের) সঙ্গে যখন যোগ হল তখন সব এক — সেই পরমাত্মা। যদি এই হয়, তবে universe-এর (বিশ্বের) ভিতরের সংবাদ আনা আর কি কঠিন কাজ!

ডাক্তার বক্সী — এখন সাড়ে পাঁচটা। খাওয়া উচিত।

গদাধর তিনতলা হইতে সংবাদ লইয়া আসিলেন আহার এখনও প্রস্তুত হয় নাই।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি) — এসব গান করবে।

গান। গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশীকাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥ ইত্যাদি

আর

গান। ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥

বড় জিতেন (শ্রীম-র প্রতি) — যাবেন যে, পোষাকটোষাক কি নেওয়া হচ্ছে?

শ্রীম (ঈষৎ হাস্যের সহিত সুমধুর স্বরে) —

যদি গৌর চাও ধনি কাঁথা লও,

কাঁথা লবি সঙ্গে যাবি,
গাঁজার কলকে আগুন দিবি।
যদি গৌর চাও কাঁথা লও॥

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তার চাইতে এ পোষাক তো কত ভাল। (সাদা ধূতি, পাঞ্জাবী, চাদর ও চটিজুতা)।

এখন ছয়টা। আহার প্রস্তুত। শ্রীম তিনতলায় গেলেন।

ছোট জিতেন ও বিনয়, মনোরঞ্জন ও বলাই যাত্রার সব জিনিসপত্র নিচে লইয়া আসিলেন।

উকীল ললিত ব্যানার্জী আসিলেন, হাতে শ্রীম-র জন্য তালমিছ্‌রী। ছোট জিতেন ভক্তগণকে পান পরিবেশন করিতেছেন।

জগবন্ধু, ছোট জিতেন ও শচীনন্দনকে লইয়া হাওড়া স্টেশনে রওনা হইলেন — শ্রীম-র সঙ্গীদের জন্য টিকিট করিবেন।

এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। শ্রীম হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত। মোটর হইতে নামিলেন, উত্তর ও দক্ষিণ প্ল্যাটফরমের মধ্যস্থলে। এটর্নি বীরেন তাঁহার মোটরে লইয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে বড় জিতেন। ক্ষণকালের মধ্যেই গিন্নীমার ভিক্টোরিয়া কোচ্ আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে গোপেন।

বিশ্রামাগারে সম্মুখের স্তম্ভের চতুর্দিকে চক্রাকারবেষ্টিত আসন-সমূহের পূর্বদিকের আসনে বসিলেন শ্রীম, বামদিকে বড় জিতেন।

অন্তেবাসী সকলের জন্য প্ল্যাটফর্ম টিকিট লইয়া আসিলেন। ইতিমধ্যেই শ্রীম প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণ ছুটাছুটি করিতেছেন একটি উপযুক্ত প্রকোষ্ঠের সন্ধানে।

একটি ভক্ত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছেন। ভিতর হইতে বাধা আসিল। তিনি বাধা প্রতিরোধ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে প্রবেশ করিলেন শ্রীম।

পূর্বপশ্চিম লম্বমান প্রকোষ্ঠ — ক্ষুদ্র, মাত্র চৌদ্দজন লোক বসিতে পারে। চারিটি লম্বমান বেঞ্চ। দুইটি মুখোমুখি উত্তরে, আর দুইটি দক্ষিণে, মধ্যে রাস্তা। উত্তরের দুইটি বেঞ্চে শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। উত্তরেরটি গিন্নীমার, জানালার পাশে। ভিতরের শয্যা শ্রীম-র।

শ্রীম প্রথমে উত্তরের বেঞ্চে বসিলেন জানালার পাশে। গিন্নীমা

বলিলেন, এখানে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। ওঠাই ভাল। শ্রীম উঠিয়া আসিয়া নিজের শয্যার উপর বসিলেন।

শৌচাগার পশ্চিমদিকে পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারে, বামপার্শ্বে। তাহার দক্ষিণে দুইটি আসন।

ভক্তগণ যে যেখানে পারেন বসিলেন। কেহ দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ ভিতরে, কেহ বাহিরে। সকলেই শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন। কেহ ভাবিতেছেন, আবার কত দিনে দর্শন হবে, কে জানে। মহাপুরুষদের দর্শন, সঙ্গ ও সেবা বহু ভাগ্যে হয়।

গাড়ীর ভিতরে গরম। আবার ভক্তদের ভীড়। তাই কেহ পাখা করিতেছেন। শ্রীম পশ্চিমাস্য বসিয়া আছেন। গায়ে খদ্দরের চাদর জড়ান। মন বড় অন্তর্মুখ আর প্রসন্ন। মাঝে মাঝে ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছেন।

একটি ভক্ত ট্রাঙ্ক ও বড় বিছানাদি বাঙ্কের উপর রাখিয়া দিলেন গিন্নীমার শয্যার উপর। তারপর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাঙ্কের পশ্চিম দিকে শ্রীম-র বড় ট্র্যাঙ্ক। ইহাতে আছে শ্রীম-র 'প্রাণ' কথামৃতের ডায়েরী। মধ্যস্থলে গিন্নীমার ট্র্যাঙ্ক। তাহার উপর বিনয়ের সুটকেস আর গিন্নীমার গাঁটরী। তাহার পূর্বদিকে বালতির ভিতর নানা দ্রব্য।

উত্তরের বেঞ্চে বসিয়াছেন গিন্নীমা, পূর্বপ্রান্তে। তাহার পশ্চিমে গোপেন ও সুখেন্দু। গোপেন শ্রীম-র দৌহিত্র। মধ্যবেঞ্চে শ্রীম শয্যার উপর বসা। ডাক্তার বক্সী বসিলেন পশ্চিম প্রান্তে। গাড়ীর ছাদের নিচে মধ্যস্থলে দ্রব্যাধার জালের উপর শ্রীম-র বড় বিছানা, শতরঞ্চিতে বাঁধা। তারপর গিন্নীমার ছোট বালতি। তারপর বিনয়ের বড় বিছানা।

এখন ৮ ।২০ মিনিট। ভক্তরা নিচে নামিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শুকলাল, ডাক্তার বক্সী ও বড় জিতেন, ছোট জিতেন, মনোরঞ্জন ও রমণী, মানিক, গদাধর ও বড় অমূল্য, মোটা সুধীর, ছোট নলিনী ও উকীল ললিত, যতীন, অমৃত ও শচীনন্দন, আর গোপেন, বীরেন ও জগবন্ধু।

ভক্তদের নানা ভাব। কেহ বিষণ্ণ, কেহ আনন্দময়, কেহ উদাসীন কেহ বা রঙ্গরসময়। এইসকল বাহ্যভাবের অভিব্যক্তির পশ্চাতে রহিয়াছে মনমন্দিরে সকলেরই একটি অস্বস্তির মেঘচ্ছায়া শ্রীম-র দুর্লভ আনন্দময় সঙ্গবিচ্যুতিজনিত।

বীরেন বলিলেন, গাড়ী ছাড়বে আটটা-চব্বিশে। আর এক ভক্ত বলিলেন, না সাড়ে আটটায়। বীরেন প্রতিবাদ করিলে ভক্ত রঙ্গ করিয়া বলিলেন, তবে রসগোল্লার বাজী রাখা হোক্।

গাড়ী ছাড়িল সাড়ে আটটায়। ভক্তগণ যুক্ত করে শ্রীমকে প্রণাম করিলেন আর গাড়ীর সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। 'জয় গুরু মহারাজ কি জয়' ধ্বনির সহিত ট্রেন বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল রজনীর তামসগর্ভে।

টিপ টিপ বৃষ্টি হইতেছে। ভক্তরা ফিরিয়া যাইতেছেন। সকলেরই হৃদয়ে বেদনা। এখন আর রঙ্গরস নাই। সকলে নীরবে চলিতেছেন। একটি ভক্তের হৃদয়ে কিন্তু প্রবল বিরহব্যথা। তিনি একাকী পদব্রজে ফিরিতেছেন মর্টন স্কুলে। নৈরাশ্যের অতীত কেন্দ্র সুখময় শ্রীরামকৃষ্ণে এক একবার তাঁহার মনোসংযোগ হইতেছে। হর্ষ বিষাদের লুকোচুরি চলিতেছে মনে।

শ্রীম অনেক দিন পর জগন্নাথদর্শনে যাইতেছেন। আবার শরীরও ইদানিং ভাল যাইতেছে না। বিশ্রামও আবশ্যক। স্বাস্থ্যকর সামুদ্রিক বায়ুতে শরীরের উন্নতি হইতে পারে। আর কর্মকেন্দ্র হইতে দূরে থাকিলে কর্মের ঝামেলা থাকিবে না — এইসব চিন্তা করিয়া ভক্তগণ মনে প্রবোধ আনিতেছেন।

শ্রীম-র মন আনন্দময়, ঈশ্বর জগন্নাথদর্শনে যাইতেছেন বলিয়া। ঠাকুর শ্রীমকে বলিয়াছিলেন, 'আমিই জগন্নাথ'। শ্রীমও সর্বদা বলেন, "বিশ্বাস করলে, জগন্নাথদর্শন করলেই ঠাকুরকে দর্শন করা হয়।" ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন, ক্রাইস্ট চৈতন্য আর আমি এক। এইজন্যও শ্রীম-র মন প্রসন্ন। চৈতন্যদেবের লীলাস্থল নীলাচল। শ্রীম চৈতন্যাবতারে চৈতন্যদেবের পার্ষদ ছিলেন। ঠাকুর শ্রীমকে এই কথাও বলিয়াছিলেন। আর দক্ষিণেশ্বরে বকুলতলায় এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তন দর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীমকেও দেখিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন, তোমার চৈতন্য-ভাগবত পাঠ শুনিয়া চিনিয়াছি তুমি কে। তুমি আপনার জন, এক সত্ত্বা, যেমন পিতা ও পুত্র। এই সকল কথাও শ্রীম-র মনে জাগ্রত। তাই শ্রীম অত প্রসন্ন, অত আনন্দময়! সকলের প্রিয় যে আত্মা, ভগবান — তাঁর দর্শনে যাইতে কার না মন উৎফুল্ল হয়।

চৈতন্যদেবের লীলাস্থলী গম্ভীরা, টোটা গোপীনাথ, গুণ্ডিচা মন্দির — এইসব স্থলে কত ভাব, কত মহাভাবের সুখময় স্পর্শ জীবন্ত অনুভূত হইবে — এই সব আশাতেও শ্রীম-র মন আজ অত আনন্দে পূর্ণ।

ভক্তদের মন নিজের লাভালাভ চিন্তায় অধ্যুষিত হইয়া বিষণ্ণ — প্রিয়জনের বিচ্ছেদে। কিন্তু শ্রীম-র স্বাস্থ্য ভাল হইবে, পূর্বস্মৃতি স্মরণে ও অনুভবে মন অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিবে, এই সব চিন্তা করিয়া ভক্তদের চিত্তে শান্তির সুখময় স্পর্শ জাগ্রত হইয়াছে। তাই তাঁহারা ভাবিতেছেন — 'শ্রীম-র পুরীযাত্রা প্রকারান্তরে আমাদেরই লাভ।' তাই উদ্বেলিত ভক্তচিত্ত এই সদ্য বিচ্ছেদেও শান্ত রূপ ধারণ করিল। জয় জগন্নাথ, জয় শ্রীচৈতন্য, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ!

কলিকাতা, ৭, নম্বর শংকর ঘোষ লেন।
৬ই অক্টোবর ১৯২৫ খ্রীঃ, ২০শে আশ্বিন ১৩৩২ সাল।
মঙ্গলবার, কৃষ্ণা পঞ্চমী।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রে ক্রাইস্টের জন্মদিনে

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ ‘কথামৃত’কার শ্রীম আজ আড়াই মাস যাবৎ পরমানন্দে শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। সঙ্গে ব্রহ্মচারী বিনয় ও সুখেন্দু, আর শ্রীম-র ধর্মপত্নী ‘গিন্নীমা’।

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা উপদেশ দিতেন, ভক্তদের মাঝে মাঝে কর্মস্থল হইতে দূরে চলিয়া যাওয়া উচিত। নির্জনে গেলে ঈশ্বরকে মনে পড়ে। মনে হয় ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য। তাই নিত্যবস্তুর দর্শনের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়। আর যাঁহারা আত্মদ্রষ্টা তাঁহাদের চিত্তও সদাসুখময়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগে উদ্দীপিত হয়।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও এই কথাই বলিয়াছিলেন স্বীয় পত্নী ব্রহ্মবিদূষিণী মৈত্রেয়ী দেবীকে সন্ন্যাসের অব্যবহিত পূর্বে — ‘সন্ন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার তা আমার সিদ্ধ হয়েছে। তা হলেও বাহ্য সন্ন্যাসের প্রয়োজন। এ অবস্থায় অনাবিল ব্রহ্মরস উপভোগ অধিকতর নিবিড় হয়।’

বিশ্রামলাভ ও নির্জনে নিবিড় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ, এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া শ্রীম-র পুরী আগমন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ বলরাম বসু মহাশয়ের প্রাসাদোপম গৃহের বাহিরের অংশ শ্রীম-র বাসস্থান। এই গৃহটি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আবাসস্থল। যখনই তাঁহারা পুরীতে শুভাগমন করেন তখনই এখানে বাস করেন। মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ নানা সময়ে দীর্ঘকাল এখানে বাস করিয়াছেন। প্রেমঘন স্বামী প্রেমানন্দ, জ্ঞানঘন স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি সর্বদা এখানে বাস করিতেন।

পুরীতে শ্রীম-র আগমনে সাধু ও ভক্তের যাতায়াত অধিকতর হইয়াছে। নিকট ও দূর, নানা স্থান হইতে সাধু ও ভক্ত আসিতেছেন। কেহ কলিকাতা, কেহ ভুবনেশ্বর, কেহ পুরী হইতে যাতায়াত করিতেছেন। কেহ বা আরও দূর হইতে আসিতেছেন।

এখন সকাল আটটা। পুরী রেলস্টেশনে নামিলেন তিনজন ভক্ত, গোকুল, মনোরঞ্জন ও অন্তেবাসী। তাঁহারা শ্রীম-র দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। মনে খুব হর্ষ। তাঁহারা শ্রীমকে দর্শন করিবেন। জগন্নাথ, চৈতন্যদেবের লীলাস্থল ও সমুদ্র দর্শন করিবেন। জগন্নাথের মন্দির শীর্ষ, সমুদ্রের গর্জন ও শীতল সমীরণ — এই সবই তাঁহাদের চিত্তে আনন্দের উদ্রেক করিয়াছে।

ব্রহ্মচারী বিনয় আসিয়া ভক্তগণকে স্বাগত করিয়া স্টেশনের বাহিরে লইয়া গেলেন। সকলে মনুষ্যদ্বয়বাহিত একটি যানে শ্রীম-র আবাসস্থল 'শশী নিকেতনের' দিকে রওনা হইলেন। ঐ স্থান এক মাইল দূরে।

এখন সকাল নয়টা। শ্রীম একাকী ধ্যান করিতে সমুদ্রসৈকতে অবস্থিত 'পাথর কুঠী'তে গিয়াছেন। শ্রীমকে না পাইয়া ভক্তগণ ধুলিপায়ে জগন্নাথদর্শন করিতে মন্দিরে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমা করিয়া জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ধারণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বৃন্দাবনের রজঃ আর গঙ্গাবারি কলিতে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। ফিরিবার মুখে ভক্তগণ চৈতন্যদেবের বাসস্থান রাধাকান্ত মঠস্থিত গম্ভীরা আর ভক্ত হরিদাসের সমাধি দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। এখন সাড়ে দশটা।

শ্রীম স্নানাগারে। একটু পরে বাহিরে আসিয়া সাগ্রহে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কই তাঁরা আসেন নাই? ভক্তগণ শ্রীম-র সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। গোকুল ও মনোরঞ্জন পায়ে হাত দিতে গেলে শ্রীম তাঁহার স্বাভাবিক দীনতায় পিছনে সরিয়া গেলেন। কিন্তু ভক্তগণ ছাড়িলেন না। তাঁহারা অগ্রসর হইয়া পায়ে হাত দিলেন। অন্তেবাসী পায়ে হাত দিতে গেলে আপত্তি করেন নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (মর্টন) স্কুলের খবর কি? তিনি উত্তর করিলেন, 'মোটামুটি সব ভাল।' — আচ্ছা, আপনারা হাত মুখ ধুয়ে আসুন, এই বলিয়া শ্রীম স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শশী নিকেতনের পূর্বদিকের বারান্দা। এখন সাড়ে এগারটা। বারান্দার দুই প্রান্তে দুইটি ঘর। শ্রীম থাকেন উত্তর দিকের ঘরটিতে। ভক্তগণ বারান্দায় আসিয়া সকলে তেল মালিশ করিতেছেন, সমুদ্রস্নানে যাইবেন — বিনয়, জগবন্ধু, মনোরঞ্জন, সুখেন্দু, শচী ও গোকুল। গোকুল চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীম নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া হলের উত্তরের দরজা দিয়া বারান্দায়

আসিলেন। বলিলেন, বেশ, বেশ, তেল মালিশ করুন। সমুদ্রস্নানে যাবেন বুঝি সব? হাঁ, ওখানে স্নান করলে সব তীর্থে স্নান করা হয়ে গেল — 'সরসামস্মি সাগরঃ'। সকল জলাশয়ের আধার যে সমুদ্র, আমি সেই সমুদ্র — গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। (১০-২৪)

শ্রীম এক পাশে সরিয়া আসিয়া ক্ষীণ স্বরে অন্তেবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের স্কুলের কয়জন sent up (ম্যাট্রিকের জন্য নির্বাচিত) হল? অন্তেবাসী বলিলেন, চল্লিশ জন। পুনরায় বলিলেন, বাকী কয়জন রইলো কেন? মটকো আর বোঁচার কি হলো? মটকো sent up (নির্বাচিত) হয়েছে। আর বোঁচা (ক্লাস) টেন-এ উঠেছে — অন্তেবাসী জানাইলেন।

দুইটি বৈষ্ণবের প্রবেশ, হাতে করতাল। একটি বালক, বয়স বার আর অপরটি যুবক, বয়স ত্রিশ। বালকটি শিষ্য। এরা ভজন গাহিয়া ভিক্ষা করে। সেই লব্ধ দ্রব্য রান্না করিয়া গৌর নিতাইকে ভোগ দেয়। এরা ক্ষেত্রবাসী জাত বৈষ্ণব, চটক পর্বতের নিকট আশ্রম। যুবকের মা-ও সঙ্গে থাকে। প্রায়ই আসিয়া শ্রীমকে গান শোনায়। বালকের কণ্ঠস্বর বড়ই মধুর। উভয়ের পরিহিত বস্ত্র গাতিমারা। উভয়ের ললাটে চন্দনের তিলক আর কণ্ঠে তুলসীর মালা।

শ্রীম বৈষ্ণবদের বলিলেন, এঁরা আজ এসেছেন, গান শোনাও। মধুর কিশোর কণ্ঠে বালক গাহিতেছে —

> 'ঐ গোরা রায়।
> নিতাই ভাইয়ের সঙ্গে যায়॥'

উভয়ের হাতে করতাল বাজিতেছে। মাঝে মাঝে যুবকও তাহার কণ্ঠস্বর মিলাইতেছে।

পবিত্র মধুর একটি ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রীম স্থির। উত্তরের সিঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন। খালি পা। লাল সরু নক্সা পাড় ধুতি পরা। গায়ে ধুসর রংএর ওয়ার ফ্লানেলের ঢিলেহাতা পাঞ্জাবী। থান কাপড় ভাঁজ করিয়া চাদরের মত গলায় জড়ান। শ্রীম বালকের উৎসাহ বর্ধন করিতেছেন। মাঝে মাঝে হাততালিসংযোগে তাহার সহিত গাহিতেছেন অনুচ্চস্বরে। বেশ আনন্দময় ভাব। আধ ঘন্টা ঐ কীর্তন চলিল।

গোকুল একা সমুদ্রস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। শ্রীম তাহাকে

বলিলেন, দেখলে — ঐ কাণ্ডটি হয়েছে বলেই তো তোমার আসা হলো এখানে।

২

ভক্তগণ সমুদ্রস্নান করিয়া ফিরিয়াছেন। সকলে হলঘরে বসা। রন্ধনের ভার সুখেন্দুর উপর। এখনও আহার প্রস্তুত হয় নাই। শ্রীমও আসিয়া বসিলেন। এ কথা সে কথার পর বলিলেন — কিন্তু, এর (গোকুলের) বড় ভাগ্য। অত অল্প বয়সে জগন্নাথদর্শন! একি কম ভাগ্যের কথা? বিনয়ের এ কথা পছন্দ হয় নাই। তাই জনান্তিকে বলিলেন মৃদুস্বরে, মোচ্ না উঠলেই কম বয়স? শ্রীম বিনয়ের এই মন্তব্য শুনিয়াও যেন শুনিলেন না। বুঝিলেন, বিনয় নারাজ।

একটা অপ্রীতিকর ঘটনায় গোকুলের মন খারাপ। তাই শ্রীম তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন পুরীতে। ঈশ্বরীয় ভাবে উৎসাহিত করিয়া শ্রীম গোকুলের মনোকষ্ট দূর করিতেছেন।

বিনয়ের মন্তব্য শুনিয়া শ্রীম হঠাৎ কথার স্রোত উল্টাইয়া দিলেন। শ্রীম অন্তেবাসীর সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — গাড়ীতে ভীড় কেমন ছিল, বেশী তো নয়?

অন্তেবাসী — ভীষণ ভীড় ছিল। বড়দিনের ছুটি। মাছি ঢোকবার স্থান ছিল না। একটি যুবতী মেয়ে ভীড়ে চাপে প্রায় ম্রিয়মান, আমার সামনে। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে যত ধাক্কা, ঘুঁষি, চাপ — সব কষ্ট আমাকে ভোগ করতে হয়েছিল।

মনোরঞ্জন — আবার ঐ মেয়ের কোলে একটি শিশু ছেলেও ছিল।

শ্রীম (উৎসাহ দিয়া) — এ খুব ভাল কাজ হয়েছে, বেশ কাজ!

মনোরঞ্জন — এঁদের দু'জনের মোটেই ঘুম হয় নাই। প্রায় দাঁড়িয়েই কাটাতে হয়েছে। আমার একটু হয়েছিল, বসবার জায়গা পেয়েছিলাম।

শ্রীম — তাহলে শীঘ্র খেয়ে সকলে ঘুমোন।

সুখেন্দু কুকারে রন্ধন করিয়াছেন। আহারের স্থান হইয়াছে দক্ষিণ দিকের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে। গৃহের উত্তরাংশে পূর্বদিক হইতে বসিয়াছেন মনোরঞ্জন, জগবন্ধু, বিনয় ও গোকুল। পরিবেশন শেষ করিয়া সুখেন্দু

বসিলেন সম্মুখে। আহার্য ডাল, ভাত ও তরকারী। শ্রীম-র জন্য গিন্নীমা ভিতরে রন্ধন করেন। সেখান হইতেও কিছু খাদ্য আসিল। আর ভক্তগণ মন্দির হইতে মহাপ্রসাদ কিনিয়া আনিয়াছিলেন — ডাল ভাত তরকারী। যদিও পুরীতে আসিয়া প্রথম দিন মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিবার প্রথা, তথাপি আজ ভক্তগণ মহাপ্রসাদের সঙ্গে গিন্নীমার দেওয়া প্রসাদ আর সুখেন্দুর পক্কদ্রব্য — সবই একসঙ্গে আহার করিলেন অতি আনন্দে।

শ্রীম-র আহার পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। আহারে বসিলে শ্রীম আসিয়া ভক্তসেবা দর্শন করিতেছেন। সুখেন্দুকে বলিলেন, আপনি একবার আসুন তো আমার সঙ্গে। সুখেন্দু শ্রীম-র ঘরে গেলে, তিনি তাঁহার হাতে পাটালি গুড় দিলেন। পাশে দাঁড়াইয়া শ্রীম রঙ্গ করিয়া বলিতেছেন — দিন দিন, আরো ডাল দিন, ভাত দিন। ভাত ডাল আনো আরও। আহার প্রায় শেষ। হাঁ, এ পাটালি দিয়ে মিষ্টিমুখ করুন আপনারা, বরাহনগর মঠে এসব পবিত্র রসিকতা হতো, শ্রীম সহাস্যে বলিলেন। শ্রীম গোকুলকে বলিতেছেন খুব প্রসন্নভাবে, দেখলে কত সৌভাগ্য! জগন্নাথদর্শন, মহাপ্রভুদর্শন আর মহাপ্রসাদ ভক্ষণ — কত ভাগ্যের কথা! গানে আছে —

গান। হরি জগত জীবন জগবন্ধু।

শুনেছি পুরাণে কয় পুনর্জন্ম নাহি হয়

হেরিলে তব মুখ ইন্দু॥

হরি জগত জীবন জগবন্ধু॥

বিশ্বাস থাকলে এতেই ভগবানদর্শন হয়ে গেল। 'যেমনি ভাব তেমনি লাভ' — ঠাকুর বলতেন।

এখন অপরাহ্ন দুইটা। ভক্তগণ হলঘরে শয়ন করিলেন। শ্রীম গোকুলকে লইয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। একটু পরই পুনরায় হলঘরে আসিলেন। বসিলেন উত্তরপূর্ব কোণে খাটের উপর। উত্তরপশ্চিম কোণে আর একখানা খাট আছে পশ্চিমের দেয়ালের গায়ে। ইহাতে গোকুলের বিছানা হইয়াছে। শ্রীম গোকুলের হাতে একখানা চিঠি আনিয়া দিলেন। বলিলেন, দাও এঁদের পড়তে দাও তো — জিতেন মহারাজের (স্বামী বিশুদ্ধানন্দের) চিঠি, বম্বের in-charge (অধ্যক্ষ)।

জগবন্ধু, বিনয়, শচী, মনোরঞ্জন ও সুখেন্দু প্রভৃতি ভক্তগণ হলের

দক্ষিণ দিকে কার্পেটের উপর বিছানা করিয়া শয়ান ছিলেন। শ্রীম আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

বিনয় চিঠিখানা হাতে লইয়া পড়িতেছেন, হলঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া, কার্পেটের উপর। চিঠির ভিতরে ঠিকানা লেখা ইংরেজীতে দক্ষিণ কোণে — শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। পোস্টাফিস Santa Cruz, Bombay। টানা লেখা, বিনয় পড়িতে পারিতেছেন না। জগবন্ধু চিঠি না দেখিয়াই অনুমানে বলিলেন, 'খার রোড' হবে। তারপর চিঠি হাতে লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিলেন। তিনিও ঠিক পড়িতে পারিলেন না — পড়িলেন — 'San' (সেন্)। শ্রীম বলিলেন, সানটা ক্রাজ (Santa Cruz)।

বিনয় চিঠিখানা পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে কথাও হইতেছে।

জিতেন মহারাজ শ্রীমকে লিখিয়াছেন — আপনি একবার এখানে অনুগ্রহ করে আসুন। মত হলে সব ব্যবস্থা করবো আসবার। বড় সুন্দর স্থান, সমুদ্র দেখা যায় বললেই হয়। আবার ছোট পাহাড় আছে। আপনি তো বম্বের রাস্তায়ই এগিয়ে আছেন।

শ্রীম (সহাস্যে) — বুড়োদের কিছুই স্থির নাই। কত রাস্তা — হাজার মাইলের উপর! এ বয়সে চলে না। একস্থানে বসে কেবল তাঁর নাম করা এখন। (ভক্তদের প্রতি) আচ্ছা, এখান থেকে বুঝি বম্বের কোনও গাড়ী নাই?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, না। খড়্গপুর থেকে যেতে হবে।

শ্রীম (গোকুলের প্রতি) — কলকাতার কি খবর — কোন new developments (নূতন ঘটনা)?

(ভক্তদের প্রতি) মঠের তো উৎসব সব হয়ে গেল। ক'টা বাকী! 'উদ্বোধনে'ও মায়ের উৎসব হয়ে গেছে। 'উদ্বোধন' থেকে চিঠি পেয়েছি। বাসুদেবানন্দ দিয়েছেন article-এর (প্রবন্ধের) জন্য। সান্ন্যালমশায় কেমন আছেন? শীতের সময় কাশীতে গিছলেন, না? চুনীবাবু কেমন? কই আর এমনতর। দুই একজন দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা তাঁকে (ঠাকুরকে) দর্শন করেছেন। হাতী মরলেও লাখ টাকা — বাঁচলেও লাখ টাকা।

অন্তেবাসী — জানুয়ারীর middle-এ (মধ্যভাগে) মহাপুরুষের বম্বে যাবার কথা হচ্ছে।

শ্রীম — আর কি খবর?

অন্তেবাসী — না, আর কোনও খবর নাই

শ্রীম ক্ষণকাল বিস্মিত হইয়া কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি, অতি বিস্ময়ে) — ব্যাপার কি? — তাঁকে কি বোঝা যায়! তিনি যাদের বুঝিয়েছেন, কেবল তারাই বুঝেছে। (ভক্তদের প্রতি) — ঘুমোন আপনারা, tired (ক্লান্ত)।

শ্রীম নিজ কক্ষে প্রস্থান করিলেন বিশ্রামার্থ।

গতরাত্রিতে ট্রেণে ভক্তদের মোটেই নিদ্রা হয় নাই। তাই তাঁহারা সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত নিদ্রা গিয়াছেন। এখন বিনয়ের সঙ্গে জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন ‘সৈকতালয়ে’ গমন করিলেন। সেখানে থাকেন স্বামী সিদ্ধানন্দ। ইনি এখানে নির্জনে তপস্যা করেন। কুকারে রন্ধন করিয়া সামান্য আহার করেন। ইনি লাটু মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ব্রহ্মচারী গদাধর ও বুদ্ধিরাম কলিকাতা হইতে আসিয়া এই স্থানেই অবস্থান করেন। কিছুকাল পূর্বে স্বামী সিদ্ধানন্দ অতি সাধারণভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন ভক্ত উকীল শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে।

ভক্তগণ সাধুদের সহিত দর্শন ও আলাপ করিয়া ‘শশী-নিকেতনে’ ফিরিতেছেন। তাঁহারা একটি ‘আঙ্গেটি উনুন’ সাধুদের কুটীর হইতে লইয়াছেন। ফ্লাগ্ স্টাফের নিচে বালিয়াটির জমিদার শ্রীহরিনারায়ণ রায়চৌধুরী সস্ত্রীক দাঁড়াইয়া আছেন ভক্তদের দেখিয়া। তাঁহারা শ্রীমকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। আরও তিনজন ভক্ত কটক হইতে আসিয়াছেন শ্রীমকে দর্শন করিবার জন্য। সকলে মিলিয়া ‘শশী-নিকেতনে’ প্রবেশ করিলেন।

৩

ভগবান ক্রাইস্টের জন্মদিন আজ। এখন সন্ধ্যা। ‘শশী-নিকেতনে’র হলঘরে ভক্তগণ বসিয়াছেন কার্পেটের উপর — বিনয়, জগবন্ধু, শচী, মনোরঞ্জন, সুখেন্দু, গোকুল। আর সস্ত্রীক হরিনারায়ণ রায়চৌধুরী ও কটকের ভক্ত তিনজন। সকলেই পূর্বাস্য।

শ্রীম বসিয়াছেন চেয়ারে পশ্চিমাস্য। বাইবেল পড়িতেছেন ভগবান ক্রাইস্টের জন্মবৃত্তান্ত, সেণ্ট লুক হইতে। প্রথম হইতে পড়িতেছেন আর

মাঝে মাঝে মন্তব্য করিতেছেন।

শ্রীম — প্রথমে জন দি ব্যাপটিস্টের জন্ম, পরে ক্রাইস্টের। জনের পিতা জেকারিয়া, আর মাতা এলিজাবেথ। পিতা মন্দিরে পুরোহিত ছিলেন — নিঃসন্তান। তাঁর কাজ ছিল দেবতাকে ধূপদান করা। একদিন তিনি ধূপদান দোলাচ্ছেন তখন একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ, দেবদূত সম্মুখে আবিভূত হলেন। জেকারিয়া নির্বাক, ভাবস্থ হয়ে পড়লেন। ঐ অবস্থায় শুনছেন, — দেবদূত বলছেন, তোমার প্রার্থনা দেবতা শুনেছেন। শীঘ্রই তোমার একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিবে। তিনি মহাপুরুষ, মাতৃগর্ভ থেকেই ব্রহ্মজ্ঞ হবেন — 'and he shall be filled with Holy Ghost, even from his mother's womb!'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি সহাস্যে) — বেশ বলে — 'Holy Ghost.' ভূতে পায় কিনা লোককে। এ বিশ্বাস ওদেশেও আছে। তখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না। জন দি ব্যাপটিস্টের জন্ম থেকেই ব্রহ্মজ্ঞান — সদা ভাবস্থ থাকতেন। আহারে বিহারে পূর্ণ সন্ন্যাসী। ঐ দেশে সমাধিবান পুরুষ কম — rare, তাই জনকে দেখেও ওরা বুঝতে পারতো না। মনে করতো এঁকে ভূতে পেয়েছে। তবে এ ভূত ভাল লোক, কারুর অনিষ্ট করে না, উপকারই বরং করে থাকে। তাই 'Holy Ghost', ঈশ্বরে মন বিলীন, সমাধিস্থ — বাহ্য সংসারের হুঁশ নাই

এর ছয় মাস পর ঐ দেবদূতই মেরীর কাছে গিয়ে বললেন, তুমি ধন্য মহিলা। ভগবান তোমার গর্ভে জন্ম নেবেন — 'Hail, thou art highly favoured, the Lord is with thee : blessed art thou among women!'

ওদিকে জনের জন্মের অষ্টম দিনে তাঁকে মন্দিরে নিয়ে গেল নামকরণের জন্য। পুরোহিত বললেন, এর নাম হবে জেকারিয়া। মা এলিজাবেথ বললেন, না। এর নাম হবে জন। বাপের মত চাইলে বাপও লিখে জানালেন, এর নাম হবে জন — যেমন দেবদূত বলেছেন। এই লেখার সঙ্গে সঙ্গে জেকারিয়ার মুখ খুলে গেল, আর ভাবস্থ হয়ে ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন। বললেন, যুগে যুগে ভগবান আমাদিগকে শত্রু থেকে রক্ষা করছেন। যুগে যুগে ভগবান মহাপুরুষদের মুখ দিয়ে আমাদিগকে উপদেশ

দিয়েছেন — জগতের সৃষ্টির প্রথম থেকেই তাঁর এই লীলা চলছে। 'As he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began.'

(ভক্তদের প্রতি) — বেশ কথা। ভগবান কথা ক'ন ভক্তদের মুখ দিয়ে। যখন থেকে সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকেই এই লীলা চলছে! তাহলে সৃষ্টিতে সব রকম লোক থাকে — prophet-রাও অর্থাৎ মহাপুরুষগণ, ব্রহ্মজ্ঞ ভক্তগণও থাকেন।

তা যদি হলো, তবে Evolution Theory-কে (ক্রমবিকাশবাদকে) অস্বীকার করা হলো। বাইবেলের সম্মুখে ডারউইন দাঁড়াতে পারছেন না। তবেই এর মানে হলো এই, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্বদা আছেন। জগৎ কখনও ব্রহ্মজ্ঞহীন হয় না। সৃষ্টি রক্ষার জন্য দুই শ্রেণীর লোকেরই প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ও অব্রহ্মজ্ঞ — লোকপাবন মহাপুরুষ ও হীন সংসারাসক্ত জীব। এদের এই দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এই দাঁড়াচ্ছে — বেদ অপৌরুষেয় ও অনাদি।

তিনি মানুষ হয়ে কথা ক'ন অবতার রূপে। আবার প্রফেটস্ অর্থাৎ ঋষি মহাপুরুষদের মুখ দিয়েও কথা ক'ন — 'As he spake by the mouth of his holy prophets'.

শ্রীম পড়িতেছেন — নানারূপ দিব্য ঘটনাবলীর মধ্যে ক্রাইস্টের জন্ম হইল অশ্বশালায়। জ্যোতির্ময় দেবগণ আসিয়া শিশুর স্তব করিতে লাগিলেন। পিতা জোসেফ ও মেরীকে স্তুতি করিয়া বলিলেন, আজ তোমাদের গৃহে ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি জগতের ত্রাণকর্তা ভগবান ক্রাইস্ট — 'unto you is born this day...a Saviour, which is Christ, the Lord.

দেবগণ ভগবানের জয়গান করিতেছেন। বলিলেন, স্বর্গে ভগবানের নাম জয়যুক্ত হোক। পৃথিবী শান্ত হোক। মানুষ পরস্পর শুভেচ্ছা সম্পন্ন হোক। 'Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.'

শ্রীম — অষ্টম দিনে শিশু ক্রাইস্টকে মন্দিরে নিয়ে গেল পিতামাতা। ঐ দিনে নামকরণাদি হয়। আর ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করা হয় male child-কে (পুরুষ শিশুকে)।

ঐ সময় সিমিয়ন দেবাদিষ্ট হয়ে এসে এই শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। আর ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। ভাবাবিষ্ট হয়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে বললেন, — প্রভো, আপনার আদেশমত আমাকে এখন শান্তিতে শরীর ত্যাগ করতে দিন। বললেন, 'Lord now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy words!'

ভাবাবস্থায় সিমিয়নকে ভগবান আদেশ করেছিলেন, আমার ক্রাইস্টকে দর্শন করে শরীর ত্যাগ করো — 'he should not see death, before he had seen the Lord's Christ.' সিমিয়ন জেরুসালেম নিবাসী তপস্বী আর ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষ। জোসেফ ও মেরীকে বললেন, তোমরা ধন্য। তোমাদের এই শিশু ইহুদিদের উত্থানপতনের কর্তা, ভগবানের অবতার — 'Lord's Chirst.'

আর একটি বৃদ্ধা ছিলেন ঐ মন্দিরে। বয়স চুরাশি বছর। বিয়ের পর মাত্র সাত বছর পতিঘর করেছিলেন। তারপর বিধবা হয়ে ঐ মন্দিরে থেকেই সারা জীবন ধরে ভগবানের সেবা পূজা প্রার্থনাদি করতেন। তিনিও দেবাদিষ্ট হয়ে শিশু ক্রাইস্টকে স্তবকুসুমাঞ্জলি দিয়ে পূজো করলেন। বললেন, এই শিশু ভগবান স্বয়ং। তিনি পতিতপাবন, তিনি দীনবন্ধু।

(ভক্তদের প্রতি) — অবতারের প্রধান কাজই সাধু ও ভক্তের উদ্ধার। তাঁদের ক্রন্দনে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব কাজও হয়ে যায়। সে সব গৌণ। তাই তাঁর কথা শুনতে হয়। এইমাত্র ঠাকুর এসেছেন। এখনও তাঁর কথা হাওয়ায় চারিদিকে সঞ্চারিত। যারা তাঁর কথা শোনে তারা ধন্য — বেঁচে গেল। না শুনলে দুঃখ, বিনাশ — ‘বিনঙ্ক্ষ্যসি’ (গীতা ১৮-৫৮)। মানে, জন্ম-মরণ-চক্রে পড়বে। অবতার, ঋষি ও মহাপুরুষদের মুখ দিয়ে ভগবান কথা কন।

কি বুঝবে মানুষ, তিনি না বোঝালে? কৃষ্ণের জন্ম জেলখানায়, ক্রাইস্টের জন্ম অশ্বশালায়, আর ঠাকুরের জন্ম ঢেঁকিশালায়। বিচিত্র তাঁর লীলা!

একজন ভক্ত — অবতার, ঋষি ও মহাপুরুষদের কথা তো অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। এখন কার কথা শোনা উচিত?

শ্রীম — যুধিষ্ঠির এর উত্তর দিয়েছেন — ‘মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা’। মানে, যে কোন ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষের কথা শোনা। একটা পথ

ধরে চলা, একজনের পথ ধরে চলা। সবের কথা শোনা, কিন্তু চলা একজনের দেখানো পথে। কখনও এটা কখনও ওটা, অথবা খানিকটা একজনের কথায় চলা, খানিকটা আর একজনের কথায় চলা — এরূপ হলে হয় না। মূল কথা, সকলেই এক কথাই বলেছেন। ঈশ্বরদর্শন মানুষজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, অতএব কর্তব্য। নানা পথ দিয়ে তার approach (প্রবেশ পথ)। এর একটা ধরা। ঠাকুর বলেছিলেন, যদি কিছু ভুলও থাকে এই পথে, তবে আন্তরিক হলে ভগবানই বলে দেবেন ঠিক পথের কথা। হয়তো মনে উদয় করে দিলেন, অথবা কোনও ভক্তের মুখ দিয়ে বলিয়ে দিলেন। কিম্বা, নিজে সামনে এসে বলে দেন। কাজে লেগে যাওয়া চাই, বৃথা সময় নষ্ট না করে।

হাঁ, কার কথা শোনা? — এর উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, যে কাশী গিয়েছে তার কাছে কাশীর কথা শোনা উচিত। তাঁর শরীর না থাকলেও তাঁর কথা শুনে চললে ঈশ্বরই তাঁকে অন্তরে বসে চালাবেন যদি কোনও ভুলচুক হয়ে থাকে। ঠাকুর ভক্তদের বলেছিলেন, 'আমায় ধর।' 'আমার ধ্যান করলেই হবে।' 'আমি কে আর তোরা কে এ জানলেই হবে। তোদের আর বেশী কিছু করতে হবে না।' আবার প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে, সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি ও সুখ, প্রেম সমাধি — এই আমার ঐশ্বর্য।' আমাকে বলেছিলেন এ কথা। তাঁর ঘরে ছোট খাটে বসা তিনি উত্তরাস্য, ঘরে আর কেউ নাই তখন সন্ধ্যা অতীত, শীতকাল — তখন আমরা তাঁর কাছে থাকতাম। মাসখানেক প্রায় ছিলাম। আপনারা এসব কথা ভাবতে ভাবতে যান।

এখন আটটা। ফটকের বাহিরে সকলে দাঁড়াইয়া আছেন পোস্টাফিসের সামনে। শ্রীমও আছেন। তিনি জগবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে সকলে কি খাবেন, ওঁদের জিজ্ঞাসা করুন। বিনয় বলিলেন, গিন্নী-মা আপনার আহারের বন্দোবস্ত করবেন। আমরা রাঁধবো মন্দির থেকে ফিরে এসে। বিনয়, সুখেন্দু ও মনোরঞ্জন মন্দিরে যাইতেছেন। শ্রীম-র কথায় গোকুলও গেল।

রাত্রি সাড়ে নয়টা। রান্না হইতেছে। বিনয় রাঁধিলেন ডাল ও আলুকপির

তরকারী। আর সুখেন্দু রাঁধিলেন ভাত। শ্রীম আহার সারিয়া আসিলেন। ভক্তদের কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন প্রথমে, কলকাতা থেকে আজ কি কি এলো? গিন্নীর কাছে কি এসেছে? আর দ্বিতীয়, গিন্নীর কাছে কোন চিঠি আর পুরানো কাপড় এসেছে কি — ঘি ছাড়া? সুখেন্দু বলিলেন, বলতে পারছি না। মনোরঞ্জন বলিলেন, প্রভাসবাবুর পরিবার পত্র দিয়েছেন। আমায় দিলেন প্রভাসবাবু। শ্রীম পুনরায় পরোক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, জগবন্ধুবাবু জানেন কিনা জানি না, অন্য কিছুর কথা।

একটি ভক্ত ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, ঘরের খুঁটিনাটিরও খবর রাখেন। ইহাই কি, "ভক্তের পিঠেও দু'টি চোখ থাকবে" — ঠাকুরের এই মহাবাক্যের নিদর্শন?

আহার শেষ হইল এগারটায়। ভক্তগণ সকলে শয়ন করিলেন সাড়ে এগারটায়।

পুরী, শশী নিকেতন।
২৪শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ৯ই পৌষ ১৩৩২ সাল।
বৃহস্পতিবার, শুক্লা নবমী। খ্রীষ্ট জয়ন্তী।

নবম অধ্যায়
গির্জায় ও সিদ্ধাশ্রমে

১

পুরীধাম। সমুদ্রতট। অতি প্রত্যূষে ভক্তগণ শ্রীম-সঙ্গে সমুদ্রে সূর্যোদয় দর্শন করিতেছেন। বালসূর্য সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিতেছে। কি মনোমুগ্ধকর দর্শন! যেমনি নয়নমধুর তেমনি হৃদয়রঞ্জন। লবণাম্বুর নীল জল সোনালী আভায় রঞ্জিত। অনিমেষ নয়নে ভক্তগণ দর্শন করিতেছেন। একটি সুন্দর শোভন বিশাল স্বর্ণগোলক সমুদ্রজলে ডুব দিয়া উঠিল।

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীম আনন্দময় আবেগে ভক্তদিগকে বলিতেছেন, এই বালসূর্যের অভ্যন্তরে ঋষিগণ ব্রহ্মদর্শন করেছিলেন। তাই আবার সুদৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে গেয়েছিলেন — 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।'

তাই সবই দর্শন করতে হয় — নৈসর্গিক দৃশ্য — সূর্য চন্দ্র তারকা, আবার সাগর আকাশ হিমালয়। ঠাকুর এইসব দর্শন করতে বলতেন তাঁর উদ্দীপন হবে বলে। সমুদ্রের তীরে একাকী বসলে হৃদয়বিহারী ভগবানকে মনে পড়ে।

ভাল লোকের মুখে শুনেছি, তুষারাবৃত কেদারনাথ দর্শন করলে, তার প্রশান্ত গম্ভীর ভাব হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাতে অজ্ঞাতভাবে লোক পরম শান্তি অনুভব করে। অর্থাৎ, বাইরের এই প্রশান্তি হৃদয়বিহারী শান্তিস্বরূপের সহিত এক হয়ে যায়।

ভক্তগণ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতেছেন। শ্রীম ভিতর-বাড়ির কূপতটে দাঁড়াইয়া একথা সেকথা বলিতেছেন। স্নানাগারের বাহিরে আসিলে একজন ভক্তকে বলিলেন — এই যে, আপনি এঁদের একটু help (সাহায্য) করবেন। অনেক লোক হয়ে গেছে। আরও আসবে।

সকাল সাড়ে সাতটা। শ্রীম বেড়াইতে বাহির হইলেন — মাথায় কম্ফোর্টার, আর গায়ে বালাপোষ জড়ান, হাতে ছোট ছাতা। প্রথমে

উত্তরে মন্দিরের দিকে চলিলেন। 'শশী নিকেতনে'র শেষ প্রান্ত হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ফটকে জগবন্ধু দাঁড়ান। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'টা বেজেছে এখন, সাড়ে সাতটার বেশী কি? 'এই রকমই হবে, আচ্ছা, দেখে আসছি পোস্টাফিসে' — এই বলিয়া জগবন্ধু ডাকঘরে গেলেন। এখন সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিট। শ্রীমও ততক্ষণে ডাকঘরে উপস্থিত।

শ্রীম — আপনারা মন্দিরে যাচ্ছেন?

জগবন্ধু — কাল আমাদের গর্ভ-মন্দিরে যাওয়া হয় নাই আর রত্নবেদী প্রদক্ষিণ হয় নাই। আজ যাব ভাবছি। সাড়ে আটটা ন'টায় ওখানে যাবার অবসর।

শ্রীম — তাহলে ওদের (শচী ও তাঁহার ভগিনী প্রভৃতির) সঙ্গে যান না। আমি এদিকে (সমুদ্রে) যাই। — গোকুল কোথায়?

জগবন্ধু — সমুদ্রের ধারে দেখেছিলাম।

শ্রীম — আচ্ছা, আমি তাকে পাঠিয়ে দিই গিয়ে।

শ্রীম ধীরে ধীরে একাকী ফ্লাগ্‌স্টাফের রাস্তা ধরিয়া সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটি ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি শ্রীম-র পশ্চাদ্ভাগ দর্শন করিতেছেন।

একটি ভক্ত (স্বগত) — শ্রীম চৈতন্যদেবের পার্ষদ। তাঁকে এই চর্মচক্ষে ঠাকুর দেখেছিলেন চৈতন্য-সংকীর্তনে বকুলতলা-পঞ্চবটীর রাস্তায়। পুরী শ্রীম-র সুপরিচিত তাহলে। তাই পুরীতে অত আসেন, পুরীকে অত ভালবাসেন। আর ঠাকুর এঁকে বলেছিলেন — 'আমিই জগন্নাথ, আমিই চৈতন্য।' এর আকর্ষণও আছে।

মুকুন্দ ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া সোজা 'শশী-নিকেতনে' আসিয়াছেন। ইনি রামপুরহাট হাইস্কুলের রেক্টার, শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। জগবন্ধু মুকুন্দকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে গেলেন। মুকুন্দ ধূলিপায়ে জগন্নাথ দর্শন করিবেন। তাঁহাদের সঙ্গী হইল গোকুল, শচী ও তাহার ভগিনী।

জগবন্ধু ও মুকুন্দ গর্ভ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করিলেন। তারপর পীঠাধিষ্ঠাত্রী বিমলাদেবীকে দর্শন করিলেন আর গৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিলেন, 'শশী-নিকেতনে'

যাইবেন। তখন মনোরঞ্জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দর্শন করিতে মন্দিরে গেলেন। ভক্তরা তাঁহার জন্য সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি আসিলে সকলে মুড়কি প্রসাদ খরিদ করিয়া ভক্ষণ করিলেন। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া চিনি খরিদ করিলেন। উহা মুকুন্দের হাতে দিয়া বলিলেন — আপনি বাসায় যান, আমরা আরও দর্শন করিয়া আসিতেছি।

জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন স্বর্গদ্বারের পথে চলিলেন। তাঁহারা প্রথমে হরিদাস-সমাধি দর্শন করিলেন। বড়ই উদ্দীপনের স্থান উহা। সেবা পূজা অতি নিষ্ঠার সহিত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয় চরণদাস বাবাজীর ব্যবস্থায়। শ্রীচৈতন্যদেব নিজহস্তে তাঁহার অতি প্রিয় ভক্ত হরিদাস ঠাকুরকে সমাহিত করেন। হরিদাস সিদ্ধ বকুলতলে নিত্য তিনলক্ষ জপ সমাপন করিয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন।

শরীর বৃদ্ধ হইয়া যাওয়ায় নিত্যজপে কষ্ট হইতেছে, আর শীঘ্রই চৈতন্যদেব অবতারলীলা সমাপ্ত করিয়া অন্তর্ধান করিবেন বুঝিতে পারিয়া শ্রীহরিদাস চৈতন্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়াও, আম শরীর ত্যাগ করি। চৈতন্যদেবকে বাহিরে দর্শন করিতে করিতে, তাঁহার স্বরূপ প্রেমসাগরে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন নামাবতার ব্রহ্ম হরিদাস। ভক্তসঙ্গে চৈতন্যদেব এই পরম পবিত্র শবদেহ বহন করিয়া আনিয়া সমুদ্রের এই বেলাভূমিতে নিজ হস্তে সমাহিত করিলেন। আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর যাবৎ এই সমাধিস্থল একটি পবিত্র সুরক্ষিত নবীনতীর্থ।

এবার দর্শন ও প্রণাম করিলেন শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদিদিকে। তিনি নিকটেই একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষেত্রবাস করিতেছেন। ইনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও শিষ্যা। তাঁহারই পরিণয়-দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, ‘লক্ষ্মী রাঁড় হবে মা বলছেন।’ এই সদ্যপরিণীতা বালিকা বিধবা সারাজীবন শ্রীশ্রীমায়ের সহচরীরূপে ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করিয়া শত শত লোককে ভগবানের পথ প্রদর্শন করাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

এই আত্মদ্রষ্টা মহিয়সী মহিলা আজ ভক্তজনপূজ্যা। তাঁহারই পরিণয়দিবসে হৃদয়রাম শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, মামা আজ লক্ষ্মীর বিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ ‘এ্যাঁ এ্যাঁ’ করিতে করিতে দিব্যদৃষ্টিতে বলিলেন, ‘লক্ষ্মী যে রাঁড় হবে।’ এই লৌকিক অশুভ শব্দ শুনিয়া হৃদয় মামার মুখ চাপিয়া

ধরিলেন। আর বলিলেন — মামা, তুমি একে অত ভালবাস, এ কি অশুভ কথা বলছো? ঠাকুর তখন ভগবৎভাবে আবিষ্ট হইলেন — ওরে আমি কি বলছি, মা বলছেন। ঐ বালিকা আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তপরিবারের আদরণীয়া ব্রহ্মবিদূষিণী লক্ষ্মীদিদি।

মানুষের দৃষ্টিতে যাহা অশুভ, দেবদৃষ্টিতে তাহা শুভ। আবার দেবদৃষ্টিতে যাহা অশুভ মানুষের দৃষ্টিতে তাহা শুভ। এই শুভ ও অশুভের মিলনভূমি এই সংসার। ইহার ঊর্ধ্বে বিরাজিত সকল শুভ সদাশুভ শ্রীভগবান।

২

ভক্তগণ এবার দর্শন করিলেন টোটা গোপীনাথ। এই স্থান চৈতন্যদেবের সখা মধুর ভাবের সাধক ক্ষেত্রসন্ন্যাসী পণ্ডিত গদাধরের সাধনপীঠ। টোটা মানে, বাগান। বাগানে অবস্থিত, তাই টোটা গোপীনাথ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিত্য এখানে আসিতেন গদাধরের মুখে ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিতে। এক মতে আছে, চৈতন্যদেব এই টোটা গোপীনাথেই বিলীন হইয়া গিয়াছেন। সরলচিত্ত ভক্তযাত্রীদিগকে সরলবিশ্বাসী পূজারীগণ এখনও গোপীনাথের মূর্তির জানুদেশে একটি চিহ্ন দেখাইয়া বলিয়া থাকেন, চৈতন্যদেব এইস্থান দিয়া প্রবেশ করিয়া গোপীনাথ-মূর্তিতে বিলীন হইয়া গিয়াছেন।

বিচার ও বিশ্বাসের সংঘর্ষস্থল এই সব প্রচার। বিশ্বাসই যদি ধর্মের মূল হয়, আর ভগবানের নিকট যদি সবই সম্ভব, তবে এসব কথা — গোপীনাথে শ্রীচৈতন্যের অনুপ্রবেশকে — কি করিয়া অসত্য ও অন্ধ বিশ্বাস বলা যাইতে পারে?

মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ ঈশ্বরদর্শন। একজন চৈতন্যভক্ত যদি গোপীনাথ-মূর্তিই শ্রীচৈতন্যের প্রকট বিগ্রহ — এই বিশ্বাস করিয়া সরলভাবে এই মূর্তিতে সেবা পূজা ও হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করে প্রেমভরে, তবে মহাজনদের কথা ও অনুভবের মতে, অবশ্যই তাহার ঈশ্বরদর্শন হইতে পারে। এরূপ ঘটনা ভক্তিশাস্ত্রে বহুল।

কথামৃতমুখে শ্রীরামকৃষ্ণ এই কয়টি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ‘গোবিন্দ তোমার পতি’ — পিতার এই বাক্য সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া বিধবা কন্যা গোবিন্দকে হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিবেদন করিয়া তাঁহার দর্শন

লাভ করে। লৌকিক পতির সঙ্গ ও সহবাসজনিত আনন্দের সহস্রগুণ আনন্দ লাভ হইয়াছিল ঐ বালিকার, এ কথা অনুমান কল্পনাপ্রসূত বলা যাইতে পারে না। গোবিন্দের দর্শন ও স্পর্শনে বালিকার পশুভাব দেবভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল। বালিকা আনন্দময়ের কৃপায় আনন্দময়ী হইয়াছিল।

জটিল বালক 'দাদা মধুসূদন এসো, দেখা দাও, আমার ভয় করছে' — এই সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরদর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইল।

রাজা জয়মল একনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত। পূজানিরত রাজার রাজ্য আক্রান্ত হইলে ইষ্টদেব শ্যামলসুন্দর শত্রুপক্ষ নিধন করিলেন।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বলিলেন, একদিন রাস্তায় চলছি। তখন আমার সামনে একটা পাথর চলছে দেখলাম, বেশ বড় পাথর। তারপর গিয়ে ধপ্ করে নদীর জলে পড়লো। শ্রীম হাসিয়া ফেলিলেন অসম্ভব বলিয়া। ঠাকুর বলিলেন, মথুর কিন্তু বলেছিল — বাবা, তুমি বলায় বিশ্বাস করলাম।

ঠাকুরের আর একটি গল্পে আছে ভক্তিমতী বিধবা সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে। ঈশ্বর দর্শন দিয়া তাহার হাতে অফুরন্ত একটি দধিভাণ্ড দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বিদ্যার্থী rationalist (যুক্তিবাদী) শ্রীমকে উপরোক্ত পাঁচটি ঘটনা বলিয়া সরল বিশ্বাসপথে অধ্যারোহণ করান। শুষ্ক বিচার হইতে সরল বিশ্বাসে দীক্ষিত করেন। ভক্তিপথে ঐতিহাসিক সত্যনির্ণয় নগণ্য। বিশ্বাস গণ্য।

কুমার সন্ন্যাসী গদাধর পণ্ডিত বিশ্বাস করিতেন না, বাহ্য ভোগবিলাসের অভ্যন্তরে গৃহবাসী ভক্তের কৃষ্ণপ্রেমের নির্মল নির্মুক্ত নির্ঝর লুক্কায়িত থাকিতে পারে। তাঁহার এই ভ্রম দূর করিবার জন্য চৈতন্যদেব একদিন গদাধরকে রামাই-এর সহিত কৃষ্ণপ্রেমিক বাহ্য বিলাসী চৈতন্যভক্ত পণ্ডিত পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির গৃহে প্রেরণ করেন। পুণ্ডরিক দুগ্ধফেননিভ শয্যায় উপবিষ্ট। তাঁহার পশ্চাতে তাকিয়া, পার্শ্বে তাকিয়া। সম্মুখে বিলাসীজনপ্রিয় তাম্রকুট সেবনের মূল্যবান উপচার আলবোলা। শ্রীচৈতন্যের উপদেশমত রামাই ভাগবতের গোপীগীতা সুমধুর সুরসংযোগে গাহিতে লাগিলেন। বিলাসী পুণ্ডরিক কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্যাবস্থায় দুগ্ধফেননিভ

শয্যা হইতে গড়াইয়া ভূপতিত হইয়া প্রথমে 'কৃ কৃ' করিতে লাগিলেন। পরে তাহাও বন্ধ হইল। রহিল একটি প্রেমবন্যায় উদ্বেলিত প্রেমময় জীবন্ত নরপিণ্ড। গদাধর অভিভূত হইলেন। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চৈতন্যদেবের উপদেশে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধিকে গুরুপদে বরণ করিলেন।

ভক্তগণ এবার চটক পর্বতে আরোহণ করিলেন। নামেই পর্বত। কিন্তু পর্বতে একখণ্ড প্রস্তরের সন্ধান নাই। আছে কেবল বালুকারাশির স্তূপ। মাঝে মাঝে বালুকাসুলভ বৃক্ষ। এটিও একটি পবিত্র স্মরণীয় স্থান। একদিন একটি ভক্ত মহিলা গোপীপ্রেমমাধুর্যে মণ্ডিত অতি সরস একটি সঙ্গীতোপাসনায় নিমগ্ন। ঐ সুমধুর সঙ্গীতের ঝংকার প্রবেশ করিল গোপীশিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীর মূর্ত বিগ্রহ কৃষ্ণকাতর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কর্ণকুহরে। বাহ্যজ্ঞানবিলুপ্ত কৃষ্ণচৈতন্য এই সুরবিতানকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ সুমধুর সুরসঞ্চারী ঐ ভক্ত মহিলাকে কৃতজ্ঞতায় প্রেমবিহ্বল শ্রীচৈতন্য হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে দ্রুতবেগে ছুটিলেন। ভক্তগণ বাধা দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। আর উচ্চৈঃস্বরে কর্ণে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন — ওটি বামাকণ্ঠ। চৈতন্যের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে কহিলেন, আজ আমার শরীর ত্যাগ হতো ওকে স্পর্শ করলে।

ভক্তগণ স্মরণ করিতে লাগিলেন এইরূপ আর একটি ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ও যদি ঐ দিন আমায় ছুঁতো তাহলে শরীর যেতো। মধুর ভাবের সাধিকা এক পাগলিনী-প্রায় রমণী, কাশীপুর উদ্যানের দ্বিতলে ঠাকুরের গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। ভক্তগণ বাধা দিয়া তাহাকে ধরিয়া নিম্নতলে নামাইয়া লইয়াছিলেন, তাই রক্ষা হইল।

ভক্তগণ পাতালশিব দর্শন করিয়া পুনরায় জগন্নাথদর্শন করিলেন নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া। তারপর তাঁহারা ॐমহাপ্রসাদ খরিদ করিয়া 'শশী-নিকেতনে' ফিরিয়া আসিলেন। মুকুন্দ আজ মহাপ্রসাদ খাইবেন। প্রাচীন প্রথা, যাত্রীগণ প্রথম দিন মহাপ্রসাদ আহার করেন। শ্রীম এই মর্যাদা রক্ষা করেন এবং ভক্তগণকে প্রথম দর্শনের দিন মহাপ্রসাদ খাইতে উপদেশ দেন।

এখন বারটা। শ্রীম 'শশী-নিকেতনে'র উত্তরের বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়া

আছেন, সঙ্গে কালীবাবু। ভক্তদের দেরীতে ফিরিতে দেখিয়া বলিলেন, এত বেলায়? ভক্তরা বলিলেন, দর্শনে বেরিয়ে ছিলাম, তাই দেরী।

শ্রীম কালীবাবুর সহিত কথা কহিতেছেন। বলিলেন, দুর্যোধন বলতো, 'ত্বয়া ঋষিকেশ, হৃদিস্থিতেন যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' ভগবান, তুমি হৃদয়ে বসে যেমন করাও তাই আমি করি! মন মুখ এক করে এই কথা বললে হয়। তা নইলে হয় না। তাই অর্জুনকে বললেন, 'মার, এক্ষুণি মার।'

টাটকা মহাপ্রসাদ দক্ষিণের ছোট ঘরে রাখা হইয়াছে। শ্রীম উঠিয়া গিয়া জুতা ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ভক্তদের বলিলেন, যান আপনারা শীঘ্র সমুদ্রস্নান সেরে আসুন ঝট্ করে।

একটার সময় ভক্তগণ সকলে একসঙ্গে আহার করিতে বসিলেন দক্ষিণের রান্নাঘরে। শ্রীম মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করিতেছেন ভক্তসেবা। বলিতেছেন, বহুভাগ্যে এসব দর্শন হয়। তারপর মহাপ্রসাদ ধারণ। ধারণ কেন শুধু, একেবারে ভক্ষণ, ভুরিভোজন। আবার সমুদ্রস্নান! কত সৌভাগ্য! আহারান্তে ভক্তগণ দেড়টা হইতে পৌনে চারিটা পর্যন্ত বিশ্রাম করিলেন।

আজ ভগবান যীশুর জন্মোৎসব। খ্রীস্টভক্তগণের সঙ্গে উপাসনায় যোগদানমানসে শ্রীম গির্জায় রওনা হইলেন। গির্জা বিচ্ হোটেলের পাশে। 'মাস্' উপাসনা আরম্ভ হইল বেলা তিনটায়। পাদরী ওড়িয়া। কিন্তু তিনি সারমন্ দিলেন বাংলায়। মুকুন্দ ও সুখেন্দু শ্রীমকে লইয়া গির্জার ভিতর পূর্বদিকে বসিয়াছেন। শেষের দিকে গেলেন জগবন্ধু।

মনোরঞ্জন গেলেন সকলের শেষে সাড়ে চারটায়।

৩

'সৈকতালয়ে' শ্রীম। সঙ্গে জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন, মুকুন্দ ও সুখেন্দু, বীরেন রায় ও গোপাল স্বামী প্রভৃতি। এখানে থাকেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত সাধুগণ — স্বামী সিদ্ধানন্দ, ব্রহ্মচারী গোপাল ও গদাধর। সম্প্রতি আসিয়া যোগ দিয়াছেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ভুবনেশ্বর মঠ হইতে।

রাস্তায় গোপাল স্বামী মিলিত হন। সঙ্গে তাঁহার কিশোর পুত্র। পিতার আদেশে বালক শ্রীমকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। তাঁহারা মাদ্রাজের অধিবাসী।

দেবতা, গুরু, সাধু ও পুজনীয় ব্যক্তিকে তাঁহারা এইরূপ দণ্ডবৎ প্রণাম করেন।

বড় রাস্তার পাশে 'সৈকতালয়'। ফটকের সম্মুখে আসিয়া শ্রীম দাঁড়াইয়াছেন। বলিলেন, এটি একটি আশ্রম। তারপর ভিতরে প্রবেশ করিয়া পূর্বদিকের আউট হাউসের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। একটি কুটীরের ভিতরে চুপি দিয়া দেখিতেছেন। আর জিজ্ঞাসা করিলেন, আছেন?

স্বামী সিদ্ধানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ ক্ষিপ্রগতিতে বাহিরে আসিয়া শ্রীমকে অভ্যর্থনা করিলেন। অতি আনন্দে বলিলেন, আসুন মাস্টার মশায়, আসুন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ আবেগে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন, আজ আমাদের কি আনন্দ! আসুন বসুন, এই চেয়ারটায় বসুন। তাঁহার আনন্দ ধরে না। কি করিয়া শ্রীমকে সুখী করিবেন, সেই চেষ্টা। আবার বলিতেছেন — বসুন বসুন, এই চেয়ারেই বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? কত আনন্দ আপনার আসায়। আমাদের আজ বড় সৌভাগ্য!

শ্রীম কুটীরে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম দিকের তক্তাপোষে বসিলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পুনরায় বলিলেন — না না, ওখানে নয়, চেয়ারে বসুন মাস্টার মশায়, এখানে। ঘরে অনেক লোক, জায়গা কম, তাই উঠিয়া গিয়া চেয়ারে বসিলেন এই বলিয়া — আচ্ছা, তা হলে চেয়ারম্যান হওয়া যাক্।

একটি ভক্ত ভাবিতেছেন, দেখেছি ভুলেও শ্রীম কখনও মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না লোকশিক্ষার জন্য। সাধু ও ভক্ত সকলেই এই আচরণ হইতে শিক্ষালাভ করিলেন। ভক্তগণ শিখিলেন, সন্ন্যাসীদের সর্বদা সম্মান করা উচিত। সাধুদের আশ্রমে যাইতে হয় অতি দীনভাবে। সাধুরা শিখিলেন, ভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ পূর্ণকাম মহাপুরুষ শ্রীম ঠাকুরের আদেশে গৃহস্থাশ্রমে আছেন বলিয়া সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের কত উচ্চ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। তাঁহাদের সম্মুখে হীন আসনে বসিলেন। কতবড় দায়িত্ব তাহা হইলে এই সন্ন্যাসাশ্রমের। সত্যকার সন্ন্যাসী হও, শ্রীম-র এই আচরণ এই শিক্ষা দিতেছে।

এইবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — আজ যীশুর জন্মোৎসব — বড়দিন। ঠাকুর

বলেছিলেন, আমিই ক্রাইস্ট। তাই আজের দিন তাঁর খ্রীস্টান ভক্তদের দর্শন করতে হয়। তাঁর ভাবে আজ তাঁরা ভরপুর। দর্শন করলে বেশ উদ্দীপন হয়। তাই আজ চার্চে গিছলাম। বেশ ভাল লাগলো। পাদরিটি উপনিষদের বেশ সব কথা বললেন। বললেন, পাঁচ হাজার বছরপূর্বে ঋষিমুনিরা যা সব বলে গেছেন, তারই verification Christ, (মূর্ত বিগ্রহ ক্রাইস্ট)।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ (বিস্ময়ে) — কি বলছেন!

শ্রীম — তিনি আরও বললেন, 'অসতো মা সদগময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতম্ গময়। আবিরাবীর্ম এধি। রুদ্রযত্তে দক্ষিণম্ মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।'* — উপনিষদের এই মন্ত্রটি আবৃত্তি করে বললেন, 'এই সব সত্যের জীবন্ত মূর্তি ক্রাইস্ট।' আজকাল liberal (উদার) হয়ে যাচ্ছে সব।

ব্রহ্মচারী গদাধর শ্রীম-র হাতে প্রসাদ দিলেন। শ্রীম কণিকামাত্র রাখিয়া অবশিষ্টাংশ সকলকে বিতরণ করিয়া দিতে বলিলেন।

চার-পাঁচটি বালকবালিকা বাহিরে দাঁড়াইয়া এই সব দর্শন করিতেছে। সাধুরা তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন প্রসাদ লইবার জন্য। ইহা শুনিয়া শ্রীম বলিলেন — হাঁ, Suffer unto the little children, for theirs is the kingdom of Heaven. — এই শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও। কারণ ঈশ্বর এদের করতলগত। যীশুখ্রীস্ট ছেলেদের খুব ভালবাসতেন।

এক টুকরা প্রসাদী মিষ্টি মাটিতে পড়িয়া আছে। উহা দেখিয়া শ্রীম আশ্রমের কুকুরটিকে বলিলেন —নে, খা। প্রসাদ পেলে মুক্তি হয়ে যাবে।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — এটি সিদ্ধাশ্রম, এই নাম দিলে হয় (সকলের হাস্য)। বলেছিলেন, 'এই সিদ্ধাশ্রম। এখানে ভগবান বামনদেব তপস্যা করেছিলেন।'

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — কে, কোথায়, কাকে বলেছিলেন?

---

*আমাকে অসৎ থেকে সৎ-এর দিকে, অন্ধকার থেকে প্রকাশের দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে নিয়ে চল। হে প্রকাশস্বরূপ ঈশ্বর, তুমি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হও। হে রুদ্র, তোমার যে কল্যাণকারী মুখ তাহার দ্বারা আমায় সর্বদা রক্ষা কর।

শ্রীম — বিশ্বামিত্র বলেছিলেন রামকে। তাড়কাবধের সময় যখন রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে যান তখন। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এই আশ্রমের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই সিদ্ধাশ্রম। এখানে ভগবান বামনদেব তপস্যা করেছিলেন। এটি অতিশয় মনোরম। আর শান্তিরসাস্পদ।' বলি রাজাকে ছলনার পর বামনদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন সত্যরক্ষার জন্য। বলি রাজাকে তিনি বলেছিলেন কিনা, আমার ত্রিপাদ ভূমির প্রয়োজন। আমি তপস্যা করবো, আমরা ব্রাহ্মণ। এই সত্যরক্ষার জন্য এখানে তপস্যা করেন। সেই সিদ্ধাশ্রম।

প্রথমে সিদ্ধাশ্রম নাম শুনিয়া সকলে হাসিয়াছিলেন স্বামী সিদ্ধানন্দের নামে নামকরণ হইয়াছে বলিয়া, কিন্তু প্রকৃত অর্থ জানিয়া সকলে গম্ভীর।

৪

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — হাঁ, এদিকে বামনদেব ত্রিপাদ ভূমির নামে স্বর্গ মর্ত ও পাতাল নিলেন। আর বলি রাজাকে পাতালে নির্বাসন দিলেন। কিন্তু নিজে গিয়ে বলির দ্বাররক্ষক হয়ে রইলেন। তা করবেন না, ভক্ত যে বলি! এদিকে দেবতাদের আধিপত্য যেমন রক্ষা করলেন অপর দিকেও তেমনি ভক্তের মর্যাদা রক্ষা করলেন।

আবার সত্যরক্ষার জন্য তপস্যা করলেন। তা করবেন না? নইলে যে অপরে করবে না সত্যরক্ষা। তিনি কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কুর্তুম্' সমর্থ হয়েও, লোকশিক্ষার জন্য তপস্যা করলেন, সত্যরক্ষা করলেন। লোক তো কেবল তাঁর ছলনাটাই দেখে। কিন্তু তপস্যাটির দিকে দৃষ্টি কই?

যদি বল কি করে এরূপ হয় — তিনপাদ ভূমিতে স্বর্গ মর্ত পাতাল আবরণ? তার উত্তর — এ কি আর মানুষের কাজ যে, কেমন করে হবে, জিজ্ঞাসা? সম্ভব অসম্ভব — সব তাঁর কাছে সম্ভব। তাঁর সবই আশ্চর্য। 'আশ্চর্যবৎ পশ্যতি' — কি তারপর? (গীতা ২-২৯)।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — 'আশ্চর্যবৎ বদতি' — আপনি গীতার কথা বলছেন তো?

শ্রীম — ডাক্তারবাবু থাকলে হতো। তাঁর সবটা গীতা মুখস্থ আছে।

তাঁর কাছে কিছুই আশ্চর্য নাই অন্যে দেখলে ভাবে আশ্চর্য। বললেন,

আমার ব্রাহ্মণশরীর। আমি আর কিছু চাই না — চাই মাত্র ত্রিপাদ ভূমি দেহটা রাখবার জন্য। আর কুটীর বেঁধে তপস্যা করব তা'তে বসে। এতেই যথেষ্ট। তাই এর নাম সিদ্ধাশ্রম দিলে হয়। সিদ্ধ হয়ে আনন্দলাভ। তাই সিদ্ধানন্দ, সিদ্ধাশ্রম।

সাধু ভক্ত সকলে গম্ভীর। অন্তর্মুখ দৃষ্টি সকলে। চটকদার কথার আনন্দ নাই পূর্বের মত। হাসিও নাই। আছে, অন্তরে গভীর দৃষ্টি। নিজের ভিতর দেখিতেছেন সকলে।

একটি ভক্ত (স্বগত) — মহাপুরুষগণ যেন শাঁখের করাত — দু'দিক কাটে। সাক্ষাৎভাবে 'তপস্যা কর' না বলে, বামনদেবের নাম করে বললেন। বললেন, তপস্যা কর, কঠোর তপস্যা!

এখন অন্য প্রসঙ্গ চলিয়াছে। বীরেন রায় ক্ষেত্রবাসী। তাঁহার সহিত কথা হইতেছে।

শ্রীম — হাঁ বীরেনবাবু, পুরীতে ক'টা চার্চ আছে এটা ছাড়া?

বীরেন — আর একটা আছে সাহেবদের জন্য। হিন্দুদের সাতশ' মঠ ও আশ্রম আছে। মুসলমানদের মসজিদ আছে।

খুরদার ভক্ত রাজেন — খুরদায় আলাদা চার্চ রয়েছে নেটিভদের (ভারতীয়দের) জন্য। ইউরোপীয়ানদের জন্য আলাদা।

শ্রীম (সবিস্ময়ে) — বলেন কি? (সকলের প্রতি) উনি খুব বিশ্বাসী লোক। বলেছেন বটে, কিন্তু এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। চার্চে এমন ভাব! (রাজেনের প্রতি) আপনি ওখানে গিয়ে আমাদের চিঠি দেবেন তো জেনে।

রাজেন — আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই কথা।

শ্রীম — ওরা হয়তো জানে না ওসব কথা ভাল করে, যারা আপনাকে বলেছে। আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না ঐ কথা (দেশী ও বিলাতী খ্রীস্টান ভক্তদের), আলাদা চার্চের কথা। তা হলে বুঝতে হবে ওদের বড্ড অধঃপাত ঘটেছে।

ক্রাইস্ট শেখালেন, 'Treat thy neighbours as thy brethren'. এর এই পরিণাম?

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — ওরা খালি convert (খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত)

করে। যখন করে তখন Paria-দের (দক্ষিণ ভারতের অস্পৃশ্যদের) বলে, তাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করবে। পরে আর তা করে না।

শ্রীম (সহাস্যে) — এদিকে ক্রিশ্চিয়ান হয়েছে। কিন্তু বলে পঞ্চাননকে (শিবকে) পূজো করবো না? — না হয় ক্রিশ্চিয়ানই হয়েছি। ওদিকে (মাঙ্গালোর প্রভৃতি দক্ষিণে) শিব, রামকৃষ্ণ — সব দেবতাদের পূজা করে। জাভা সুমাত্রার দিকে মুসলমান হয়েছে লোক, তবু রামায়ণকে মানে, হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — এ্যানড্রুস (C.F. Andrews) খ্রীস্টানদের এই social distinctions (সামাজিক বৈষম্য) দেখে a series of articles (এক ধারাবাহিক প্রবন্ধ) লিখেছিলেন।

অপরাহ্ন পাঁচটা। শ্রীম বলিলেন, এখন ওঠা যাক। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ঝট্ করিয়া শ্রীম-র পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম-র দৃষ্টি পড়া মাত্র তাঁহাকে টানিয়া তুলিয়া ফেলিলেন। শ্রীম কাহাকেও পায়ে হাত দিতে দেন না, বিশেষতঃ সাধুদের। শ্রীম বলিতেছেন — না, না। হ্যাণ্ড সেক্। (সহাস্যে) আমরা ইংরেজী পড়লুম কেন, যদি ও (হ্যাণ্ড সেক) না করি? ফটকের বাহিরে আসিয়া সাধুগণ শ্রীমকে বিদায় দিলেন।

বড় রাস্তা দিয়া শ্রীম ফ্ল্যাগস্টাফের দিকে চলিতেছেন। সঙ্গে বীরেন রায়, মনোরঞ্জন জগবন্ধু'। সকলে দক্ষিণের দিকে চলিতেছেন। বাম হাতে সমুদ্র। অবিরত তরঙ্গ নিয়া খেলিতেছে। আর প্রশান্ত গর্জন চলিতেছে। যেন সকলকে বলিতেছে, সাবধান! সময় থাকিতে পুরুষোত্তমের শরণ লও। সব শূন্য, সব দু'দিনের! পুরুষোত্তমই নিত্য, সত্য।

শ্রীম লাটভবনের সম্মুখে দুই মিনিট দাঁড়াইলেন। বলিলেন, আচ্ছা, আজ এখানেও হয়তো হয়েছে সারমন্। বীরেন বলিলেন, আজ সব বন্ধ। শ্রীম বলিলেন — না, আজ সব বন্ধ থাকবে কি? চলিতে চলিতে একটু দাঁড়াইলেন — ডান হাতে কোর্টস্। বীরেন বলিলেন, মদ মাছ মাংস খুব চলবে আজ। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরা মদ খায় বুঝি? একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, ঠাকুর বলতেন, 'দোষে গুণে মানুষ।' তাই তিনি কারো দোষ দিতেন না। এক রকম লোক আছে universal critics (সর্বত্র দোষদর্শী) — সব দোষ দেখে। তাই গুণ দেখতে হয়। তা নইলে যে অধঃপাতে যাবে, গোল্লায় যাবে।

একজনকে ঠাকুর বললেন, ‘তোর পরে হবে’। তখন তার ষোল সতের বছর বয়স। বললেন, কতকগুলি কর্ম বাকী আছে। তাই এগুলো যখন হয়ে যাবে তখন হবে।

শ্রীম চলিতেছেন। বীরেন বলিলেন, unusual (অস্বাভাবিক) শীত আজ। শ্রীম উত্তর করিলেন, সবই unusual (অস্বাভাবিক)। তবে কি বদলাচ্ছে হাওয়া? একজন ভদ্রলোক আসিতেছেন। তিনি অন্ধ। তাঁহার সঙ্গে একজন যুবক। তাঁহার সহিত কথাবার্তা হইতেছে, কুশল সমাচার। ইতিমধ্যে চারুবাবু আসিয়া মিলিত হইলেন। সকলে আসিয়া ফ্ল্যাগস্টাফ রোডের মোড়ে দাঁড়াইলেন। সমুদ্র এক ফার্লং দূরে। শ্রীম ভক্তদের বলিলেন, আপনারা ঘুরে আসুন ওদিক। আমরা এখান থেকেই নমস্কার করছি।

মুকুন্দ, মনোরঞ্জন ও জগবন্ধু সমুদ্র দর্শন, স্পর্শন ও প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ বেলাভূমিতে বেড়াইতেছেন।

এখন সাড়ে ছয়টা। রাত্রি হইয়াছে। ভক্তগণ সকলে ‘শশী নিকেতনে’র বারান্দায় একত্রিত হইয়াছেন। শ্রীম সুখেন্দুর হাত হইতে পাখাটি লইয়া নিজ হাতে ভক্তদের হাওয়া করিতেছেন। আর মিনতির সুরে বলিলেন, এঁদের (বিনয় ও সুখেন্দুকে) একটু help (সাহায্য) করতে হয়। বিনয় ও সুখেন্দু আশ্রম পরিচালক।

একটি ভক্ত (স্বগত) — শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাক্য বেদাদি সর্বশাস্ত্রের সার বলে গ্রহণ করেন দেখছি। তিনি ভক্তদেরও সদা এই উপদেশ দেন। নিজেও ঐ মহাবাক্যানুকূল আচরণ করেন ও ভক্তদের দিয়াও আচরণ করান। অবৈদিক ভারতীয় শাস্ত্র ও ভারতের বহির্ভূত বৈদেশিক শাস্ত্রও শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে মণ্ডিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, আমিই ক্রাইস্ট — এই মহাবাক্যানুসারে বাইবেলকে বৈদিক মর্যাদা দেন। তিনি আজই বলছিলেন, খ্রীস্টান ভক্তগণ ক্রাইস্টের ভাবে ভরপুর। তাদের কাছে আজ যেতে হয়। তবে ঐ দিব্যস্পর্শ লাভ হবে। মন ঈশ্বরীয় ভাবে মণ্ডিত হবে। শ্রীম-র মনপ্রাণও তাই আজ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর অনুকূল যীশু খ্রীস্টের ভাবে ভরপুর। আজ তিনি খ্রীস্টময়।

পুরী, শশী নিকেতন।
২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১০ই পৌষ, ১৩৩২ সাল।
শুক্রবার, শুক্লা একাদশী। ক্রাইস্টের জন্মোৎসব।

দশম অধ্যায়

দেবত্বের সন্ধানে — ক্রাইস্ট ও রামকৃষ্ণ

১

পুরী। 'শশী নিকেতন'। আজ ক্রাইস্টের জন্মোৎসব। শীতকাল। এখন রাত্রি সাতটা। শ্রীম ক্রাইস্টের ভাবে ভরপুর। 'ক্রাইস্ট ও আমি এক' — শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহাবাক্য সর্বদা অনুধ্যান করিতেছেন। শ্রীম ক্রাইস্টময়।

হলঘরে শ্রীম বসিয়া আছেন কার্পেটের উপর। পাশেই সব ভক্তগণ বসা — মুকুন্দ, জগবন্ধু, শচী, মনোরঞ্জন, বিনয় ও সুখেন্দু। একটু পর আসিলেন গদাধর ও বুদ্ধিরাম। তাঁহারা সৈকতালয়ে থাকিয়া কিছুকাল তপস্যা করিতেছেন। শ্রীম মুকুন্দকে বলিলেন, মুকুন্দবাবু একটু বাইবেল পড়। তিনি সেন্ট ম্যাথু বাহির করিয়া দিলেন। প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাদশ ভার্স হইতে পড়িতে বলিলেন। হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোতে মুকুন্দ পড়িতেছেন। শ্রীম অর্থ বলিতেছেন ও নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। যীশুর জন্ম ও উপদেশ চলিতেছে।

পাঠক (পড়িতেছেন) — Behold, there came wise men from the East to Jerusalem...to worship him.

শ্রীম — কেহ কেহ বলেন, এঁরা ভারতবর্ষ থেকে গিছলেন। হবেও হয়তো তা। পূর্বদিকে আর কোন্ দেশ আছ যেখানে অধ্যাত্মচর্চা চলত? প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বের কথা। তখন ভারতে বৌদ্ধযুগ চলছে।

এই সকল জন্মবৃত্তান্তও কেহ কেহ বিশ্বাস করে না। বলে সব আজগুবি গল্প। কিন্তু তারা ভুলে যায়, অবতারের সম্বন্ধে কথা হচ্ছে, ঈশ্বরের সম্বন্ধে। ঈশ্বরের অসাধ্য কি? ভারতেও অবতারদের জন্ম দৈবাদেশে এরূপ অনেক হয়েছে। ঠাকুরের পিতাকে স্বপ্নে আদেশ করেছিলেন ঈশ্বর, আমি তোমাদের গৃহে জন্ম নিচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণের জন্মও ঐরূপ।

হিরোডের শিশুহত্যা আর কংসের শিশুহত্যার একই কারণ — নির্বৈর হওয়া। কিন্তু যাঁর ইচ্ছায় জগৎ চলেছে, তাঁর সঙ্গে কতদূর চলবে তোমার বুদ্ধির দৌরাত্ম্য?

Contrast (তুলনা) না থাকলে glory (মাহাত্ম্য) বৃদ্ধি হয় না। তাই অবতারলীলার সঙ্গে কখনও এরূপ নির্মম হৃদয়বিদারক ঘটনার অবতরণ হয়। শিশুকালেই মারবার চেষ্টা হয়েছিল ক্রাইস্টকে। তখন মারলে তো আর অবতারলীলা হতো না। তাই তার বত্রিশ বছর পর মারলো। ঐ রাজারই অন্নদাস স্কাইভস্‌ ও ফেরিসিয়া। তখন বুঝি হিরোডের ছেলে রাজা।

ধর্মসংস্কার কি সহজেই হয়? কেবল ধর্মসংস্কার কেন, কোনও সংস্কারের পথ সহজ নয় — রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি — কোন পথই সহজ নয়। সত্য কথা, হক্‌ কথা বলতে গিয়ে ক্রাইস্টের প্রাণ গেল। স্বভাবের বিরুদ্ধে বললে সব রুখে দাঁড়ায়, যত সব vested interest (চিরস্থায়ী স্বার্থবাদীর দল)।

কিন্তু ক্রাইস্টের মৃত্যুর পরই তাঁর সত্যিকার প্রচার আরম্ভ হলো। আজও চলছে সেই প্রচার প্রায় দু'হাজার বছর ধরে। তা চলবে না? একি মানুষের কাজ? কত বড় আধার, কি শক্তি! তিনি যে ঈশ্বরের অবতার! ঈশ্বরের কাজ আপনি চলে, এমনি চলে। কখনও নষ্ট হয় না। যদি দেখায় — যেন নষ্ট হয়েছে, মলিন হয়েছে, সেও তাঁর ইচ্ছায়। কার শক্তি ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করে?

পাঠ চলিতেছে। দৈবাদেশে শিশু যীশুকে লইয়া পিতামাতা মিশরে চলিয়া গেলেন। হিরোডের মৃত্যুর পর আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

'জন দি ব্যাপটিস্ট' প্রচার করিলেন, ভগবান নররূপে আসিতেছেন তোমাদের উদ্ধারের জন্য। তোমাদের কৃত পাপকর্মের জন্য অনুশোচনা কর। ভগবানের শরণাগত হও। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে মুক্তি দিবেন সকল প্রকার পাপ হইতে। তখনই পরম শান্তি লাভ করিবে। সরল হও, প্রস্তুত হও। এই আসছেন তোমাদের শান্তি সুখ আনন্দ বিধানের জন্য। তিনি এত বড় যে তাঁর পাদুকাস্পর্শের যোগ্যও আমি নই। বিশ্বাস কর। কাঁদ কাঁদ, ভাই সরল শিশুদের মত কাঁদ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে যেমন সূত্রধার থাকে জন হলেন ঐরূপ। উনি announce (ঘোষণা) করে গেলেন, জমি তৈরী করে গেলেন। ক্রাইস্ট গিয়ে ওখানে বীজ বপন করলেন। তাই জন বলছেন, আমি তোমাদিগকে জরডন নদীর জল দিয়ে দীক্ষিত করছি। কিন্তু তাঁর দীক্ষার ফলে তোমরা তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবে, ঈশ্বরদর্শন করবে। বলছেন, 'I baptise you with water (of the river Jordon)... but he shall baptise you with the Holy Ghost.'

ক্রাইস্ট দীক্ষাও নিয়েছিলেন জনের কাছে। জন তাঁকে চিনেছিলেন ভগবানের অবতার বলে। সম্পর্কে তো মাসতুত কনিষ্ঠ ভাই। ক্রাইস্ট দীক্ষার প্রস্তাব করলে বলেছিলেন, তুমি আমার প্রভু, তুমি চাইছো দীক্ষা আমার নিকট? আমিই যে তোমার নিকট দীক্ষা চাইছি। বললেন, 'I have need to be baptised of thee, and comest thou to me'.

তখন ক্রাইস্ট বললেন — না, আমায় দীক্ষা দিন। এই সব শুভ সংস্কার আমাদের মানা উচিত। নইলে অপরে এ সব মানবে না। বললেন, 'suffer it to be so now for thus it becometh us to fulfil all righteousness.' — ঠিক মানুষের ব্যবহার লোকশিক্ষার জন্য।

ঠাকুরও গুরুকরণ মানতেন, যখন যে সাধন করতেন তার জন্য। তন্ত্র, বেদান্ত, বৈষ্ণব মত, মুসলমান ধর্ম — এই সকল সাধনের সময়ই গুরুকরণ করেছেন। কেন? ঐ লোকশিক্ষার জন্য। নয়তো তাঁর কি দরকার এ সবের? কেন এই মানুষের ব্যবহার? তবে মানুষ এঁর আচরণ অনুকরণ করবে! বড়লোক যা করে জনসাধারণও তাই করে। কৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, ‘যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে’॥ (গীতা ৩-২১)। মানুষের জন্যই আসেন কিনা অবতার, তাই মানুষের ব্যবহার। আদর্শ রেখে যান। সুখ-শান্তি-আনন্দের রাস্তা দেখিয়ে যান। লোক ঐ রাস্তা ধরে চলবে তবে শান্ত হবে।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদেরও প্রতি) — ক্রাইস্ট এই দীক্ষা নিয়ে একেবারে ডুব মারলেন। পাহাড়ে বনে চলে গেলেন। চল্লিশ দিন কিছুই খান নাই। খায়

কে? দেহের জ্ঞান, জগতের জ্ঞান থাকলে তো — একেবারে সমাধিস্থ। সমাধি ভঙ্গ হলে আবার পরীক্ষা। মহামায়া সামনে এসে বললেন, এই নাও সারা জগতের আধিপত্য। 'Get thee hence, Satan', বলে উহা প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, আমি চাই না রাজ্য। শয়তান দূর হও।

ঠাকুরের সামনেও মহামায়া নিয়ে এলেন, এই সব — সুন্দরী স্ত্রী, সুবর্ণ, শাল আদি, সব ভোগ্য বস্তু। ঠাকুর কিছুই নিলেন না। এ সবই লোকশিক্ষার জন্য। সাধকগণ এই আদর্শ ধরে থাকবে। ঈশ্বরের জন্য চাই সর্বস্বত্যাগ — এই শিক্ষা।

'সারমন্ অন দি মাউণ্ট' (পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া শিক্ষা) পাঠ হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভক্তদের ভালবাসা দিয়ে কিনে ফেলেছিলেন। তাই তাঁরা অত সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার সহ্য করলেন তাঁর জন্য। সর্বস্ব ত্যাগ করলেন তাঁর জন্য। আর তাঁর প্রচারিত ধর্মকে জগতের সামনে ধরে রাখলেন।

তিনি তাই তাঁদের পূর্ব থেকে সাবধান করলেন। তাঁদের সম্মুখে আশার বাণী রাখলেন। বললেন, তোমরা যদি আমার জন্য অত্যাচার নির্যাতন সহ্য কর তার ফল হবে জগতে তোমাদের সুযশ লাভ। আর পরম শান্তি লাভ, শাশ্বত সুখ লাভ হবে পরকালে। লাভের আশায়ই মানুষ সব কাজ করে। তাই তাঁদের দিলেন ব্রহ্মানন্দ লাভের আশা উপহাররূপে।

তাই ঠাকুর বলতেন, পেঠে খেলে পিঠে সয়। ঠাকুরও ভালবাসায় ভক্তদের কিনে ফেলেছেন। তবেই তো ভক্তরা তাঁকে ধরে রইল সব। তাদের কি কম যাতনা সহ্য করতে হয়েছে? কিন্তু কি বস্তু দিয়েছেন! তার তুলনায় এ কি — তুচ্ছ! ব্রহ্মানন্দ প্রদান করেছেন — যার উপর আর দান নাই।

পাঠক (পড়িতেছেন) — For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the Scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the Kingdom of Heaven.

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এখানে একটা challenge (আক্রমণাত্মক

আহ্বান) দিলেন প্রচলিত ধর্মের উপর। বললেন, লোক দেখান ধর্মের কাজ নয়, যেমন স্ক্রাইবসরা আর ফেরিসিসরা করে থাকে। স্ক্রাইবস্ আর ফেরিসিস্ মানে ধর্মধ্বজীগণ। যারা ধর্মনীতি পালন করে না, শুধু শূন্যগর্ভ বাক্য উচ্চারণ করে মাত্র, অন্তরে কামিনীকাঞ্চনভোগী। ঠাকুর তাদের চিল শকুনীর সঙ্গে তুলনা করতেন।

ঠাকুর এরও উপরে বলতেন, শুধু বাহ্য পূজা পাঠাদি, তীর্থ দান ব্রতাদি করলেই হবে না। অন্তরে ব্যাকুলতা চাই। চিত্তশুদ্ধি চাই। নৈতিকজীবন পরিপুষ্ট হওয়া চাই। বলতেন, নঙ্গরে বাঁধা থাকলে নৌকো চলে না। নঙ্গর মানে ভোগাসক্তি। বলেছিলেন, বেশ্যাও ত্রিশ বৎসর মালা জপ করছে। কিন্তু হচ্ছে না কেন? মন যেখানে পড়ে আছে সেখানেই আছে। ব্যাকুলতা নাই। অবতারের আগমনই এইজন্য। তিনি এসে প্রচলিত ব্যাপারী ধর্মের উপর প্রচণ্ড আঘাত করেন। The advent of an avatar is a mighty challenge to the current religions.

'সারমন অন দি মাউন্ট' পাঠ চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এইবার ক্রাইস্ট যথার্থ ঈশ্বরভক্তের লক্ষণ বলছেন। বলছেন, কারও অনিষ্ট করো না। সকলকে ভালবাসবে। সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে। গীতার ভক্তের লক্ষণের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে — 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' (গীতা ১২-১৩) ইত্যাদির সঙ্গে।

পাঠক (পুনরায় পাঠ করিতেছেন) — Thou shall not commit adultery :

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এটি সকল ধর্মের একটি মূলস্তম্ভ। জিতেন্দ্রিয় হতে হবে। বৈদিক ধর্মেরও মূল এই, ব্রহ্মচর্য চাই। বেদে আছে, সত্য অহিংসা ব্রহ্মচর্যের কথা।

ক্রাইস্টও তাই বললেন, ব্যাভিচার করবে না। কেবল দৈহিক নয়। আরও সুর চড়িয়ে বললেন মানসিক ব্যাভিচার থেকেও নিজেকে রক্ষা করবে। বললেন, কামভাবে কোনও স্ত্রীলোককে দেখলেও ব্যাভিচার। বললেন, 'But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with

her already in his heart'.

Divorce (পত্নীত্যাগ) সম্বন্ধে আরও উঁচু কথা বলছেন। আইনসম্মতভাবে কেবল কাগজে লিখে পত্নীত্যাগ করলেই হবে না। ক্রাইস্ট বলছেন, আরো সূক্ষ্মদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, পত্নীর চরিত্রনষ্টের স্পষ্ট প্রমাণ না পেয়ে যদি কেহ পত্নীত্যাগ করে তবে সেই ব্যক্তি সতী সাধ্বীর চরিত্র নষ্ট করার পাপে লিপ্ত হবে। আবার যে ঐ পরিত্যক্তা সতী সাধ্বীকে বিবাহ করবে সেও ব্যাভিচার পাপে লিপ্ত হবে।

বলছেন, It has been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement : But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery : and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.

পঞ্চম অধ্যায়ের পাঠ চলিতেছে।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি) — ওটা কি পড়া হলো? But I say unto you.

পাঠক (পুনরায় পড়িতেছেন) — But I say unto you, That ye resist not evil : but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এটি অপ্রতিরোধের কথা। সন্ন্যাসীর ধর্ম এটি — 'ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে ধর'। সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন। ঝড়ের এঁটোপাতার মত থাকা। হিংসা প্রতিহিংসা, দুই-ই ত্যাগ। প্রেম, সর্বজীবে প্রেম। সর্বভূতে অভয় দান। বৈদিক সন্ন্যাসধর্মের সঙ্গে এর মিল আছে — 'অভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ, মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কিন্তু কর্মের ভিতর থাকতে হলে তা নয়। বাহ্য সন্ন্যাস নিয়ে, কিংবা ভিতর সন্ন্যাসের পরও অর্থাৎ ব্রহ্মদ্রষ্টা — যদি সংসারে থাকে, তবে ফোঁস করা দরকার। ঠাকুর তাই বলেছিলেন। সাপ ও ব্রহ্মচারীর গল্পে বলেছিলেন, 'কিন্তু বিষ ঢালতে নাই'। বলেছিলেন, 'ব্রহ্মচারী সাপকে বলেছিল, তুমি ফোঁস করলে না কেন? তা করতে তো মানা করি নাই। হিংসা ছড়াতে মানা করেছি'।

একজন গৃহস্থ ভক্ত — সে গল্পটি কি?

শ্রীম — একটি সাপ এক ব্রহ্মচারীর উপদেশে হিংসা ত্যাগ করে ধর্মসাধন করছিল। রাখালেরা সাপকে খুব মারতো, লেজে ধরে ঘুরাতো, সাপ মর মর হয়ে আছে। কাউকে হিংসা করে না এখন। ব্রহ্মচারী কিছুদিন পর এসে সাপের দুরবস্থা দেখে, ঐ কথা বললো, তুমি ফোঁস করলে না কেন? মাত্র বিষ ঢালতে মানা করেছি। তা কর নাই বলেই তো রাখালরা তোমার এই দুর্দশা করেছে। তাই অন্তরে প্রেম, বাইরে ফোঁস।

ব্রহ্মজ্ঞানী গৃহস্থের কাজ এরও উপরে। প্রয়োজনমত অস্ত্রধারণ করবে। গীতার এই শিক্ষা।

ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ চলিতেছে।

২

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এ সব বেশ কথা — Practical vedanta (ব্যবহারিক বেদান্ত)। বলছেন 'But when doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth.' এর মানে, ধর্মকর্ম গোপনে করা উচিত — দানটান, সেবাপূজা, ভজনাদি। তা করবে না তো কি? ঢাক ঢোল পিটিয়ে করতে হবে নাকি? ভজনের সম্বন্ধে ঠাকুরও বলতেন, গোপনে ভাল। বলতেন, নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলবে, প্রভো দেখা দাও। তিনি যে গোপনের ধন। এসব কথা সব মিলে যাচ্ছে।

ক্রাইস্ট বলছেন, 'But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; নির্জনে গোপনে ঈশ্বরোপাসনা করতে বললেন। হৃদয়ের ভাব দীনভাবে নিবেদন করতে হয়।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি) — আর এটিও মিলছে, কি পড় তো আবার।

পাঠক (পড়িতেছেন) — But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do : for they think that they shall be heard for their much speaking.

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এর মানে হল যা ভগবানকে বলবে অন্তর

থেকে না বললে কিছুই হবে না। কতকগুলি কথা আবৃত্তি করলেই হয় না। মন মুখ এক হওয়া চাই।

ঠাকুরও বলতেন, শুধু বাজনার বোল মুখে বললে কি হয়? হাতে আনতে হয়। ধারণা করতে হয়। বলতেন, ছোট শিশু মুখে কিছুই বলতে পারে না। কিন্তু পিতা হৃদয়ে অনুভব করে সে-ও তাকে ভালবাসে। অন্তরের কথা অন্তর বোঝে। ভগবান হৃদয়ে থাকেন। হৃদয়ের নির্বাক্ ভাষায় বললে তিনি বোঝেন।

শুনছো বুদ্ধিরাম, কেবল 'প্রভু প্রভু' করলে কি হবে? প্রভুর কথা শুনতে হয়, পালন করতে হয়।

পাঠক এবার 'লর্ডস্ প্রেয়ার', ঈশস্তুতি পাঠ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ক্রাইস্ট কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়, তা নিজে প্রার্থনা করে শিখিয়েছেন। তাই বলে, 'লর্ডস্ প্রেয়ার'। সকল খ্রীস্টভক্তগণই এটা করে। দেহরক্ষার জন্য, দৈনন্দিন অন্নের জন্যও প্রার্থনা করছেন — 'Give us this day our daily bread.' আত্মার রক্ষার জন্য যেমন জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস চাই, তেমনি দেহরক্ষার জন্য অন্নও চাই। এটিও সন্ন্যাসীদের জন্য উপযোগী। এখানে সঞ্চয়ের কথা নাই। ঠাকুর বলতেন, সাধু আর পক্ষী সঞ্চয় করে না। কিন্তু গৃহস্থের সঞ্চয় করতে হয়, পরিজন আছে বলে।

কি সরল কথা — মানুষ যেমন অপরের ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করে তেমন তুমিও আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা কর! অসংখ্য অন্যায়, মানুষের অসংখ্য ত্রুটিবিচ্যুতি ঈশ্বরের কাছে। মানুষের জীবনটি ঈশ্বরের দান। জীবনের সকল উপকরণও তাঁর দান। অভ্যুদয় ও নিশ্রেয়সও (বৈভব ও মোক্ষ) তাঁর দান। ঈশ্বরের দানসাগরে জীব ভাসমান।

ঈশ্বর ছাড়াও কত রকমের ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। ভারতীয় ঋষিগণ তাই এই সব ত্রুটিবিচ্যুতিকে, ঋণকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন — বলেছেন, দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, নৃঋণ, ভূতঋণ। যার কাছ থেকে কিছু নেওয়া হয় তার কাছেই আমরা ঋণী।

একজন মানুষ, বেঁচে থাকতে হলে সে এই সব ঋণে আবদ্ধ হয়। সকল ঋণ থেকে মুক্ত হয় যখন সমাধি হয়, ঈশ্বরদর্শন হয়। তার পূর্বে

এইসব ঋণ সম্বন্ধে অবহিত থাকা উচিত। এই অবহিতির জন্য সকল ঋণকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন।

সন্ন্যাসীরা এক ভগবানচিন্তায় সব ঋণ থেকে মুক্ত হয়। গৃহীদের এই পঞ্চঋণ থেকে নিত্য মুক্ত করতে হয় নিজেকে।

নিত্য ভগবানের ধ্যান চিন্তাতে মুক্তিলাভ হয় দেবঋণ থেকে। শাস্ত্রাদি সদ্‌গ্রন্থ পাঠে শোধ হয় ঋষিঋণ। ঋষিগণ অর্থাৎ গুরুগণ মানুষের পরম সুখশান্তির পথ বলে দেন, তাই মানুষ তাঁদের কাছে ঋণী। পিতৃঋণ, মানে যে কুল থেকে শরীর এসেছে সেই পিতৃগণের নিকটও মানুষ ঋণী। তা শোধ হয় নিত্য তর্পণাদি দ্বারা। নৃঋণ শোধ হয় অতিথিসেবায়। মানুষসমাজের কাছে প্রত্যেক মানুষ ঋণী। কেন? মানুষসমাজ থেকে সে উপকার পায়। তাই সে ঋণী। তা শোধ হয় মানুষকে নিত্য কিছু দানে। 'ভূতঋণ' মানে মানুষ ছাড়া অন্য জীবজন্তুর কাছ থেকে উপকার পায় মানুষ। তা শোধ হয় নিত্য তাদের কিছু খাদ্য দিলে।

এই সব ব্যবস্থা মানুষকে দেবভাবে নেবার জন্য। মানুষের স্বরূপ, সে অমৃতের সন্তান, কিংবা অমৃতত্ত্ব স্বরূপ। মহামায়ার প্রভাবে তার ভিতর পশুভাব ও মনুষ্যত্ব ঢুকেছে। পশুভাব মানে স্বার্থপরতা। তা থেকে তাকে মানুষভাবে আনেন। তা থেকে দেবভাব আনা। এটাই মানুষের পরিপূর্ণতা, দেবত্বলাভ।

মানুষভাবে লেন দেন আচরণীয় — give and take. তা থেকে দেবভাবে যায় — যখন খালি দেয়, নেয় না। দেখ, কতদূর ভেবেছেন ঋষিগণ, অবতারগণ!

ক্রাইস্ট একস্থানে বলেছেন, যার যা প্রাপ্য তাকে তা দাও। ঐজন্য এ কথা। জন্মগত অনুদার মানুষ। তাকে ধীরে ধীরে উদার তৈরী করা। উদার না হলে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায় না। সর্বস্ব ভগবানের। মানুষ যখন হৃদয়ে সেটি বোধ করে এবং আচরণে আনতে চেষ্টা করে তখনই তাঁকে প্রার্থনা করতে হয় — আমাদের তোমার কাছে যে ঋণ তা থেকে মুক্ত কর — And forgive us our debts'. যথার্থ ঋণমুক্তি সমাধিতে। তা লাভ না হওয়া পর্যন্ত ঐ প্রার্থনা, আমাদিগকে ঋণমুক্ত কর।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ক্রাইস্ট প্রার্থনা করছেন — 'And lead

not into temptation, but deliver us from evil.' আমাদিগকে লোভাদি পাপ থেকে রক্ষা কর। ঠাকুরও প্রার্থনা করেছেন — মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। constantly (সর্বদা) এ চলছে, কাম ক্রোধ লোভাদিতে ফেলবার চেষ্টা। তাই কাতর হয়ে সর্বদা প্রার্থনা করার প্রয়োজন যাতে ওতে না ফেলেন।

এই 'লর্ডস প্রেয়ারে'র মত ঠাকুরেরও একটি প্রার্থনা আছে। বলছেন, আমি দেহসুখ চাই না, মা। অষ্টসিদ্ধি চাই না, মা। শতসিদ্ধি চাই না, মা। কেবল তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি চাই — শুদ্ধা অচলা অমলা অহৈতুকী ভক্তি। আর এই কর, যেন তোমার ভুবনমোহনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ক্রাইস্টের প্রার্থনায় আহারের কথা রয়েছে। ঠাকুরের এই প্রার্থনায় আহারের উল্লেখ নাই। ঠাকুর কেবল একটি জিনিস চাইলেন — অহৈতুকী ভক্তি। এটি পেলে সব পাওয়া হল।

তবে অন্যত্র আহারের কথা আছে — 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' এই বলে যখন সব জলে ফেলে দিলাম, তখন ভাবনা হল, মা-লক্ষ্মী যদি খেঁট্ বন্ধ করে দেন — এই কথা বলেছিলেন। মানে, আহারের ভাবনা থাকবেই যাবৎ দেহে মন আছে।

এই আহারসমস্যা একটি প্রধান সমস্যা। তারও সমাধান করে দিয়েছেন। মা-ঠাকরুনকে বলেছিলেন, এই তোমার কুটীরটি রইলো। শাকভাত দু'টি দুপুরে খাবে আর সারা দিন রাত 'রাম রাম' করবে। আর রাত্রে একখানা বাতাসা দিয়ে এক গ্লাস জল খাবে।

দেখ, দেহরক্ষার কি অপূর্ব ব্যবস্থা! অত বড় problem-এর কি সহজ সরল সমাধান! এই আহার নিয়েই সংসার। সারা দিন রাত এ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তাঁকে ডাকবে কখন? তাই যারা ঈশ্বরকে চায় তাদের জন্য এই ব্যবস্থা।

শরণাগত হয়ে থাকা। আর নিজের অবগুণের উপর লক্ষ্য রাখা। আর তাঁকে বলে সে সব দূর করার চেষ্টা করা।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন একটু বেশীক্ষণ। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভগবানচিন্তা কি অত সহজে হয়? অনেকখানি ছাড়লে তবে হয়।

চৈতন্যদেব বলেছিলেন, 'তৃণাদপি সুনিচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥' তৃণ হইতেও দীন, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু, নিজে মান না চেয়ে অপরকে মান দিতে পারে সেই ভক্ত হরিনামকীর্তনের অধিকারী।

এখন, কে পারে এরূপ হতে? প্রথম — যার অন্ততঃ বুদ্ধিতে ধারণা হয়েছে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা না হলে তাঁর দর্শন হয় না, আর তাঁর কথায়ও রতি হয় না, অথচ বুঝেছে কতক, ঈশ্বরই প্রিয়তম — সেই ব্যক্তিই কতকটা দীনহীন সহিষ্ণু হতে পারে। কি করবে, সংসার আলুনী অথচ ঈশ্বরকে ধরতে পারছে না! এ অবস্থায় কতকটা ঐ সাধনের অধিকারী।

আর দ্বিতীয় — সংসারের দুঃখকষ্ট, এটি মহাসত্য। এর সমাধানের ব্যবস্থা হলো — সহ্য কর, সহ্য কর, বৃক্ষের মত সহ্য কর। গীতার উপদেশও তাই — 'তান্ তিতিক্ষস্ব ভারত' (গীতা ২-১৪)। ঠাকুরের কথাও তাই — 'শ ষ স, যে সয় সে রয়। যে না সয় সে নাশ হয়।' ভক্ত যখন দেখে সংসার জ্বলন্ত অনল, ঈশ্বর শান্তির সুখের আকর, তখনই অবশ হয়ে ঐ সব সহ্য করে, সব দুঃখ। তখন সুখকেও দুঃখ বলে বোধ হয়। ঐ অবস্থায় আসে ঐ সহিষ্ণুতা — বৃক্ষবৎ সহিষ্ণুতা।

বৃক্ষ ফল দেয় — সেই ফলের বদলে লোক ঢিল মারে, পক্ষীকে আশ্রয় দেয় — সেই পক্ষী বৃক্ষের উপর মলত্যাগ করে, পশুকে ও মানুষকে ছায়া দেয় — পশু তার পাতা খায়, মানুষ তার শাখাপ্রশাখা কাটে। অত অত্যাচার সহন করেও বৃক্ষ সকলকে অকাতরে ফল ও ছায়া দেয়। তেমনি সহনশীল ভক্তই সর্বদা তাঁর নামগুণকীর্তনের অধিকারী। সেই ভক্ত হৃদয়ে তাঁর সঙ্গে বিহার করে। আর বাইরেও সর্বভূতে তাঁকেই দেখে। তাই দিবানিশি তাঁর নামগুণকীর্তন করে। মন ভগবানে নিবিষ্ট থাকায় বাইরের দুঃখবোধে মন তত বিচলিত হয় না। এ হলো সাধকের অবস্থা। আর সিদ্ধাবস্থায় ভক্ত হয় স্থিতপ্রজ্ঞ, 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ।' (গীতা ২-৫৬)।

৩

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পাঠ সমাপ্ত হইল। এবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, ভগবান কত ভাবেন ভক্তদের জন্য! কিসে তাদের খাওয়াপরার problem-টা (সমস্যাটা) solved (সমাধান) হয় তার জন্য কত ভাবনা। ওটা ধর্মপথে একটা stumbling block (প্রচণ্ড বিঘ্ন) কিনা! ক্রাইস্ট সেটা বিশেষ করে সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। ভক্তাগ্রণী পিটার বললেন, আপনার সঙ্গে চলে যেতে বলছেন, কিন্তু আহার পরিচ্ছদের কি হবে, আসবে কোত্থেকে? ক্রাইস্ট উত্তর করলেন, ভবিষ্যতে কি হবে সেটা ছাড় ঈশ্বরের উপর। তুমি আজের খাওয়া পরা দেখ। প্রার্থনাও কর, চেষ্টাও কর— বল, আজের আহার পরিচ্ছদ দাও — 'Give us this day our daily bread.' এ তো হলো দেহবুদ্ধির, পুরুষকারের দিক দিয়ে কথা।

এরও উপরে বললেন ঐ সঙ্গে। মূল সত্যটি উন্মোচন করলেন পিটারের দৃষ্টির সম্মুখে। তিরস্কার করে বললেন, 'O, ye of little faith' — ও অবিশ্বাসী, শাস্ত্র গুরুবাক্যে অবিশ্বাসী, যিনি এই পশুপক্ষীকে খাওয়াচ্ছেন, পরাচ্ছেন, তিনিই তোমাকেও খাওয়াবেন, পরাবেন। দেখছো না, এরা চাষবাস করে না, না করে খাদ্য সঞ্চয়, না শরীরের আচ্ছাদন বোনে, তথাপি তারা অভুক্ত থাকে না, না থাকে অনাচ্ছাদিত। ঈশ্বরই সকল জীবের আহার ও পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করেন। এটি তোমরা বিশ্বাস কর। তা হলে হবে অর্ধ জীবন্মুক্ত।

আবার বললেন, যদি একেবারে সেই বিশ্বাস, সেই নির্ভরতা না আসে তা হলে ঐ পর্যন্ত চেষ্টা কর আজের আহার পরিচ্ছদের জন্য। ভবিষ্যৎ অত ভাবতে গেলে ধর্মজীবন যাপন হয় না। ভবিষ্যতের ভার দাও ঈশ্বরের উপর।

এরও উপরে বললেন — দেখ, সংসারী লোক কি করে। আপন সন্তান রুটি চাইলে তাকে পাথর দেয় না, মাছ চাইলে তাকে সাপ দেয় না, মাছই দেয়, রুটিই দেয়। সংসারী লোক যদি নিজের সন্তানের জন্য অতটা করে, তবে ঈশ্বর, যিনি সকলের পিতা, তিনি মানুষের জন্য আরও কত বেশী করেন। অতএব বিশ্বাস কর, তিনি তোমাদের এই সকল

অভাবের কথা জানেন এবং পূরণ করেন। তোমরা কেবল তাঁর কথা ভাব, তাঁকে চাও। তিনিই তোমাদের এই সব অভাব পূর্ণ করবেন।

বললেন, আহার পরিচ্ছদের কথা তো অবিশ্বাসী লোকগণ ভাবে। তোমাদের গুরুলাভ হয়েছে, সৎসঙ্গ হয়েছে, কতক চৈতন্য হয়েছে, তোমাদের এসবের জন্য অত ভাবা উচিত কি?

বললেন, অত ভেবেও কি মানুষ নিজের দৈর্ঘ্য এক হাত বাড়াতে পারে? তবে কেন মিছে অত ভাবা? ঈশ্বরকে ভাব, তাঁকে চাও। তাঁর ঐশ্বর্য জ্ঞানভক্তি বিবেক বৈরাগ্য চাও, তাঁর ভালবাসা চাও। 'But seek ye first the Kingdom of God, and his righteousness and all these things shall be added unto you.' 'For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.'

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরও তাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'ইগুনো'র জন্য অত ভেবো না। 'ইগুনো' মানে, জীবনধারণের দ্রব্যাদি — তাচ্ছিল্যে সঙ্গে বললেন একথা। বললেন, এ সব প্রয়োজনের কথা মা জানেন।

একদিন রাখালের কি অসুখ হয়েছে। ঠাকুর ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন। তখনি জগদম্বাকে বললেন, মা তুমিই তো সব কর। তবে আমায় অত ভাবাও কেন? তারপর আমাদের বললেন, ঐ শোন মা কি বলছেন। মা বললেন, দেহধারণ করলে একটু ঐ রকম ভাবনা হয়। এটি করলেন কেন? আমাদের শিক্ষার জন্য।

শ্রীম পুনরায় কি ভাবিতেছেন, পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একদিন ঠাকুর বললেন, এখানে যারা আসে কেউ সংসারী নয়। তখন সকলেই গৃহেই থাকতো। পরে, অনেক পরে কতকগুলি ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হলো। আর বাকী সব ঘরেই রইলো। যারা ঘরে রইলো তারা নামেমাত্র গৃহী। বস্তুতঃ সন্ন্যাসী কেন? তাদেরও ভিতর সব ফাঁক করে দিলেন, ভিতর সব লাল।

ক্রাইস্টের ও ঠাকুরের এসব উপদেশ এই দুই শ্রেণীর ভক্তের জন্য

— যারা ঘর ছেড়েছে আর যারা ঘরে আছে। এদের উভয়েরই লক্ষ্য, উদ্দেশ্য — ঈশ্বর আগে, পরে সব। যারা গৃহে আছে তাদের approachটা (পথটা) একটু ভিন্ন, একটু ঘুরে।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মনটার minimum (অল্পাংশ) দেহে, সংসারে দিতে হবে। আর maximum (অধিকাংশ) ঈশ্বরে। নিজের চেষ্টায় এ করতে পারলে তাঁর ইচ্ছায় সবটা মন ঈশ্বরে দিবার দাবী হলো। তাঁর ইচ্ছায় তখন সবটা মন তাঁকে দিতে পারে — অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন হতে পারে। ঠাকুরের ভক্তরা তাঁর কৃপায় ঈশ্বরদর্শন করেছেন। ঠাকুর কৃপা করে নিজেকে চিনিয়েছেন। এদিকে পূজারী আর ওদিকে ঈশ্বর, দেখে ভক্তদের ধাঁধা লাগতো।

সংসার থেকে মনকে ঈশ্বরে নিয়ে যাবার gradual step (ক্রম-সোপান) ঐ সব। সংসারে বুদ্ধির কেন্দ্র দেহবুদ্ধি — 'আমি দেহ' এই জ্ঞান। দেহজ্ঞান শেষ জ্ঞান সংসারবুদ্ধির। দেহে মন এলেই আহার বস্ত্র বাসস্থানাদির চিন্তা আসে। এইসব চিন্তায় যত কম সময় ও শক্তি খরচ হয় মন তত উজ্জ্বল আনন্দময় হয়। একেবারে ছাড়া যায় না, প্রথমে তো নয়ই। তাই তো বলছেন ক্রাইস্ট, আজের জন্য আমাদের আহারের ব্যবস্থা কর। প্রার্থনা ও চেষ্টা একসঙ্গে চলবে, যাবৎ না দেহবুদ্ধি রহিত হয় অর্থাৎ সমাধিস্থ হয়। সমাধির পরও পেটের চিন্তা থাকে। তার জন্যও চেষ্টা ও প্রার্থনা থাকে। তবে সাধক অবস্থার মত অত চঞ্চল হয় না মন। মন প্রাণ চেষ্টা, সব শ্রীভগবানে সমর্পন হলো আদর্শ।

যত কমে হয় দেহযাত্রানির্বাহ, ততই ভাল। তাই অত করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, 'ye cannot serve God and mammon'. Mammon মানে সাংসারিক ঐশ্বর্য। একটাকে ছাড়তে হবে, অপরটা মানে, ঈশ্বরকে ধরতে হলে।

এই করে করে মন যখন উপরে উঠতে থাকে যখন বারআনা মন ঈশ্বরে থাকে তখন মনে শক্তি হয়। তখন গুরু ও শাস্ত্রের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। তখন হাল ছেড়ে দেয় সাধক ভগবানের হাতে। তখন বিশ্বাসতরণীতে ভাসমান হয় — 'যোগক্ষেম বহাম্যহং' (গীতা ৯-২২)। তখন হয় অনেকটা

শিশুর অবস্থা। খিদে পেয়েছে অমনি কাঁদছে ‘মা মা’ বলে। এ অবস্থা আসে সাধনার শেষে, আর সিদ্ধির পর।

তোতাপুরীর গুরুভাই চামেলীপুরীর কথা শুনেছি। মা-ঠাকরুন তাঁকে দর্শন প্রণাম ও পূজো করেছিলেন ফল মিষ্টান্নাদি দিয়ে। কেউ গেলে বলতেন, মা অন্নপূর্ণা কেয়া ভেজী — সহাস্য বদন, আনন্দময় ভাব। এ সিদ্ধির পরের অবস্থা, মায়ের কোলে শিশু।

সপ্তম অধ্যায় পাঠ শেষ হইল। এখানেই ‘সারমন অন দি মাউণ্ট’-এর—পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া উপদেশের সমাপ্তি। পাঁচ ছয় সাত, এই তিন অধ্যায়ই বাইবেলের সার।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই যা পড়া হল সবই আচরণের বিষয়, সাধন। যেমন গীতার দ্বাদশাদি অধ্যায় সব ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন।

ক্রাইস্ট বলছেন, অপরের দোষ দেখতে নাই। অপরের গুণ দেখবে। বললেন, দোষ দেখবে নিজের। আহা, কি সুন্দর কথা। বললেন, অপরের চোখের তৃণটুকু দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু নিজের চোখের উপর যে প্রকাণ্ড একটা কড়িকাঠ পড়ে আছে তা দেখতে পাচ্ছ না। — Let me pull out the mote out of thine eye; and behold, a beam is in thine own eye.'

ঠাকুরও বলেছিলেন, পোকাটিরও নিন্দা করবে না। দোষ দেখে দেখে দোষময় হয়। আর গুণ নিয়ে গুণময় হয়, মধুচক্রের মত। মহাপুরুষগণ তিল পরিমাণ গুণকে তাল পরিমাণ দেখেন। অন্য লোক উল্টো। তাল পরিমাণ গুণকে তিল পরিমাণ দেখে। কথাটা হচ্ছে ব্রহ্মদর্শন মানে বৃহৎকে দর্শন — তা করতে হলে মনটিকে বৃহৎ করতে হবে। বৃহৎকে বৃহৎ মনে দেখা।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা সব মিলে যাচ্ছে দেখছি। ঠাকুর বলছেন, পতনের কথা — কলমবাড়া পথ। একবার নিচে নামতে আরম্ভ করলে কোথায় দিয়ে দাঁড়াবে তার ঠিক নাই। কেল্লায় (ফোর্ট উইলিয়ামে) যেতে যেতে গাড়ী এগিয়ে যেখানে দাঁড়াল, দেখা গেল, সেখানে তিনতলা বাড়ী। অত নিচে নেমে গেছে গাড়ী। কলমবাড়া পথ কিনা। ক্রাইস্টও

বললেন, পতনের সিংহদ্বার অতি বিশাল পথ, অতি প্রশস্ত — 'for wide is the gate, and broad is way, that leadeth to destruction.'

তা হবে না কেন, মিলবে না কেন? Source (মূল) যে এক। উভয়ই অবতার — নররূপী ভগবান। এক তত্ত্ব। তবে সামাজিক বিষয়ে উপদেশের কিছু পার্থক্য দেখা যায়, স্থান কাল পাত্রানুসারে। ক্রাইস্ট এসেছিলেন দু'হাজার বছর পূর্বে। তখন লোকের ভাবনা ও সমাজের অবস্থা ছিল অন্যরূপ, বিশেষ করে ইহুদী সমাজের। ঠাকুর এলেন এখন এই সায়েন্সের যুগে। তাই একটু ভিন্ন। কিন্তু মূলতত্ত্ব এক। উভয়ের মূলবাণী এক — মনুষ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য ঈশ্বরদর্শন। সর্বস্ব ছেড়ে ঈশ্বরে মন সমাহিত কর। একটি জিনিস দরকার — 'one thing is needful'. সেটি হল 'সচ্চিদানন্দে প্রেম'।

সভা ভঙ্গ হইল। রাত্রি আটটা। শ্রীম নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভক্তদের জন্য আলু-বেগুন বাহির করিয়া দিলেন। রন্ধন ও আহার শেষ হইল সাড়ে দশটায়। ভক্তগণ শয়ন করিলেন রাত্রি এগারটায়।

একটি ভক্ত মোমবাতি জ্বালাইয়া সংবাদপত্র দেখিতেছেন। শ্রীম তাঁহাকে হ্যারিকেন লণ্ঠন দিয়া বলিলেন, (মোমবাতিটা) থাক না। ওদিকে (শেষরাত্রে কাজে) লাগবে।

পুরী, শশী নিকেতন।
২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৫খ্রীঃ, ১০ই পৌষ ১৩৩২ সাল।
শুক্রবার, শুক্লা একাদশী। খ্রীষ্ট জন্মজয়ন্তী।

একাদশ অধ্যায়

এই ব্রহ্মজ্ঞান যাবে ওয়েস্টে, তবে তারা বাঁচবে

শশী নিকেতন। পুরী। সকাল নয়টা। শীতকাল হইলেও অতি মধুর বাতাবরণ। এখানে চিরবসন্ত। শ্রীম চেয়ারে বারান্দায় বসিয়া আছেন পূর্বাস্য, উত্তরের দরজার পাশে। ভক্তরা বেঞ্চে বসা — মুকুন্দ, গোকুল ও মনোরঞ্জন। ইজিচেয়ারের হাতার উপর বসা সুখেন্দু এবং জগবন্ধু বসা আসন পাতিয়া।

শ্রীম প্রত্যহ সকালে একান্তে ধ্যান করিতে যান সমুদ্রসৈকতে পাথরকুঠীতে। তিনি এইমাত্র ফিরিয়াছেন। ভক্তগণ কেহ কেহ ছয়টায় বাহির হইয়া মন্দিরাদি দর্শন করিয়া আটটায় ফিরিয়াছেন। কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কাল কোথায় গিছলেন আপনারা?

মনোরঞ্জন — স্বর্গদ্বারের দিকে সব দর্শন হল, হরিদাস মঠ আদি। লক্ষ্মীদিদির সঙ্গেও দেখা হল, কিছু কথাও হল।

জগবন্ধু ঘরের ভিতর গেলেন। পুনরায় আসিয়াছেন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — মা'র কথা কি কিছু হলো?

জগবন্ধু — বিশেষ কিছু না। ঠাকুরের কথাই হলো। বলেছিলেন, কাশীপুরে ঠাকুর আমাদের ভিক্ষা করতে পাঠাতেন গ্রামে। মাস্টার মশায়ের স্ত্রীও যেতেন। বলরামবাবুর স্ত্রীও যেতেন।

একদিন আমি একা গিয়েছি। এক বাড়িতে একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক — বাড়ির মা হবে, আমায় খুব আদর করে ভিক্ষা দিল। আমার তখন যৌবন আর রূপও ছিল। সে বললে, তুমি আমাদের বাড়িতে থাক। আমার ছেলে তোমায় খুব আদর করবে। ছেলের বউ মরে গেছে। আমি এসে ঠাকুরকে সব বললাম। ঠাকুর সব শুনলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। পরে শুনেছিলাম ঐ বাড়ির কি অকল্যাণ হয়।

শ্রীম — হুঁ, ঠাকুর ভক্তদের স্ত্রীদেরও পাঠাতেন ভিক্ষা করতে। এতে অভিমান ভাঙ্গে। কি আশ্চর্য ব্যাপার! কে বুঝবে এর অর্থ? তাঁর কাজ

সবই revolutionary (বিপ্লবকারী)। ভদ্র ঘরের যুবতী বউ-ঝিদের কে পাঠাতে পারে ভিক্ষা করতে? অবতার ছাড়া এ কাজ কার শোভা পায়? তিনি দেখতেন সর্বদা, কিসে ভক্তরা ঈশ্বরের দর্শন পায়, আর শান্তি ও আনন্দে সংসারে থাকতে পারে। যিনি সকলের জন্মের আগের খবর জানেন এবং মৃত্যুর পরের খবরও জানেন, এ কাজ কেবল তাঁরই শোভা পায়। সন্তানের পরমার্থ কল্যাণ যাতে হয় তাই করাবেন, সেই কাজ সমাজবিধির বিপরীত হলেও। হাজার তপস্যায় যা না হয় ঐ ভিক্ষায় তা হয়ে গেল। লজ্জা অভিমান ভেঙ্গে গেল।

ক্ষুধারূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে, অতি দীনহীনভাবে ভগবানের দরজায় উপস্থিত হওয়া ঐ ব্যাধি দূর করার জন্য। এরই নাম ভিক্ষা।

তাঁর ঐ একদিনের কাজে ভক্তরা যা লাভ করলো লাখ বছর তপস্যায়ও তা হয় না। কি বুঝবে মানুষ তাঁর কাজের অর্থ?

Critic-রা (সমালোচকরা) হয়তো বলবে, এসব anti-social (অসামাজিক) কাজ। কিন্তু তা নয়। সমাজ যে জন্যে গঠিত হয় এ কাজ তারই সহায়ক।

ভারতীয় সমাজ ভগবানলাভের জন্য। এমন পরিবেশ হবে সমাজে যাতে জনসাধারণের মন সহজে ভগবানের দিকে যায়।

এই ভিক্ষাদ্বারা অভিমান দূর হল। আর ভগবানের জন্য, তাঁর আদেশে সব করবার শক্তি বৃদ্ধি হল। লোকলজ্জা দূর হল। তা হলে কি করে একে বলবে anti-social (অসামাজিক)?

বাবুদের কাজ নয় তাঁর কাজ বোঝা। আমরাই কি বুঝতে পারি? তিনি নিজে একটু একটু light (জ্ঞানালোক) দিয়েছেন, তাতে খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

শ্রীম — আর কি কথা হল?

জগবন্ধু — ঠাকুর কামারপুকুর ফিরে গেলে সেখানকার দাড়িওয়ালা ছাগলের কথা হলো।

শ্রীম — আর কি?

জগবন্ধু — চিংড়ি মাছ আর ডাঁটা দিয়ে একটা তরকারী হয়েছিল। বললেন, ঠাকুর আমায় বললেন, ডাঁটাগুলি চিবিয়ে দে। আমি চিবিয়ে

দিচ্ছি আর উনি তা চুষতে লাগলেন।

শ্রীম — আমরা এসব কথা শুনি নাই (হাস্য)। আজ কি দর্শন হলো?

সুখেন্দু — চক্রতীর্থ, সোনার গৌরাঙ্গ, এইসব।

শ্রীম — আমরা একদিন গিয়ে পড়েছিলাম। দেখি, লেখা আছে, 'এখানে প্রণাম করিয়া উপরে উঠিবেন'। অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছে। ওর উত্তরের extremity-তে (সীমান্তে) পল্টু করের বাড়ি। আমাদের আর হয়ে উঠবে না ওখানে যাওয়া — অনেক দূর।

'শশী নিকেতন' অস্থায়ী আশ্রমে পরিণত শ্রীম-র আগমনে। এখন বড়দিনের ছুটি। তাই অনেক ভক্ত আসায় আশ্রমের কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। আশ্রমের সঞ্চালক ব্রহ্মচারী বিনয় ও সুখেন্দু। তাঁহাদের উপর চাপ পড়িয়াছে। শ্রীম কার্য ভাগ করিয়া দিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — Labour (পরিশ্রম) divided (বিভক্ত) হলে ঝট্ করে সব কাজ হয়ে যায়। আর অনেক কাজ হয়। নইলে দু'জনের উপর সব চাপ পড়ে। সকলেরই cooperation-এর (সহযোগিতার) দরকার।

আপনারা আছেন ছ'জন। আমাকে নিয়ে সাড়ে ছ'জন। তিনজন করে দু' ব্যাচ্ হতে পারে। ওঁরা দু'জন অনেক কাজ করেছেন ওদিকে। এঁদের দিনকয়েক relieve (কর্মবিমুক্ত) করলে হয় — বিনয়বাবু আর সুখেন্দুবাবুকে। (সুখেন্দুকে দেখাইয়া) এঁ-ও রোগা, ওঁ-ও (মুকুন্দও) রোগা। একবার এঁর (মুকুন্দ) প্রাণ যায় যায়। মা-টা সব এলেন। এঁর (সুখেন্দুর) প্রায়ই জ্বর হয়। মুকুন্দবাবু, তুমি সুখেন্দুবাবুকে release (কর্মমুক্ত) করতে পার। এক বেলা রান্না করবেন মনোরঞ্জনবাবু। তোমরা সব help (সাহায্য) করবে। আর একবেলা বিনয়বাবু। জগবন্ধুবাবু কূয়া থেকে জল তুলবেন। আর বাসনমাজাটা দেখবেন। (মুচকি হাস্যে) উনি এ বিষয়ে বেশ expert (পটু)। মিহিজামে আশ্রমের সব জল তুলতেন।

২

শ্রীম (সকলের প্রতি) — পুরীতে থাকতে হলে রোজ অন্তত একবার করে জগন্নাথদর্শন করতে হয়। যাও না, যাও না তোমরা, যাও না। (সুখেন্দুর প্রতি) ইনি যান না। সুখেন্দু বললেন, এখন না। মুকুন্দ বললেন,

আমি বিকেলে যাব। (জগবন্ধুর প্রতি) আপনি যান না, ঝাঁকি দর্শন করে আসুন।

জগবন্ধু তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। আধঘন্টার মধ্যে জগন্নাথদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এখন দশটা।

সমুদ্রস্নান ও আহার শেষ হইতে দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে। শ্রীম ততক্ষণ ভক্তদের আহার দেখিতেছিলেন। দুইটা দশ মিনিটে শ্রীম মুকুন্দকে সঙ্গে লইয়া রাস্তার উত্তর পাশের ঝাউকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। একটি ভক্ত সুখেন্দুর খাটে শয়ন করিয়া উহা দর্শন করিতেছেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই শ্রীম ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় একাকী বাহির হইলেন, সমুদ্রের দিকে যাইতেছেন।

শ্রীম ভক্তদের বলিয়াছেন, পুরীতে সারাদিন দর্শন ও ধ্যানে অতিবাহিত করা উচিত, আর রাত্রে পাঠ করা উচিত। মুকুন্দ ও জগবন্ধু তাই দর্শনাদির জন্য বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহারা জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। ইতিমধ্যে মনোরঞ্জন আসিয়া তাঁহাদের পাশে দাঁড়াইয়া জগন্নাথদর্শন করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর তাঁহারা অন্যান্য তীর্থস্থান দর্শনে বাহির হইলেন। প্রথম দর্শন করিলেন, দেড় মাইল দূরবর্তী গুণ্ডিজা মন্দির। রথযাত্রার সময় জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা আসিয়া এখানে সাতদিন বাস করেন। চৈতন্যদেবও ঐ সময় এখানে আসিয়া থাকিতেন। এক মতে আছে, এই গুণ্ডিজা মন্দিরেই চৈতন্যদেবের শরীর ত্যাগ হয়। শ্রীমন্দিরের সম্মুখের অঙ্গনে পদ্মাকৃতি যে চক্রটি আছে তাহারই নিচে চৈতন্যদেবকে ভূগর্ভে সমাধিস্থ করা হয়। অদ্যাবধি দেখা যায় বৈষ্ণবগণ ঐ স্থানে দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া থাকেন। ভক্তগণও ঐস্থানে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

ভক্তগণ তারপর গেলেন ঈন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে। চৈতন্যদেব সাঙ্গোপাঙ্গসহ রথের পূর্বে এই সরোবরে জলকেলি করিতেন। জগন্নাথ রথযাত্রার সময় এখানে আসিবেন। তাই বহু নূতন কলসী, নূতন ঝাড়ু দ্বারা ভক্তসঙ্গে আনন্দে এ মন্দির সম্মার্জনা করিতেন। তৎপর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে অবগাহন স্নান, সন্তরণ আদি জলক্রীড়া করিতেন। একে অন্যকে ধরিয়া আনিয়া জলে ফেলিতেন। একে অন্যের শরীরে জল ছিটাইয়া দিতেন। ভগবদানন্দে ভগবান শ্রীচৈতন্য ভক্তসঙ্গে জলকেলিতে উন্মত্ত। বিশ্বাসী ভক্তগণ পুরীতে

আসিয়া যে পাঁচটি তীর্থ দর্শন করেন এবং কোন কোন তীর্থে স্নান করেন তন্মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর অন্যতম। জগন্নাথের পাণ্ডাগণ ভক্ত যাত্রীদিগকে শুনান —

'মার্কণ্ডেয় বটেকৃষ্ণ রোহিণীচ মহাদধৌ।
ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নানং কুর্য্যাৎ, পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥'

এইবার ভক্তগণ আসিলেন আইটোটা। টোটা মানে বাগান। শ্রীচৈতন্য গুণ্ডিজা মন্দির মার্জন ও ইন্দ্রদ্যুম্নে অবগাহনক্রীড়া সমাপন করিয়া এই বৃক্ষকুঞ্জে বসিয়া 'পঁখাল' (পান্তা) মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করতেন। এই বাগিচা গুণ্ডিজা মন্দির হইতে দক্ষিণ দিকে জগন্নাথ-মন্দিরে আসিবার রাস্তা 'বড়দাণ্ডা'র বামপার্শ্বে, মধ্যপথে।

চৈতন্যদেবের এই সকল দিব্যলীলা কালক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। ইদানীং পুরীর, 'বড় বাবাজী' শ্রীরাধারমন চরণ দাস ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ভক্তপ্রবর শ্রীরামদাস বাবাজী ঐ সকল প্রাচীন অবতারের দিব্যলীলার পুনরাভিনয় করেন। তখন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত লীলাকথা যেন প্রাণবন্ত হইয়া উঠে।

নরেন্দ্র সরোবর। এক ফার্লঙ্গের অধিক চতুষ্কোণ জলাশয়। এইস্থানে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রা হয়। গ্রীষ্মে জগন্নাথের কষ্ট হয়। তাই তাঁহার শ্রীঅঙ্গে চন্দনের প্রগাঢ় প্রলেপ দেওয়া হয়। আর ভ্রাতা ও ভগিনীসহ তিনি উৎসব বিগ্রহরূপে এই প্রশস্ত জলাশয়ে নৌকাবিহার করেন প্রতিদিন অপরাহ্নে। শ্রীভগবানের চিত্ত-বিনোদনের জন্য দেবদাসীগণ তাঁহার সম্মুখে সুমিষ্ট সঙ্গীত গায় আর 'নাচবটুয়া' (নর্তক বালক) নানাপ্রকার নৃত্যরস সঞ্চার করে। শত শত ভক্ত ভগবানের এই নৌকাবিহারলীলা দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করে।

এই সরোবরের তীরেই একদিন শ্রীচৈতন্য দৌড়িয়া আসিয়া ক্রন্দনরত তদীয় দিব্য অপরাংশ প্রেমসাগর নিত্যানন্দকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে ধন্য করেন। আর নিত্যানন্দের প্রতি মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য উচ্চকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন, আজ যে আমার নিতাইয়ের চরণামৃত পান করিবে সে-ই ভক্তিলাভে ধন্য হইবে।

আবাল্যসন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দ দৈবকার্য সাধনের জন্য শ্রীচৈতন্যের আদেশে গার্হস্থ্য ধর্ম স্বীকার করিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যই

চৈতন্যদেবের আপাতদৃশ্যমান এই কঠোর আদেশ। আর ব্রহ্মবিদ্ নিত্যানন্দের নির্মুক্ত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ বর্জন ও সংসারীর জ্বলন্ত অনল গ্রহণ।

বঙ্গাগত ভক্তসঙ্গে নিতাইকে দেখিতে না পাইয়া সন্ন্যাসী নিমাই উন্মত্তবৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া প্রাণের নিতাইকে প্রেমালিঙ্গনে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। নিমাই নিতাই এক হইয়া গেলেন। বস্তুতঃ উভয়ে একই তত্ত্ব। ব্রহ্মতত্ত্ব। দৈবকার্যে দুই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্যাস এক তত্ত্ব। দৈবকার্যে দুই। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম এক তত্ত্ব। দৈবকার্যে দুই।

জটিয়াবাবার মঠ। সিদ্ধ মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এইস্থানে অবস্থান করিতেন। এখানেই তাঁহার মহাসমাধি লাভ হয়। ইহাই তাঁহার সমাধিপীঠ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট এ স্থল অতি পবিত্র। এই স্থান নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর তীরে অবস্থিত। ভক্তগণ এই স্থান দর্শন ও প্রণাম করিয়া আঠারনালায় উপস্থিত হইলেন। এই স্থানও শ্রীচৈতন্যস্মৃতিপুতঃ।

জগন্নাথ মন্দির। অদ্যকার তীর্থপরিক্রমা শেষ করিয়া ভক্তগণ পুনরায় শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই স্থান হইতেই পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছিল।

এখন সন্ধ্যারতি চলিতেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভিক দীপাদি পঞ্চোপচারে শ্রীশ্রীভগবানের আরতি আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তগণ যুক্তকরে দর্শন করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন — শ্রীম বলিয়াছেন, বিশ্বাস থাকিলে এ-ই ঈশ্বরদর্শন। শ্রীচৈতন্যদেব এই মূর্তিতেই সাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শন করিতেন নিত্য, জীবনভর। আবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাক্য 'আমিই জগন্নাথ'। আরতির ঘন্টানিনাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহাবাণীও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া ভক্তগনের হৃদয়মনকে প্রেমানন্দে উদ্বেলিত করিল।

জগন্নাথের আরতি হইতেছে। শত শত ভক্তগণ, যাত্রীগণ করজোড়ে আরতি দর্শন করিতেছেন — কেহ নাটমন্দিরে, কেহ শয়নমন্দিরে। কোন কোন যাত্রী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপে নিজেরাও আরতি করিতেছেন। যোলশাসনী ব্রাহ্মণগণ বেদগানে শ্রীভগবানের স্তুতি করিতেছেন। চলন্ত জগন্নাথ — মহাপুরুষ বাসুদেববাবা এক কোণে দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতেছেন।

শ্রীমন্দিরের আরতির ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণস্থিত অপর সকল

মন্দিরেরও আরতির ঘন্টা বাজিয়া উঠিল। জগন্নাথধাম আজ বৈকুণ্ঠ।

জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া ভক্তগণ বিমলাদেবীকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ভারতীয় একান্ন দেবীপীঠের অন্যতম পীঠ বিমলামন্দির। এবার লক্ষ্মীমন্দির ও সূর্যমন্দির দর্শন ও প্রণাম করিলেন। এই সূর্যমন্দিরের অভ্যন্তরে দেয়ালের অন্তরালে পশ্চিমদিকে বুদ্ধমূর্তি। এককালে হয়তো এই মন্দিরে ভগবান বুদ্ধেরও পূজা হইত। দর্শনাদি শেষ করিয়া 'আনন্দবাজারে' মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ভক্তগণ মন্দিরের বাহিরে সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিট।

৩

শশী নিকেতন। রাত্রি সওয়া সাতটা। শীতকাল, ডিসেম্বর মাস। শ্রীম হলঘরে বসিয়া আছেন কার্পেটের উপর। পার্শ্বে ও সম্মুখে বসা ভক্তগণ — মুকুন্দ, জগবন্ধু ও বিনয়, সুখেন্দু ও গোকুল, মনোরঞ্জন ও বুদ্ধিরাম প্রভৃতি। শ্রীম মুকুন্দকে বলিলেন, ন্যাও মৈত্রেয়ী উপনিষদ্ পড়, সকলকে শোনাও।

হলঘরের দক্ষিণ দিকে সকলে বসিয়া আছেন। মুকুন্দ উত্তর-পশ্চিমমুখী। তাঁহার সম্মুখে জগবন্ধু। পশ্চাতে সুখেন্দু। বিনয় ও বুদ্ধিরাম জগবন্ধুর ডান দিকে। শ্রীম বসিয়াছেন উত্তরদিকে দক্ষিণাস্য।

শ্রীম-র বামহাতে ঘরের মেঝে, তারপর পূর্ব দেয়াল। দক্ষিণ দিক হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় দরজার মধ্যস্থল বরাবর শ্রীম বসা। প্রথমে বসিলেন যোগাসনে, খানিক পর বীরাসনে। তারপর বসিলেন বাম পদ বীরাসনের মত ভাঙ্গিয়া আর দক্ষিণ জানু উপরে তুলিয়া। শ্রীম-র বাম হাতখানা কার্পেটের উপর, ডান হাতে মৈত্রেয়ী উপনিষদ্খানা দুলিতেছে। বাম হাত দিয়া কখনও শ্বেত শ্মশ্রু বাম দিকে সঞ্চালন করিতেছেন। উপদেশ দিবার সময় কখনও দক্ষিণ তর্জনী দ্বারা কার্পেটের উপর মৃদু আঘাত করিতেছেন। পাঠের সময় যোগাসনে বসিয়া সমস্ত পাঠ শুনিলেন। কথা কহিবার সময় বীরাসন, ইহারই মধ্যে কখন তৃতীয় আসন গ্রহণ করিতেছেন।

উপনিষদ্খানাতে মূলমন্ত্র ও তাহার অনুবাদ আছে। শ্রীম মুকুন্দকে বলিলেন — এই ন্যাও বই, অনুবাদটা প্রথমে পড়।

মুকুন্দ (পড়িতেছেন) — বৃহদ্রথ রাজার তীব্র বৈরাগ্য। তিনি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া ঊর্দ্ধ্ববাহু, কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান শাকায়ন্য মুনিকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শাকায়ন্যের মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়, যেন অধূমক বহ্নি।

তিনি রাজাকে বলিলেন, উঠ উঠ বর লও। রাজা প্রণাম করিয়া সবিনয়ে মুনিকে নিবেদন করিলেন — ভগবন্, রাজ্য স্ত্রীপুত্র ঐশ্বর্য — এ সবই মিথ্যা। মিথ্যা সকল বিষয়ভোগ। ব্রহ্মানন্দ লাভ না হইলে সব নিরর্থক চেষ্টা। অতএব, আমায় সেই ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান প্রদান করুন। আমি কূপমণ্ডুক। প্রভো, আমায় উদ্ধার করুন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন, যথার্থ বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকূয়া আর আত্মীয়স্বজন কালসর্প বলে মনে হয়। বৃহদ্রথ রাজার এই অবস্থা। তাঁর বেঁচে থাকার আর ইচ্ছা নাই ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া। ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মপদ কিছুই তাঁর কাম্য নয়। না চান অষ্টসিদ্ধি কি শতসিদ্ধি। আহা, কি ব্যাকুল!

তারপর রাজা বৃহদ্রথকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করলেন শাকায়ন্য, অধিকারী জেনে।

পাঠক (পড়িতেছেন) — চিত্তই সংসার। প্রযত্নপূর্বক উহার শোধন করা উচিত।

শ্রীম — বুদ্ধিরাম কোথায়? (বুদ্ধিরামের প্রতি) দেখলে, কর্ম করতে করতে নিষ্কাম হয়, জ্ঞান লাভ হয়। ঈশ্বরার্থ কর্ম করার নামও তপস্যা। স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনও তপস্যা। নিষ্কাম কর্ম কিংবা তপস্যা করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তারপর জ্ঞানপ্রাপ্তি, তারপর মোক্ষ। এই তিনটে এক সঙ্গে ঝট্ ঝট্ করে হয়ে যায়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অশুদ্ধ চিত্ত মানে, আমি মানুষ, আমার জাতি এই, এরা আমার পিতামাতা পুত্রকন্যা — এইসব ভাব, এইসব লৌকিক উপাধি। আমি ঈশ্বর, আমি 'নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব' কিংবা, আমি অমৃতের সন্তান — এইসব ভাব জ্ঞান। যখন ঐ সব লৌকিক উপাধি অভিভূত হয়ে যায়, আমি নিত্যশুদ্ধ আত্মা — এই ভাবনা দ্বারা, তখনই পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন।

বেশ দৃষ্টান্তটি! যতক্ষণ কাঠ ততক্ষণ অগ্নি। কাঠ শেষ হলে অগ্নিও শেষ হয়। তারপর কি রইলো তা কে বলবে? অজ্ঞান-উপাধি জ্ঞান-উপাধি, — দুই-ই নাশ হয়ে গেল। তখন যা রইল তাই রইল। ঠাকুরও এই কথা বলেছিলেন! নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছলো। ফিরে এসে আর খবর দিলে না। পৃথক্ অস্তিত্ব থাকলে তো খবর দিবে? সমুদ্র হয়ে গেল। তাই বলতেন, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই। মুখের ভিতর দিয়ে যা বের হয় তাই উচ্ছিষ্ট হয়। ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা যায় না। তাই ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নি। বিদ্যাসাগরমশায় ঠাকুরের এই কথা শুনে বলেছিলেন, আজ এই একটি নূতন কথা শিখলুম। তপস্যা করলে এসব কথা বোধ হয়।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — বাসনমাজা, জলতোলা, কি বাজার করা, এসবও নিষ্কামভাবে করলে চিত্তশুদ্ধি হয়। তারপর জ্ঞানলাভ হয়। (সহাস্যে) বিনয়বাবু খুব পারেন এসব কর্ম। ভক্তসেবা করা কি কম ভাগ্যের কথা। কেমন ভক্ত সব — যাঁরা নিত্য ভগবানদর্শন করছেন! (পাঠকের প্রতি) হ্যাঁ, পড়।

পাঠক (পড়িতেছেন) — কর্মত্যাগ করিলেই কেবল সন্ন্যাস হয় না, আদি।

শ্রীম — হাঁ, মূলটাও পড়।

পাঠক (পড়িতেছেন) —

কর্ম্মত্যাগান্ন সন্ন্যাসো ন প্রেষোচ্চারণেনতু।
সংঘৌ জীবাত্মানোরৈক্যং সন্ন্যাসো পরিকীর্ত্তিতঃ॥

(মৈত্রেয়ী উপ ২-১৭)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এ অন্তর্সন্ন্যাসের কথা, বিদ্বৎসন্ন্যাস। আবার বিবিদিষাসন্ন্যাসও আছে। সাধুসঙ্গে থেকে তপস্যা ও সেবা দ্বারা ধীরে ধীরে বিদ্বৎসন্ন্যাস লাভ হয়। মন থেকে বিষয়বাসনা খসে পড়ে যায়। ঠাকুর বলতেন, আগুনে যেমন মোম গলে যায় — সেই অবস্থা হয় সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবায়। এর পরই আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শন ঈশ্বরেচ্ছাসাপেক্ষ। ঠাকুর ভক্তদের এইটি করিয়ে দিছলেন, আত্মদর্শন। কত বড় দান! তাইতো বলে, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিদান হয় না। তাই তিনি গুরু, অবতার, অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

মোহন — এটা তো হলো জ্ঞানপথে। নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় আত্মদর্শন। একজন যদি সাকার সগুণ পথে চলে, শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান চিন্তা করে, তাঁর দর্শনলাভ করে, তাহলে একেও কি আত্মদর্শন, ব্রহ্মদর্শন বলা হয়?

শ্রীম — তাইতো ঠাকুর বলেছেন। বলতেন, যারই সাকার, তারই নিরাকার। যদি সাকার ভাল লাগে তাই ধরে চল। সাকার দর্শনের পর যদি অন্য কিছু জানার প্রয়োজন থাকে তাহলে তিনিই সেটা জানিয়ে দেবেন। বলতেন, যো সো করে আগে যদুমল্লিকের সঙ্গে দেখা কর। তার কত ঐশ্বর্য সেটা বলা না বলা যদুমল্লিকের কাজ, অর্থাৎ ঈশ্বরের কাজ। ওটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কি?

ঠাকুর নিজে বলেছেন, আমি অবতার। বলেছেন, সচ্চিদানন্দ এই শরীর নিয়ে এসেছেন। শুধু কি বলেছেন, ভক্তদের দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর স্বরূপ! ভক্তরা অবাক হয়ে যেতো, ধাঁধা লেগে যেতো ঐ দেখে। ভাবতো এ কি! এই তো পূজারী, আর, এ কি! এ যে পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দ। এই তো পরমাত্মা!

মুক্তি পাঁচ প্রকার — সালোক্য, সামীপ্য, স্বারূপ্য, সাষ্টি ও সাযুয্য! সাযুয্যে নিরাকার দর্শন!

এই দেখালেন, আবার এই আড়াল ক'রে রাখলেন অন্য উপাধি দিয়ে ঢেকে! কেন? নইলে যে অবতারলীলা হয় না।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শুধু কি তাই? ভক্তরা যারা সাকারবাদী, তাদের সাকার দর্শন করালেন প্রথম। পরে করালেন নিরাকার দর্শন। যারা নিরাকার দর্শন করলেন প্রথম, পরে দেখলেন ওই সাকার।

শুধু কি তাই? যারা তাঁকে দর্শন করে নাই (স্থূল শরীরে), কি পরে আসবে — তাদের জন্যও যে তাঁর ঐশ্বর্য রেখে গেছেন। প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন — মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ, প্রেম সমাধি।

ঈশ্বর ছাড়া এ কথা কে বলতে পারে? শুধু তো বলা নয়। তাঁর ঐশ্বর্য

যে লাভ করছে যারা পরে এসেছে! ভবিষ্যতেও এই ঐশ্বর্য লাভ করবে যারা এরও পর আসবে। একি দু'দিনের কথা? অনন্ত কালের জন্য একথা সত্য।

পাঠ শেষ হইয়াছে। শ্রীম দীর্ঘকাল ধরিয়া কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

৪

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আগে কি সব atmosphere (বাতাবরণ) ছিল ভারতের! রাজারা একদিকে যেমন রাজ্যশাসন করছেন, অন্যদিকে আত্মজ্ঞানের জন্য ব্যাকুল। তখন ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ছিল ভারতের আদর্শ। 'ধর্ম' মানে সত্য, পবিত্রতা, সংযম, দয়া, সেবা, পরোপকার, শম, দম (মন ও বহিরিন্দ্রিয় সংযম), তপস্যা — এইসব। ধর্ম নিয়ে অর্থ উপার্জন কর আর কামনা ভোগ কর। তবেই মোক্ষলাভ। বৃহদ্রথ রাজার তাই রাজ্যভোগের পর মোক্ষের জন্য এই ব্যাকুলতা। নিচেরগুলি সাধন হয়ে গেছে। এখন উপরের বস্তুটি লাভের জন্য এই উন্মাদপ্রায় চেষ্টা। কিছুই চায় না। নিজের জীবন যে অত প্রিয় তাও এখন তুচ্ছ।

এইসব গভীর ভাব ভারতীয় সভ্যতার মূলে রয়েছে। তবেই তো আজও অত বড় ঝঞ্ঝাতেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি অটুট রয়েছে। সেই সভ্যতার জমাটবাঁধা মূর্তি হলেন ঠাকুর।

কি আশ্চর্য, শরীরটা পরবশ, কিন্তু মন মুক্ত ভারতের! হাজার বছর ধরে যেন ভারতের দেহটাকে কয়েদ করে রেখেছে। কিন্তু ভারতের মন সদা মুক্ত। এই মুক্তির প্রতিমূর্তি ঠাকুর! এই সময়ে আরও কত মহাপুরুষ জন্মেছেন এই দেশে — গুরু নানক, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতি। Sages of India (ভারতীয় মহাপুরুষগণ) - শীর্ষক বক্তৃতাতে স্বামীজী বলেছেন, ঠাকুর হলেন summation of all of them (তাঁদের মূর্তিমান বিগ্রহ)। একে একে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শংকর, রামানুজ, চৈতন্য — এঁদের সকলের নাম করে শেষে বললেন ঐ কথা।

একজন ভক্ত — এখন তো শিক্ষা পেয়ে লোক নাস্তিক হয়ে পড়ছে। বর্তমান শিক্ষায় এই সনাতন ব্রহ্মজ্ঞানের নামগন্ধও নাই — না, রাজারা তা পালন করে!

শ্রীম — তাই হিন্দুরা, মুসলমানেরাও ইংরেজী পড়তে দিত না ছেলেদের প্রথম প্রথম। তারপর যখন ইংরেজদের কেরাণীর দরকার হল, তখন তারা স্কুল করলো। ওদের অন্ন খেয়ে এইসব নাস্তিক ভাব জন্মেছে। Material civilization (জড় সভ্যতা) কিনা ওদের, তাই প্রথম পড়তে দিত না ইংরেজী। তারপর পেটের দায়ে পড়তে আরম্ভ করলো। ওদের সভ্যতা যে hypnotise (যাদু) করে ফেলেছিল! (তর্জনীদ্বারা মেঝেতে রেখা অঙ্কিত করিয়া) যদি যাওয়া উচিত ছিল এদিকে (পশ্চিমে), যাচ্ছে ওদিকে (পূর্বে)।

এখন আবার (মোহ) ভাঙ্গছে। আর পারবে না। অবতার এসেছেন কিনা! ঠাকুর তাই সারাটা জীবন এইদিকে (ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে) কাটিয়ে দিলেন। নির্বাক্ demonstration (প্রকাশ), monumental challenge (প্রচণ্ড আঘাত)। আঘাত ছাড়া এ স্রোত উল্টানো কারুর সাধ্য নাই। তাই ঠাকুরের আগমন। ভারত উঠবে, তবে জগৎ উঠবে। এই (ব্রহ্ম) জ্ঞান west-এ (পাশ্চাত্ত্যে) যাবে তবে তারা বাঁচবে।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যারা এখানে তীর্থে আসে, কিম্বা তপস্যার ভাবে বাস করে তাদের পক্ষে সারাদিন দর্শন আর রাত্রিতে একটু পড়া ভাল।

(সহাস্যে) এখানে কেউ বড় একটা পড়তে চায় না। ভগবান সাক্ষাৎ পাচ্ছে কিনা — সাক্ষাৎ! পড়া তো ভগবানের দর্শনের জন্য। তাঁকে পেলে আর কে পড়ে? অনেকে জগন্নাথদর্শন করে কাঁদে। এমনি বিশ্বাস, যেন তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন করছে। প্রেমাশ্রু বিসর্জন করছে, এই ভেবে কত ভাগ্যবান আমরা, তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে পারছি!

চৈতন্যদেব নিত্য দর্শন করতেন বিশ বছর ধরে। কখন ভাবে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। ঠাকুর বলেছিলেন আমাকে, 'আমিই জগন্নাথ'। জগন্নাথের মহাপ্রসাদকে বলেছিলেন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। এসব কি কাব্য, না উপন্যাস? যা সত্য তাই বলেছেন। যাদের বিশ্বাস হয় তারাই ফল পায়। ইংরেজীপড়া লোকদের সহজে বিশ্বাস হয় না। তারা বিচার করে। বলে, 'চকানয়ন', — এইসব উপহাস করে। যেমনি ভাব তেমনি লাভ। এই স্থান দর্শনের

স্থান। এখানে বেশী পড়তে হয় না। খালি দর্শন আর আনন্দ কর। বৃন্দাবনেও তাই, অযোধ্যায়ও তাই।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব, কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (উত্তেজিতভাবে ভক্তদের প্রতি) — দেখ না, কি সব শিক্ষা ছিল এদেশের! রাজারা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য পাগল। ঋষি ছাড়া এখানে রাজা হতে পারতো না। কেউ কেউ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে রাজ্যশাসন করেছেন, যেমন জনকাদি। কোন রাজা বা তাঁর দর্শনের জন্য ব্যাকুল। বৃহদ্রথ রাজার দেহবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। কি তীব্র বৈরাগ্য, যেন নচিকেতা! মনে মৃত্যুপণ, কিছু চাই না। চাই কেবল ব্রহ্মজ্ঞান। এদেশে জন্মলাভ ধন্য! এসব ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শুনতে পাওয়াও ধন্য! শুনে সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া ধন্য! আর বস্তুলাভ — ধন্য ধন্য ধন্য!

রাত্রির আহার শেষ হইয়াছে পৌনে দশটায়। ভক্তগণ রাত্রিতে সমুদ্রদর্শন করিতে গেলেন দশটায়। ফিরিয়া আসিলেন এগারটায়। একটি ভক্ত ডায়েরীতে শ্রীম-র আজিকার কথামৃত লিখিতে বসিয়াছেন গভীর রাত্রি পর্যন্ত।

ভক্তগণ যেন আনন্দধামে বাস করিতেছেন। আহার নিদ্রার তেমন বশ নন। সর্বদা চিন্তা করিতেছেন, জগন্নাথ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। চৈতন্যদেব এই ব্রহ্মকে পুনরায় জাগ্রত করিয়াছেন। আর প্রচার করিয়াছেন কথায় ও কার্যে সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া। ভক্তগণকে জগন্নাথের স্তুতি করিতে শিখাইয়াছেন — 'জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে'।

ঠাকুর ও তাঁহার অন্তরঙ্গগণ পুনরায় জীবন্ত করিলেন এই দারুব্রহ্মকে। ভক্তগণ সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান জগন্নাথকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন নিত্য। ইঁহাদের অন্যদিকে মন নাই। একি কম সৌভাগ্য!

কেহ ভাবিতেছেন, যদি 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' — বেদান্তের এই সকল মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া সদ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে, তবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মুখে 'জগন্নাথ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম', 'আমিই জগন্নাথ', ঠাকুরের এই সকল মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া কেন সদ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইবে?

শশী নিকেতন, পুরী।
২৬শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১১ই পৌষ ১৩৩২ সাল। শনিবার, শুক্লা দ্বাদশী।

দ্বাদশ অধ্যায়

বকুলতলে ব্রহ্ম হরিদাস

১

ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রত্নবেদীর উপর অবস্থিত। মঙ্গল আরতি হইতেছে। এখন শীতকাল। ব্রাহ্মমুহূর্ত। রাত্রি চারিটা। ভক্তগণ — বিনয়, জগবন্ধু, মুকুন্দ ও বুদ্ধিরাম নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে আরতি দর্শন করিতেছেন। পূজারীর হাতে ঘন্টা বাজিতেছে। আর দীপাদি উপকরণে আরতি হইতেছে। নাটমন্দিরে নানা বাদ্যযন্ত্র বাজিতেছে। কোনও ভক্ত সুললিত কণ্ঠে জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে। কেহ বা মুক্তকণ্ঠে সঙ্গীত-কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। বড়ই মনোমুগ্ধকর ও ভগবদ্ভাবোদ্দীপক এই মঙ্গলারতি।

শ্রীম বিগত রজনীতে ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন এই দেবদৃশ্যটি দর্শন করিতে। ভক্তগণ মহানন্দে ভাবিতেছেন, মহাপুরুষগণই কেবল এইসকল দেবদুর্লভ ভগবৎ-ঐশ্বর্যের সংবাদ রাখেন। আমরা ধন্য অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদের সঙ্গলাভ করিয়া! তাঁহারই নির্দেশে ও কৃপায় আজ এই অমূল্য দৃশ্যটি দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম।

মঙ্গলারতির পরই বাল্যভোগ নিবেদন করা হইল। ইহার পরই রাজভোগ। এই অবসরে ভক্তগণ চৈতন্যদেবের নিবাসস্থল শ্রীরাধাকান্ত মঠ আর জপাবতার মহাস্থবির শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠ সিদ্ধ বকুল দর্শন করিয়া আসিলেন। হরিদাস ঠাকুর এই বকুলতলে বসিয়া নিত্য তিন লক্ষ বার, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে' — এই মহামন্ত্র জপ করিয়া জলগ্রহণ করিতেন।

কথিত আছে, রৌদ্রে বসিয়া শ্রীহরিদাস জপ করেন দেখিয়া ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীচৈতন্য এই বকুল বৃক্ষ নিজ হস্তে রোপন করেন। নিত্য শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীজগন্নাথদর্শনের জন্য মন্দিরে অতি প্রত্যুষে যাইতেন।

আর ফিরিবার সময় তিনি হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন দিয়া আসিতেন। যবন বলিয়া হরিদাস ঠাকুরের মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। তাই দয়াল ঠাকুর শ্রীচৈতন্য জগন্নাথের সচল জীবন্ত বিগ্রহরূপে স্বয়ংই দর্শন দিতে আসিতেন।

একদিন মন্দির হইতে আসিবার সময় চৈতন্যদেব হাতে করিয়া জগন্নাথের প্রসাদী একখণ্ড বকুলের প্রশাখা আনিয়া নিজ হস্তে উহা রোপণ করিয়া দিলেন। জগন্নাথের দন্তধাবনের জন্য এই বকুল প্রশাখা নিত্য ব্যবহৃত হইত। এই প্রশাখাই এখন সিদ্ধবকুল নামে সুপরিচিত। পাঁচশত বৎসর অতীত, তথাপি ঐ বকুল বৃক্ষ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভক্তগণ ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে বাহির হইয়া শ্রীরাধাকান্ত মঠ ও সিদ্ধবকুল দর্শন করিয়া সাতটায় ফিরিয়া আসিলেন। তারপর নয়টা পর্য্যন্ত নাটমন্দিরে বসিয়া তাঁহারা জপ করিলেন। ইতিমধ্যে রাজভোগ শেষ হইয়া গিয়াছে। ভক্তগণ এই অবকাশে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিয়া রত্নবেদীর উপরে সুশোভিত দারুব্রহ্মকে দর্শন এবং তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। এতক্ষণে মন্দিরে ভক্তগণের খুব ভীড় হইয়াছে।

মন্দির প্রহরীগণ ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য গুবাকশাখা নির্মিত শাসনদণ্ড দিয়া ভক্তগণের পৃষ্ঠে সপাং সপাং মৃদু আঘাত করিতেছে। এই আঘাতের শব্দ আছে কিন্তু বেদনা নাই। হাস্যমুখে ভক্তগণ উহা স্বীয় পৃষ্ঠে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। ইহাকে তাহারা জগন্নাথদর্শনের সুফল মনে করে। যাহাদের পৃষ্ঠে ঐ আঘাত পড়ে নাই, তাহারা সাধিয়া ঐ আঘাত গ্রহণ করে সহাস্য বদনে, এই বলিয়া — 'বাবা মার মার'। শুষ্ক বিচারবান তুমি সরল বিশ্বাসের এই মধুময় সরসতা দর্শন কর। নীরস বিচার ছাড়িয়া সরস বিশ্বাস গ্রহণ কর। অচিরে পূর্ণকাম হইবে।

ভক্তগণ এইবার মাধুকরী করিয়া রাজভোগের বিবিধ প্রকার মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। আর শ্রীম-র জন্য নানা প্রকারের মহাপ্রসাদ খরিদ করিয়া লইলেন।

শশী নিকেতন। সকাল সাড়ে নয়টা। শ্রীম বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়া আছেন। ভক্তগণ এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজ এই প্রথম সাক্ষাৎ ভক্তদের সঙ্গে। অতি আনন্দে আজের দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমার কথা শুনিয়া ধন্য ধন্য বলিয়া অশেষ আশিস্ প্রদান করিলেন।

এইবার ভক্তগণকে তাড়া দিয়া শ্রীম বলিলেন — যান, স্নান করতে যান। শীগ্‌গীর যান। এতে আলস্য করতে নাই। প্রাতঃকৃত্য যত শীগ্‌গীর পারা যায় শেষ করা উচিত। ভক্তগণ সাতঘণ্টা বাহিরে দর্শনাদি করিয়াছেন। তাই কিঞ্চিৎ ক্লান্ত। মুকুন্দ, জগবন্ধু প্রভৃতি উঠিয়া গিয়া দক্ষিণের ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। পুনরায় শ্রীম আসিয়া তাড়া দিয়া বলিলেন, যান। স্নান করে তারপর অন্য সব। যান নেয়ে আসুন। অনতিবিলম্বে ভক্তগণ সমুদ্রস্নান শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা রৌদ্রে নিজেদের কাপড় শুকাইতেছেন।

এখন বেলা বারটা। শ্রীম বারান্দার উত্তর দিকে বেঞ্চে বসিয়া আছেন। একজন ভক্তকে ডাকিয়া পাশে বসাইলেন। তাহার সহিত মর্টন স্কুলের সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলোচনা তিনি করিতেছেন। ভক্তটি শিক্ষক।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি) — আপনি নাকি কি শিখেছেন — নূতন ড্রিল?

ভক্তটি 'আজ্ঞে হাঁ' বলিয়া সব নিবেদন করিলেন।

শ্রীম — কি কি নূতন games-ও সব (ক্রীড়াও) শিখেছেন?

ভক্ত — আজ্ঞে হাঁ। (সব নিবেদন করিলেন)

শ্রীম — আমাদের স্কুলে হতে পারে না?

ভক্ত — এখানে স্থান যে অতি সংকীর্ণ।

শ্রীম — কিন্তু এটা হতো ঐ জায়গাতেই।

ভক্ত — আমরা যা শিখেছি তার জন্য ওখানে স্থান অতি সংকীর্ণ। একটা ক্লাসই ধরবে না।

শ্রীম — জিম্‌নাস্টিক কি কি শিখলেন?

ভক্ত — তা মাত্র গোটাকয়েক। সব স্কুল পারে না, expensive (ব্যয়সাধ্য)। তাই games (খেলা) ও ড্রিলের উপর জোর দেওয়া হয়েছে নূতন ঢংএ।

শ্রীম — এ ট্রেনিংটা কোন্ তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে — ইউনিভারসিটি কি গভর্ণমেন্ট?

ভক্ত — গভর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগ থেকে দিচ্ছে। ডিপ্লোমা দিয়েছে।

শ্রীম — বলুন না, তবুও কি কি শিখলেন — জিমনাস্টিক, কুস্তি, জুজুৎসু?

ভক্ত — না। মেটে (মাটিতে) উল্টান, পম্পপেল ডিঙ্গান, গরুর গাড়ীর চাকার মত গড়ান — এইসব।

শ্রীম — একটা 'বার' পুঁতে হয় না, কি মুগুর? এই সব অনায়াসেই চলতে পারে। আচ্ছা, টাইম কি করে বের করা যায়?

ভক্ত — স্কুল টাইমে করতে পারলে ভাল হয়। ছুটির পর হবে না। খিদে পায় তখন। ছেলেদের মন পাওয়া যাবে না কাজে। আবার স্কুলটাইমে করলেও মুস্কিল। অন্য ছেলেদের মন ওতে diverted (যুক্ত) হয়ে যাবে। অত অল্প জায়গায়।

শ্রীম — মুকুন্দবাবুর স্কুলে হল না। Period (সময়) পাওয়া যাচ্ছে না।

ভক্ত — ওঁর স্কুলে যে টেলারিং, উইভিং রয়েছে। তাই সময় পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীম — এইগুলি কি স্কুল টাইমের মধ্যে?

ভক্ত — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম মর্টন স্কুলের রেক্টার।

শ্রীম — আচ্ছা, গোকুল সম্বন্ধে কোনও কথা শুনেন কি? দেশে কোনও দোষ টোসের কথা?

ভক্ত — অমন দোষ দেখতে গেলে সকলেরই আছে। কে বাদ পড়বে?

শ্রীম — না, না। Acquirement-এর (শিক্ষার দোষের) কথা নয়। Conduct (চাল চলন), character-এর (চরিত্রের) কোনও দোষ।

ভক্ত — কই, আমি তো তেমন কিছু শুনতে পাই না।

মুকুন্দের প্রবেশ। একটু পর গোকুলের প্রবেশ।

শ্রীম (নবাগতদের প্রতি) — একটু ওদিকে যাও তো। আমরা একটা কথা বলছি। (ভক্তের প্রতি) স্কুলের সম্বন্ধে কিছু শুনতে পাও?

ভক্ত — বোঁচাদের যিনি পড়ান —

শ্রীম — না, না। তাদের গার্জিয়েনরা কিছু বলে কিনা — টিচিং ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে?

ভক্ত — না। তা কই, শুনতে পাওয়া যায় না। তবে অন্য রকম সব শুনতে পাওয়া যায়। পাখা ফি কেন দিবে, ছেলেদের টিন শেড়ে কেন

বসাবে — এই সব কথা কখন কখন শোনা যায়। পায়খানাও সুবিধে নয় নিচের। ফ্লাস না থাকায় ময়লা জমে যায়। বড় দুর্গন্ধ হয়।

শ্রীম — ও-ও, সুপারভিসন নাই বোঝা যাচ্ছে। টিচিং আর ডিসিপ্লিন, এ দু'টোই হলো আসল। এ সম্বন্ধে কিছু শোনা যায় না।

ভক্ত — আজ্ঞে হাঁ।

২

এখন পঙ্গদ বসিয়াছে একটা পঁচিশ মিনিটে। শ্রীম ইহা দর্শন করিয়া দেড়টার সময় একাকী বাহির হইয়া পড়িলেন। সমুদ্রের দিকে যাইতেছেন। পাথরকুঠীতে নির্জনে ধ্যান করিবেন।

আহারাদি সব শেষ হইতে বেলা সওয়া তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। তিনটা পঞ্চাশ মিনিটে মুকুন্দ ও জগবন্ধু পুনরায় জগন্নাথমন্দিরে গিয়াছেন। জগন্নাথদর্শনের পর তাঁহারা পুনরায় গেলেন সিদ্ধবকুল ও শ্রীরাধাকান্ত মঠে। এই দুইটি স্থান বড়ই উদ্দীপক। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দিব্য ভাবধারা এখনও এই সকল স্থানে জীবন্ত। তাই ভক্তদের মনকে অত আকর্ষণ করে। মহাপুরুষগণের চিন্তাধারা তাঁহাদের নিবাসস্থলের আকাশে বাতাসে ওতপ্রোত থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ ঐ চিন্তাধারাকে যন্ত্রায়ত্ব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। হয়তো একদিন তাঁহাদের এই শুভপ্রচেষ্টা ফলপ্রদ হইবে। শ্রীম ভক্তগণকে প্রায়ই এই কথা বলেন। বলেন, চৈতন্যদেবের মহাভাবাদির সুশীতল পবনপ্রবাহ এখনও পুরীতে বিদ্যমান। শুদ্ধ ভক্তচিত্তে ঐ আধ্যাত্মিক অমর ভাবপ্রবাহ অনুভূত হয়। স্বামী বিবেকানন্দও আমেরিকায় সুধীসমাজে তীর্থমাহাত্ম্যের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। রেডিও বিজ্ঞান একদিন হয়তো গীতার ঝঙ্কার যন্ত্রযোগে জনসাধারণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইবে।

শ্রীম বলেন, যত অধিক দর্শন করিবে ততই মনে ঐ তীর্থের সংস্কার দৃঢ়মূল হইবে যেমন বারবার ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি করিলে মনে দৃঢ় সংস্কার হয়। প্রত্যেক দর্শনীয় স্থানে একটি ভাবপ্রবাহ থাকে। পুনঃপুনঃ দর্শনে এই ভাব মনে সঞ্চারিত হয়। এ যেন মূর্তিমান উন্মুক্ত গ্রন্থ — এই সকল দর্শনীয় স্থান। তাই মুকুন্দ ও জগবন্ধু রাধাকান্ত মঠ ও সিদ্ধবকুল পুনরায় দর্শন করিলেন। এইবার তাঁহারা টোটা গোপীনাথ, হরিদাস মঠ ও লক্ষ্মীদিদিকে

পুনরায় দর্শন করিলেন। টোটা গোপীনাথের পূজারী সরলচিত্ত লোক। তিনি বলিলেন, এই মূর্তি খুব জাগ্রত। গোপীনাথের এই মূর্তি স্থাপন করেন চৈতন্যদেবের সখা পণ্ডিত গদাধর। এখানে চৈতন্যদেব নিত্য ভাগবতপাঠ শুনিতেন। তাই যাহারা এখানে ভাগবতপাঠ এখনও শোনে ভাগবতের অর্থ অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। লক্ষ্মীদিদি ঠাকুর ও মায়ের অনেক কথার অবতারণা করিলেন। বলিলেন, আমি কি তাঁদের জানি, না চিনতে পেরেছি? আমি দেখতাম তাঁরা আমার স্নেহময় খুড়ো আর আর স্নেহময়ী খুড়ী। কিন্তু তাঁরা নিজেদের নিজেরা জানতেন। জানতেন, তাঁরা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি। জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। কৃপা করে এক একবার তাঁদের স্বরূপ প্রকাশ করে আমাকে ধন্য করেছেন। তোমরাও কাঁদ সরল হৃদয়ে, তোমাদেরও তাঁদের স্বরূপ দর্শন করিয়ে অবশ্য ধন্য করবেন। তোমরা অল্প বয়সে তাঁদের শরণাগত। তোমরা ধন্য! অবশ্য মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।'

মুকুন্দ ও জগবন্ধু সমুদ্রতীর দিয়া ফ্লাগস্টাফে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন সন্ধ্যা সমাগতা। তাঁহারা সমুদ্রসৈকতে বসিয়া কিছুক্ষণ সদ্যশ্রুত লক্ষ্মীদিদির বাণী ধ্যান করিতেছেন। ভাবিতেছেন, ঠাকুর ও মা ব্রহ্ম ও শক্তি। লক্ষ্মীদিদি বলিলেন, তাঁহাকে এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। আরও বলিলেন, কাঁদিলে তাঁহারা তাঁহাদের স্বরূপ আমাদেরও বুঝাইয়া দিবেন। এখন, হৃদয় হইতে কান্না আসে কি করিয়া? তাঁহারা ঠাকুর ও মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন ব্যাকুলভাবে, ঠাকুর ও মায়ের স্বরূপ বুঝাইয়া দিতে। এই সকল মহাবাক্য চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা শশী নিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। এখন সন্ধ্যা সওয়া ছয়টা।

পাশেই ঝাউতলা এখানে বাবুদের ক্লাব। দুইজন ভক্ত আসিয়া শ্রীমকে ওখানে লইয়া গেলেন তাহা দেখাইতে। শ্রীম ফিরিলেন পৌনে নয়টায়। শ্রীম বারান্দায় মোড়ার উপর বসিয়া আছেন শশী নিকেতনে। পাশেই জগবন্ধু ও সুখেন্দু বসা বেঞ্চে, মুকুন্দ ঘরে। শ্রীম ভক্তদের নিকট হইতে অপরাহ্নের দর্শনাদির সব বিবরণ শুনিলেন। লক্ষ্মীদিদির কথাও শুনিলেন, ঠাকুর ও মা ব্রহ্ম ও শক্তি। কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর শ্রীম এবার কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, ঠাকুর এসেছিলেন বলে কিসব ভাব ছড়িয়ে

গেলেন ভক্তদের নিকট! গ্রাম্য বালিকা লক্ষ্মীদিদি। তাঁদের কৃপায় ব্রহ্মবিদূষিণী। দেখ, কি সব কথা ভাবছেন তিনি এখন — ঠাকুর ও মা ব্রহ্ম ও শক্তি! ধন্য তিনি! ধন্য তোমরা এইসব মহাবাণী তাঁর মুখ থেকে শুনে! অন্য লোক কি ভাবে? থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। মানে বিষয়ের কথা, কামিনীকাঞ্চনের কথা। আর ঠাকুরের কৃপায় উনি ভাবছেন নির্জনে একান্তে, ঠাকুর ব্রহ্ম, মা ব্রহ্মশক্তি। শুধু তো মুখের কথা নয়। এ যে হৃদয়ের সরস জীবন্ত কথা! আহা, কত ধন্য যাঁরা ঠাকুরের কৃপায় তাঁকে ও মাকে চিনেছেন! অমূল্য সম্পদের অধিকারিণী লক্ষ্মীদিদি। তাই ঠাকুর বলতেন, এখন ডেঙ্গাতেও এক বাঁশ জল।

কথা প্রসঙ্গে ভক্তরা পণ্ডিত গদাধরের কথা উত্থাপন করিলেন। বলিলেন, পূজারী বলেছিলেন আজ, গদাধর আবাল্য সন্ন্যাসী তাই অভিমান হয়েছিল — আমরা ধন্য। আর চৈতন্যদেবের গৃহস্থ ভক্তগণ সংসারভোগী। বিশেষত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। কৃপাসিন্ধু ভগবান চৈতন্যদেব তাঁর এই ভ্রম ভঙ্গ করেছিলেন। গদাধর দেখলেন, রাজবিলাসী পুণ্ডরীক কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবেশ করতেই একেবারে উন্মাদ, বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাই ঠাকুর বলেছিলেন, এখানে যারা আসে কেউ সংসারী নয়। লোক চিনবে কি করে তাঁদের? ভক্তরা কি সংসার ভোগ করতে আসেন, অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ? ওটা একটা আবরণ। ঠাকুর তাই বলেছিলেন একজন ভক্তকে (শ্রীমকে), মা ভাগবতের পণ্ডিতকে একটা পাশ (বন্ধন) দিয়ে ঘরে রেখে দেন। নইলে কে ভাগবত শোনাবে? একজন ভক্তকে বলেছিলেন, তোমাকে মায়ের একটু কাজ করতে হবে, লোকশিক্ষা দিতে হবে। ভক্ত চায় সন্ন্যাসী হতে। শেষে ধমক দিয়ে বললেন, মা এক টুকরো তৃণ থেকে বড় বড় আচার্য সৃষ্টি করেন। ভক্ত তাই গৃহেই রইলেন।

ঘরও তাঁর বনও তাঁর। ভোগও তাঁর ত্যাগও তাঁর — এ সবই তাঁর, জগৎরক্ষার আয়োজন। এক একজনকে এক একস্থানে রেখেছেন। সকলকেই তাঁর কাজ করতে হয়। ভক্তদের হাত নাই তাতে। দেখ না, আবাল্য সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে বললেন, তুমি বিয়ে কর। সংসারীদের শিক্ষা দাও, কি করে গৃহে থাকতে হয়। আর চৈতন্য দেবের দুই বিয়ে।

তিনি নিজে হলেন, সন্ন্যাসী। ঠাকুরও দেখ না, নরেন্দ্রের বিয়ের কথা শুনে একেবারে মায়ের পা ধরে বললেন — মা, একে সংসারী করো না। তাঁকে দিয়ে একটি সন্ন্যাসী লাইন সৃষ্টি করবেন। আবার আর একজনকে (শ্রীমকে) বললেন, তুমি গৃহেই থাক। লোকদের ভাগবত শোনাবে। এতে কি শিক্ষা লাভ? না, যাকে দিয়ে যে কাজ তাকে দিয়ে সেই কাজ। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে তিনি আকণ্ঠ মদ খাইয়ে ঘরে রেখেছিলেন। তাই মুখে একটু মদ, কানে একটু কৃষ্ণ নাম পড়তেই বেহুঁস, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। গদাধরকে করলেন সন্ন্যাসী। দুইজনের জীবনই লোকশিক্ষার জন্য।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন, ভক্ত সংসারেই থাকুক আর সন্ন্যাসীই হোক্, তার দাম লাখ টাকা। যেমন হাতী জীবিত হোক্ আর মরাই হোক্, তার দাম লাখ টাকা। আর একদিন (শ্রীমকে) বললেন, মা পোষা হাতী দিয়ে জঙ্গলী হাতি ধরেন। যাকে বললেন, তিনি সন্ন্যাস নিতে চান। ঠাকুরের ইচ্ছা ঘরে থাকুক। 'পোষা হাতী' মানে অন্তরঙ্গ পার্ষদ। আর জঙ্গলী হাতী মানে পরে যারা সাধু ভক্ত হবে।*

এখন সওয়া নয়টা। স্বামী সিদ্ধানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। শ্রীম তাঁহাদিগকে নিজের পাশে বেঞ্চে বসাইলেন। সিদ্ধানন্দ সৈকতালয়ে থাকিয়া ঈশ্বরচিন্তা করেন একান্তে। আর বিশুদ্ধানন্দ সম্প্রতি ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে আসিয়াছেন। ক্ষণকাল মধ্যেই আসিলেন জগন্নাথ মন্দিরের ম্যানেজার। শ্রীম তাঁহার নিকট হইতে জগন্নাথের সেবাপূজার অনেক কিছু জানিয়া লইয়াছেন। প্রণাম করিয়া ম্যানেজার শীঘ্রই বিদায় লইলেন। "ঘরে চলুন" বলিয়া শ্রীম সকলকে সঙ্গে লইয়া হলঘরে প্রবেশ করিলেন। কার্পেটে বসিয়া নানাপ্রকার কথা হইতেছে।

ভক্ত অটল মিত্রের কথা বলা হইতেছে। ইনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বড়ই শ্রদ্ধা করেন। এইবার ব্রহ্মানন্দের গুণকীর্তন-প্রবাহ চলিল। শ্রীমও সাগ্রহে এই কীর্তনপ্রবাহে যোগদান করিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল) প্রথমে

** স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলেন, বেলুড় মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে শ্রীম-র মাধ্যমে। (উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত 'শ্রীম-কথা')।*

ছিলেন শ্রীম-র বিদ্যাশিষ্য, পরে হন প্রিয় গুরুভাই।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কি একটা charm (আকর্ষণ) ছিল তাঁর কথা সেদিন হতেই একজন বললেন — হাঁ মশায়, ওঁর কথা আলাদা। আবার সকলকে আনন্দ দিতে পারতেন। একি কম কথা — সবাইকে আনন্দে রাখা! আর একটা গুণ ছিল। যত সব contending parties (বিরোধী মতের লোক), তাদের সবকে meet (একমত) করতে পারতেন। এটাও বিশেষ শক্তির কথা। একজন খুব রেগে এসেছে। নালিশ করলো — হাঁ মশায়, উদ্বোধনে আমার নামে এই সব লেখা বার করলেন! রাখালমহারাজ হেসে উত্তর দিলেন, আরে ওসব printer's mistakes (মুদ্রাকরের ভুল)। আপনি স্থির হোন। শুনেই তো ঐ লোক — যে নালিশ করেছিল, একেবারে হাসতে লাগলো। জল হয়ে গেল তার রাগ! কত রেগে এসেছিল কি করবে বলে।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — ঠাকুর বলতেন, বর্ণচোরা আম, গাছে পেকে গেছে ভিতরে, কিন্তু বাইরে কাঁচা। বাইরে থেকে বোঝবার যো ছিল না। সোনার মত লাল হয়েছে হুঁকোটা মাজতে মাজতে। লোক দেখে বলতো সোনার হুঁকায় তামাক খান, এ আবার কি রকম সাধু। এই সব আমিরী চাল দেখে ভুবনেশ্বরে কোন কোন লোক বুঝতে পারতো না, নিন্দা করতো। পরে ওরা একেবারে বদলে গেল।

শ্রীম (সহাস্যে) — হারাণ রক্ষিত এসেছে রেগে মাথা ভাঙ্গবে বলে। আর ওঁর কথা শুনে একেবারে জল। 'Printer's devil' (মুদ্রাকরের ভূত) বলে কিনা লোক। তিনি বললেন, 'Printer's mistake' (মুদ্রাকরের ভুল) ভূত আর ভুল (হাস্য)।

বর্ণচোরা আমই বটে, যা বললে।

শশী নিকেতন। হলঘর। এখন সওয়া নয়টা বাজিয়াছে। শ্রীম কার্পেটের উপর বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য, উত্তর দিক হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় দরজার মধ্যস্থলে। শ্রীম-র পাশে ও সম্মুখে সাধু ও ভক্তগণ বসিয়াছেন। উপনিষদ্ পাঠ হইবে। শ্রীম মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ বাহির করিয়া দিলেন। অন্তেবাসী শ্রীম-র সম্মুখে বসিয়া পাঠ করিবেন। মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ ও বৃহদ্রথ রাজার বৈরাগ্যকথন। শ্রীম-র নির্দেশে, মূল সংস্কৃত ও বাংলা

অনুবাদ দুই-ই পাঠ হইতেছে প্রথমে অনুবাদ পরে মূল সংস্কৃত।

অন্তেবাসী পড়িতেছেন —

রাজা বৃহদ্রথ (শাকায়ন্য ঋষির প্রতি) — ভগবন্, আমি মোহান্ধ। কূপমণ্ডুক। আমাকে উদ্ধার করুন। এতদিন দেহসুখে মগ্ন ছিলাম। দেহও মিথ্যা, রাজ্যও মিথ্যা। অতএব, দেহভোগ আর রাজ্যভোগও মিথ্যা। এখন বুঝিয়াছি ধন ঐশ্বর্য নাম যশ প্রভুত্ব — এ সবই মিথ্যা। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কুটুম্ব কেহই আপনার নয়। একমাত্র শ্রীভগবানই আপনার আমার ও সকলের। অষ্টসিদ্ধি শতসিদ্ধি — এসবও মিথ্যা। ভারতের রাজর্ষিগণ কেহই নাই। সকলই কালগর্ভে নিপতিত। আমি আর কিছু চাই না। চাই কেবল আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে এই অন্ধ তামস হইতে উদ্ধার করুন। 'উদ্ধর্তুমর্হসীত্যন্ধোদপানস্থো ভেক ইবাহমস্মিন্ সংসারে ভগবংস্ত্বং নোগতিস্ত্বং নো গতিঃ।'

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এই গাথাটি সাধু ভক্তদের মুখস্থ করে রাখা উচিত, যেমন নচিকেতার বৈরাগ্যপ্রকরণ মুখস্থ করে। নচিকেতা কুমার, বৈরাগ্যবান। আর বৃহদ্রথ বিষয়ভোগী রাজচক্রবর্তী। উভয়েরই তীব্র বৈরাগ্য। বৃহদ্রথের উক্তিতে বিষয়ভোগের নিন্দার আধিক্য রয়েছে, কারণ তিনি রাজা। বৃহদ্রথের বৈরাগ্যের এই উক্তিকে গাথা বলে।

ঠাকুর বলেছিলেন, ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকূয়া আর আত্মীয়স্বজন কালসর্পবৎ বোধ হয়। বৃহদ্রথের ঠিক সেই অবস্থা। নিজেকে কূপমণ্ডুক বলেছেন।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (স্বামী বিশুদ্ধানন্দের প্রতি) — দু'টি দিক আছে। একটি, যেমন শুকদেব, যেমন ঠাকুর। ঈশ্বরে এত ভালবাসা যে সংসার আপনিই খসে পড়ে গেছে, যেমন নারকেলের বালতো পড়ে যায়। আর একটি, এই বৃহদ্রথের অবস্থা। সংসারভোগে থেকে ভোগ্য সব বস্তুই দোষযুক্ত দুঃখদায়ী বোধ হওয়া। তখন এটা ছেড়ে পালাতে চায়। কিন্তু যাবার পথ নাই। যদিও বা সংসার ছেড়ে বনে পালিয়ে যায় কিন্তু ঐ সংসার সঙ্গে বনে যায়। কেন? মনে যে রয়েছে ঐ বিষয়ভোগের সংস্কার। তাই কঠোর তপস্যা করে। মানে, এই যে দেহটাকে ভোগ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে সেটাকে কষ্ট দেয়। মান, প্রাণ, দেহ যায় যাক্, কিন্তু এর সেবা আর

করবো না।

একদিকে কঠোর তপস্যা, অন্যদিকে ব্যাকুল ক্রন্দন মনে মনে। বৃহদ্রথের এই অবস্থা। ভগবান তো হৃদয়েই রয়েছেন, তবুও তিনি বৃহদ্রথকে মুক্ত করলেন শাকায়ন্য ঋষিকে পাঠিয়ে দিয়ে। এ কেমন? যেমন ছেলে খেলতে খেলতে গিয়ে কাঁটাবনে পড়েছে। কাপড় চোপড় সব কাঁটাতে আটকে গেছে। 'মা মা' বলে কাঁদছে। মা এসে ছেলেকে ন্যাংটো করে কোলে উঠিয়ে নিল। কাপড় চোপড় সব কাঁটা বনেই রইল।

শাকায়ন্য ঋষির উপদেশে বৃহদ্রথ বুঝলেন, আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই — আমি আত্মা, অমৃত ও অভয় — 'এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি।'

শ্রীম (একটি ভক্তের প্রতি) — এই সব কঠোর তপস্যার ব্যবস্থা ছিল পূর্বে, সত্য ত্রেতাদি যুগে। তখন শরীর মন বলিষ্ঠ ছিল। ঐ সব চলতো। এখন কলিকাল, ওসব অচল। ঠাকুর বলতেন, কলিতে আয়ু কম, মন চঞ্চল, অন্নগত প্রাণ। তাই এখন অন্য ব্যবস্থা। এখন ফিভার মিক্সচার — দশমূল পাচন নয়। অর্থাৎ, ভক্তিযোগ। কেঁদে কেঁদে বলা ভগবানকে নির্জনে গোপনে শিশুর ন্যায়।

একটি ভক্ত হরিতকী বাগানে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন ঈশ্বরের জন্য। ভক্তটি সংসারে রয়েছেন। ঠাকুর তো অন্তর্যামী, ঐ ক্রন্দন শুনেছেন। একদিন অন্য একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) ঐ ভক্তের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এই বলে — যাও, ওকে বলে এসো, আমাকে ধ্যান করলেই হবে। গিয়ে যেই বলা ভক্ত তো অবাক, কি করে ঠাকুর জানলেন আমার হৃদয়ের ক্রন্দন?

আর একটি ভক্ত কাঁদছেন নির্জনে গোপনে। ওমা, ঠাকুর গিয়ে হাজির তাঁর বাড়িতে। ভক্ত বিস্ময়ে বললেন, কোথায় আমি যাব, না আপনি এসে পড়লেন। হেসে ঠাকুর বললেন — হাঁ, কখন ছুঁচও টানে চুম্বককে।

ঠাকুর না এলে উপনিষদাদির এই সব কথা কেবল কাহিনীতেই পরিণত হতো। কিন্তু তিনি দেখিয়ে দিলেন, মূল সত্যটি চিরকাল সত্য। ব্যাকুল হলে এখনও ভগবান এসে কোলে তুলে নেন। অবশ্য নেবেন। অতীতে নিয়েছেন, এখনও নিচ্ছেন, ভবিষ্যতেও তিনি নেবেন।

পাঠক তিন প্রপাটক পাঠ করিলেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — বেশ সব কথা পাঠ হলো — পরমাত্মা ও জীবাত্মার কথা। বৃহদ্রথ এই আত্মজ্ঞান লাভ করলেন শাকায়ন্য ঋষির নিকট। শাকায়ন্য পেলেন মৈত্রেয় ঋষির নিকট। মৈত্রেয় পেলেন বালখিল্য ঋষিদের কাছ থেকে। ব্রহ্মা বলেন বালখিল্য ঋষিদের। ভক্তদের ঠাকুর এই আত্মজ্ঞান দিয়েছিলেন কৃপা করে। অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর।

এইখানে বললেন, চৌরাশি লাখ যোনি পরিভ্রমণ করে ভূতাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা আত্মজ্ঞান লাভ করে।

কি আশ্চর্য! ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ অনায়াসে লাভ করলেন এই আত্মজ্ঞান তাঁর কৃপায়। (সাধু ও ভক্তদের প্রতি) এখন আপনারা ঠাকুরের heirs, উত্তরাধিকারী।

শ্রীম (স্বামী বিশুদ্ধানন্দের প্রতি) — অবতার আর সাঙ্গোপাঙ্গ একটা আলাদা থাক। জীবের ন্যায় তারা নন। চৌরাশি লাখ যোনি ভ্রমণ করে তাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করেন না। তাঁরা প্রায় নিত্যসিদ্ধ। যেমন reserved officers। ঈশ্বর যখন অবতীর্ণ হন তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাই তাঁদের একটুকুতেই চৈতন্য হয়ে যায়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

অন্য জীবের অন্য রকম, যেমন বৃহদ্রথ রাজা। জীব circle (বৃত্ত) ঘুরে ব্রহ্মে যায়। অবতারের পার্ষদগণ যেন tangent-এ (সোজা পথে) যায় সেই ব্রহ্মে।

সাধুরা উঠিয়া পড়িলেন, কুটীরে যাইবেন সৈকতালয়ে। একটি ব্রহ্মচারীর কথা উঠিল। তিনি আসেন নাই, কুটীর প্রহরী।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — আমরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি অবাধ্য বলে। আর ইনি (স্বামী সিদ্ধানন্দ) দয়া করে তাকে নিয়ে গেলেন নিজের কুটীরে। দুইদিন না কত, খায় নাই। তারপর ইনি নিয়েছেন। এঁর মত kind (দয়ালু), আবার মধুর স্বভাব বড় একটা দেখা যায় না।

গুরুজনদের সঙ্গে কথা কইতে নাই। চুপ করে থাকতে হয়। মতের মিল না হলেও কথা কইতে নাই। শুনেছি, আপনাদের সঙ্গে তর্ক করে, জ্যাঠা। এঁদের সঙ্গে কথা! কত তপস্যা করেছেন তার ঠিক নাই। একেবারে 'নী'র কথা! বাজনার বোল মুখে বললে কি হবে, হাতে আনতে হবে।

সাধুগণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। রাত্রি দশটা। নৈশ ভোজনের

আয়োজন হইয়াছে। দক্ষিণদিকের ছোট ঘরে আহার হইবে। কেহ আসিয়াছেন, কেহ আসিতেছেন। শ্রীম স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন সাধুদের বিদায় দিয়া। তাঁহার আহার পূর্বেই হইয়াছে। ভক্তদের আহার পরিদর্শন করিবার জন্য নিজের কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন হলঘরে। উত্তরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া বুদ্ধিরাম গোকুল প্রভৃতিকে উপদেশ দিতেছেন। একজন ব্রহ্মচারী বলেন, ঈশ্বরই আহার দেন। শ্রীম বলেন, তাহার মুখে এই কথা শোভা পায় না। এই বিষয়ে কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঈশ্বরই খেতে দিচ্ছেন, এর paraphrase (মানে) এই, অর্থাৎ কাউকে oblige (অন্নদাতা বলে স্বীকার) করতে হবে না। ওরকম করতে গেলে মন পড়ে থাকে নিচে। ঈশ্বরচিন্তা না করে এরূপ আচরণ অন্যায়। যথার্থ ঈশ্বরচিন্তা যে করে তার আহার দেন ভগবান। সকলেরই তিনি আহার দেন। অপরে চেষ্টা করে আহার সংগ্রহ করে। কিন্তু তদ্গতচিত্ত ভক্তকে তিনি বিনা চেষ্টাতেই দেন। 'যোগক্ষেমবহাম্যহং' তাঁর এই প্রতিজ্ঞানুসারে।

তা হলে, অর্থাৎ তাঁ'তে মন সম্পূর্ণ সমর্পিত না হলে, অন্নাদাতাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রয়োজন। ঠাকুর বলতেন, অকৃতজ্ঞের মুখ দর্শন করতে নাই।

ভক্তগণ আহারে বসিয়াছেন। শ্রীম আসিয়া দেখিতেছেন। বলিলেন, ক'জন? জগবন্ধু বলিলেন, চারজন — মুকুন্দ, গোকুল, সুখেন্দু ও আমি। শ্রীম বলিলেন, এই আর একজন, ইনিও বসে পড়ুন। মনোরঞ্জনও বসিলেন। শ্রীম পুনরায় বলিলেন, বিনয়বাবু পরে বসবেন পরিবেশন করে। রাত্রি এগারটায় ভক্তগণ শয়ন করিতে গেলেন।

একজন শয়ন করিয়াছেন। তিনি ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য চরিত্র মহাপুরুষগণের! ভক্তদের জন্য কত ভাবনা। শুনেছি শ্রীম-র মুখে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর এইরূপ আচরণ করতেন। কেবল ধর্মজীবনের জন্য উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না ঠাকুর। তাদের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ — এই তিনটি শরীরেরই সংগঠনের উপর সমান দৃষ্টি রাখতেন ঠাকুর। শ্রীমও তাই করেন।

শশী নিকেতন, পুরী।
২৭শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১২ই পৌষ, ১৩৩২ সাল। রবিবার, শুক্লা ত্রয়োদশী।